কাব্য-সঞ্চয়ন

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কলিকাতা

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স

প্রকাশকের নিবেদন

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়ন প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন পূর্ব্বে অনুভব করিয়া কবি-পত্নী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত মহাশয়ার অনুমতি যথাকালে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা অনিবার্য্য কারণে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল। সেজন্য আমরা দুঃখিত।

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার প্রিয় কবি। তাঁর কাব্য-সঞ্চয়ন যে শিক্ষিত বাঙালীর সমাদর লাভ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই। ইহা পাঠ করিয়া কবির অকাল তিরোধানের বেদনা আমরা আবার অনুভব করিব, মৃত কবির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিব।

বর্ত্তমান সংগ্রহের জন্য আমরা অনেকের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা নির্বাচন করিয়া মৃত সুহৃদের উদ্দেশে প্রীতি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। চারুবাবু কবির মৌলিক রচনা এবং সুরেশবাবু অনূদিত কবিতাগুলি চয়ন করিয়া দিয়াছেন। মুদ্রণ ব্যাপারে নানা রকমে সুরেশবাবু আমাদের বহু সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের নামকরণ কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের।

সূচী

সূচী

অনুবাদ

সূচী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী-গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি' পরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা: কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার' পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছে ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসেছিলে পরবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হ'তে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখার
আলিম্পন; কোকিলের কুহরবে, শিখির কেকার
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে

যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশব্দে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি' ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি !

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হ'তে হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি' উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই ব'লে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যু-তরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দ-গানে ? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;

আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষন্ন মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।
যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের, সজল, ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙ্গে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি,
ঝরে'-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়া' পরে করি' ভর,
না জানি সে কোন শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে ;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত প্রভাতে,
নব মল্লিকার কোন আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ?
ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি', সর্ব্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হ'লে তুমি, মর্ত্ত করি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব্ব হোক্ নাকো
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রেখো

ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথের

কাব্য-সঞ্চয়ন

রূপ ও প্রেম

রূপ ত' হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা,
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা।
লেখার এ দোষে শুধু, স্পর্শিবে না কাব্য-মধু?
প্রেম ব্যর্থ হবে রূপ বিনা?
কবি হ'তে শ্রেষ্ঠ কি গো কেরাণী মহুরী?
প্রেম হ'তে রূপের মাধুরী?
কুরূপে-নয়ন বিনা কেহ ত' করে না ঘৃণা
প্রেম যা'র হৃদয় সে তারি।
চাঁদের কিরণ সেও চুমে তার গায়,
মলয়া সে কুন্তল দোলায়,
যৌবন-দেবতা করে রাজ্য—সে দেহের পরে'
মনে প্রাণে বহে প্রেম-বায়।
তবে ফিরায়ো না আঁখি কুরূপ বলিয়া
যেয়ো না গো চরণে দলিয়া,
নিশির স্নেহের গেহে দেখো, রূপহীন দেহে,
প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া।

ডাকটিকিট

ডাকটিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি,
যদি তা' পুরণো হয়—ব্যবহার করা,
ছেঁড়া কাটা, ছাপনারা, স্বদেশী বিদেশী ;—
তা' সবে পরশি' যেন হাতে পাই ধরা !
যুক্তরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি দ্বীপ হ'তে,—
মিশর, সুদান, চীন, পারস্ত, জাপান,
তুর্কী, রুষ, ফ্রান্স, গ্রীস হ'তে কত পথে
এসেছে, চড়িয়া তারা কত মত যান !
কেহ আঁকিয়াছে বুকে—নব সূর্য্যোদয়,
শান্তি দেবী—কারো বুকে—তুষার-পর্ব্বত,
হংস, জেব্রা, বরুণ, শকুনি, সর্পচয়,
কারো বুকে রাজা, কারো মানব মহৎ ;—
যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ড্রাগন ভীষণ,
দীপ্ত সূর্য্য, সূর্য্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,
ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প-জলযান,
দেবদূত, অর্দ্ধচন্দ্র, মুকুট, বিষাণ !
কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা !
কেহ বা এসেছে মাখি' পার্থিনন-ধূলি !
নায়েগ্রা গর্জ্জন বিনা কিছু জানিত না,—
এমন ইহার মধ্যে আছে কতগুলি !
কেহ বা এনেছে কারো' কুশল-সংবাদ—
মাখি' সুধামৃত, বহি' সাগ্রহ চুম্বন !
কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ ;
কেহ অনাদৃত, কার' আদৃত জীবন !
সকল গুলিই আমি ভালবাসি, ভাই,
সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাঁই !

কোন্ দেশে

(বাউলের সুর)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চ'ল্‌তে গেলেই—
দ'ল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পা'ব—
বাউল সুরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন দেশের গৌরবের কথায়
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

বঙ্গজননী

কে মা তুই বাঘের পিঠে ব'সে আছিস বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কঙ্কাল-মালা [illegible] বুকে !
চল চল্ নয়ন-যুগল জল ভরে গো পড়ছে ঢুলে
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরার ধূলা আছে চুমে ?
কে মা তুই কে না শ্যামা— তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?
মা তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে
অন্ন-সুধা বঙ্গে যেন গরল হ'লো সর্ব্বনেশে !
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে, চোখে
অন্ন বসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে !
বল্ মা শ্যামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙ্বে না কি ?
ধন্য হ'তে পারব না মা তোমার মুখের হাসি দেখি' ?
ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমনি হাসি ।
চরণতলে সপ্তকোটী সন্তানে তোর মাগে রে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, জাগিয়ে দে তোর [illegible]
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিনী মূর্ত্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !

'কুস্থানাদপি'

স্বাগত, স্বাগত, বারাঙ্গনা!
তুমি কর ভাব-উপদেশ;
সোনা যে সকল ঠাঁই সোনা,
যাই হ'ক পাত্র, কাল, দেশ।
পীড়া পেলে পথের কুকুর,
হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত;—
ব্যথা তা'র করিবারে দূর,
প্রাণ ঢেলে সেবিছ নিয়ত!
উঠিছে সে শ্বসিয়া শ্বসিয়া,
উর্দ্ধ-মুখ উদ্‌গত-নয়ন;
শ্বসিয়া—ধ্বসিয়া পড়ে হিয়া—
তোমারো যে তাহারি মতন।
হাসে লোক কান্না তোর দেখে,
ক্ষুণ্ণ-দৃষ্টি—উত্তর তাহার!
এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—
এ হৃদয়—উৎস মমতার?
দেখি' তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভ'রে,
বুদ্ধ তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের—ক্ষণেকের' তরে!

'রম্যাণি বীক্ষ্য'

ফাগুন-নিশি, গগন-ভরা তারা,
তারার বনে নয়ন দিশাহারা;
কে জানে আজ কোন্ স্বপনে
উঠেছে চাঁদ আন্ গগনে,
তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া লেগেছে!

পেযেছে সব চাঁদের যেন ধারা !
আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;
আর নিশীথের আলো:—
আজ হেথায় কিসে এল ?
আবেক সাঁঝের গান,
ফিরে জাগায় যেন তান ,
তারার বনে পরাণ হ'ল সারা !
এ যেন নয় গান,
এ যেন নয় আলো,
তবু দোলায় কেন প্রাণ,
তবু কেমন লাগে ভাল,—
মন যে মগন তা'তে,
ফাগুন-মধু-বাতে,
মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—
পেযেছে আজ চাঁদের যা'রা ধারা !
বিচিত্র ওই আকাশ
দেয় নূতন কত আভাস,
উষার আলো বাতাস—
যেন, শেফালিকার সুবাস—
যেন, তারার বনে লেগেছে,
চোখে আমার জেগেছে ,—
মুক্ত রে আজ মর্ত্ত্যভুবন-কারা !
তারার বনে মন হয়েছে হারা !

সাম্য-সাম

ছায়াপথ হ'তে এসেছে আলোক, তপন উঠেছে হাসি' ;
বারতা এসেছে পুলক-প্লাবনে ভুবন গিয়েছে ভাসি' !

নাচিছে সলিল, দুলিছে মুকুল, ডাকিয়া উঠিছে পিক,
বারতা এসেছে প্রভাত-পবনে—প্রসন্ন দশ দিক্ ।

কে আছ আজিকে অবনত মুখে পীড়িত অত্যাচারে ?*
কে আছ ক্ষুণ্ণ, কেবা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে ?

যুগ যুগ ধরি' কি করেছ, মরি, লভিতে কেবলি ঘৃণা ?
পুরুষে পুরুষে হীনতা বহিতে, দহিতে কারণ বিনা !

এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি' গলে ?
পশুর অধম অসুর-দম্ভে মানুষেরে তবু দলে !

কণ্ঠে বাঁধিয়া ধন-সম্পুট, রত্নমুকুট শিরে,
কেহ নাহি আসে গর্ভ-নিবাসে, মানবের মন্দিরে ;

তবে কেন হায় জগৎ জুড়িয়া, এ বিপুল খল-পণা,
বেড়া দিয়ে দিয়ে মুক্ত বাতাসে বাঁধিবার জল্পনা !

কর্ম্মে যাদের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হ'ক্,
পুণ্য তাদের চরণ-পরশে ধন্য এ নরলোক ।—

হ'ক্ সে তাহার বরণ কৃষ্ণ, অথবা তাম্র-রুচি,
নির্ম্মল যার হৃদয় সে-জন শুভ্র হ'তেও শুচি ।

ব্যবসা যাঁদের রজত মূল্যে নিজ পদধূলি দান,
অন্তে উদরে ব্যস্ত করিতে আপনার স্তুতি-গান,

যাদের কৃপায় রন্ধন-শালে ধর্ম্ম পেলেন ঠাঁই,
হায় পরিতাপ ! ত্রিলোক বলিছে তাহাদের জাতি নাই !

ভুবন ব্যাপিয়া ম্লেচ্ছ যবন শূদ্র বসতি করে,
সাত সমুদ্র তাহাদেরি হায় পাদোদকে আছে ভ'রে ;

বিপুল বিশ্বে এক গণ্ডূষ জল পাওয়া আজি দায়,
ধর্ম্ম আছেন রন্ধন-শালে ;—জতিটাই নিরুপায়।

যাহাদের ছায়া ছুঁইলেও পাপ, পবন অর্ব্বাচীন,
তা'দেরি চরণধূলি' তুলি দেয় মস্তকে নিশিদিন ;

নিশ্বাস নিতে মনে হয়, সে যে অজাতির উচ্ছিষ্ট !
কর্ম্ম হ'তেছে পণ্ড নিয়ত ধর্ম্ম হ'তেছে ক্লিষ্ট।

জগতের চূড়া এ জাতির যদি পামীরে হইত বাস,—
তা' হ'লে হ'ত না প্রতি নিশ্বাসে নিতে পামরের শ্বাস !

ম্লেচ্ছের শ্রমে চারি আশ্রম ভাঙিয়া পড়িছে নিতি,
পীড়ায় আতুর সংহিতা সব পুড়িয়া যেতেছে স্মৃতি !

বর্ণোত্তমে বর্ণে তাহারা করিয়াছে পরাজয়,
নিষ্ঠার বলে প্রতিষ্ঠা তার আজিকে ভুবনময় ;

ব্রাহ্মণ শুধু মরিছে বহিয়া উপবীত অবশেষ,
রাজ্যবিহীনে লজ্জা দিতেছে পৈতৃক রাজবেশ।

ঊর্দ্ধে রয়েছে উদ্যত সদা জগন্নাথের ছড়ি,
সমান হ'তেছে শূদ্র ও দ্বিজ সবে তার তলে পড়ি'।

খনির তিমিরে কা'রা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি' কাণ,
অনেক নিম্নে পড়ি' আছে যারা শোন তাহাদেরো গান।

দূর সাগরের হলহলা সম উঠিছে তা'দের বাণী,
বহু সন্তাপ, বহু বিফলতা, অনেক দুঃখ মানি ;

অশ্রু হারায়ে রক্ত-নয়ন জলিছে আগুন হেন,
পঙ্কিল ভাষা, স্বল্প বচন,—নাহি সে মানুষ যেন !

শ্রমের মাতাল পাষাণের চাপে উঠিছে পাগল হ'য়ে,
রসাতল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার বালাই ল'য়ে ;

জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে
কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহিক ভরে।

হেথায় কুবের ফুলিছে, ফাঁপিছে,—ফুলিছে টাকার থলি.
চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয় পাকস্থলী !

নর-বানরের সুবিপুল ভারে মানুষ মরিল, হায়,
মরিল মরম, মরিল ধরম, ধরণী গুমরি' ধায়।

তবু ঘর্ঘরে, চলে মন্থরে, জুড়িয়া সকল পথ,
ধনী নির্ধনে সমান করিয়া জগন্নাথের রথ !

মানুষ কাঁদিছে, মানুষ মরিছে, বেঁচে আছে তরবার !—
এর চেয়ে সেই বন্য জীবন ভাল ছিল শতবার ;

সেথায় ছিল না শৃঙ্খল জাল, বন্দী ছিল না কেউ,
ছায়া-সুগহন কাননের মাঝে শুধু সবুজের ঢেউ,

জটিল গুল্ম কণ্টকে ফুলে উঠিত আকুল হ'য়ে,
দেবতার শ্বাস আসিত বাতাস ফলের গন্ধ ব'য়ে,

পশু ও মানুষে ছিল মেলামেশা ভাবাহীন জানাজানি,
ছোট ছোট ভাই ভগিনীর মত ছিল বহু হানাহানি ;

জীবন আছিল, আনন্দ ছিল, মৃত্যুও ছিল সেথা,
ছিল না কেবল রহিয়া রহিয়া মন মরিবার ব্যথা।

ছিল না সেথায় দুর্জ্জয় লোভে দহন দিবস নিশা,—
লুটিয়া, পীড়িয়া, দলিয়া, ছিঁড়িয়া প্রভু হইবার তৃষা।

ছিল না এমন খাজানার খাতা খাজাঞ্চী-খানা জুড়ি'
সেলামী ছিল না, গোলামী ছিল না হাইতোলা-সাথে তুড়ি।

হায় বনবাস! সজীব, সরস, শতগুণে তুমি শ্রেয়,
এই পোড়া মাটি রস-বাসহীন মানুষে ক'রেছে হেয়;

এই কাঠ খোঁটা—বসন্তে যাহা আর ফোটাবে না ফুল,
এরি সহবাসে নীরস মানুষ,—জীবনে মানিছে ভুল।

উর্দ্ধে উঠেছে দুর্গ-প্রাচীর, মানব-শোণিতে আঁকা,
আকাশ সুনীল কুটীর-বাসীর চক্ষে পড়েছে ঢাকা;

সাগরের বায়ু বাধা পেয়ে পেয়ে সাগরে গিয়েছে ফিরে,
মানবের মন এমনি করিয়া মরিয়া যেতেছে ধীরে।

তরবারি শুধু ফিরিছে নাচিয়া বিপুল হেলার ভরে,
বাঁধন কাটিতে জন্ম যাহার সেই সে বন্দী করে!

বলবান যেই,—ধর্ম্ম যাহার ক্ষত ও ক্ষতির ত্রাণ,
সেই সে ঘটায় জগতের ক্ষতি, সেই করে ক্ষত দান!

অমল যশের লালসায় হায় জয়ের মশাল জ্বালি',
নিরীহ জনের রক্তে কেবল লভে কীর্ত্তির কালি।

বন্ধ্যা সোনায় এরা বড় জানে,—জননী মাটির চেয়ে,
সফলতা যার অণুতে রেণুতে চিরদিন আছে ছেয়ে;

তবু এরা জ্ঞানী, তবু এরা মানী, এরা ভূস্বামী তবু,
ভূমির ভক্ত সেবক যাহারা—এরা তাহাদের প্রভু!

যাহা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল ফল,
তারা আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া ফেলিবারে শ্রমজল;

তারা আছে শুধু কথায় কথায় হইতে বোত্রহীন,
'দেড়া' 'দুনো' দিয়ে বর্ষে বর্ষে কেবল বহিতে ঋণ;

সমুখে করাল রয়েছে 'আকাল', মৃত্যু রয়েছে পিছে,
ঘিরি' চারিধার আছে হাহাকার, পালাবার আশা মিছে।

এত বড় এই ধরণীর বুকে তাহাদেরি নাহি ঠাঁই,
তবুও ভূমির ভৃত্য, ভক্ত, ভর্ত্তা সে তাহারাই !

তা'দের নয়নে ফলময়ী ভূমি স্নেহময়ী মা'র চেয়ে,
রমণীর চেয়ে রমণীয়া—যবে কাল মেঘ আসে ছেয়ে ;

কন্যার চেয়ে কান্তিশালিনী, হাস্যশোভনা ভূমি ;—
কি বুঝিবে মূঢ় রাজস্বভুক্, এর কি বুঝিবে তুমি ?

তবুও সমাজ তোমা হেন জনে ভূস্বামী বলি' মানে ;
প্রকৃত স্বামী সে দীন কৃষকের কথা কে তুলিবে কানে ?

বলের গর্ব্ব পর্ব্বত হয়ে বাড়ায় ধরার ভার,
চলে লুণ্ঠন কুণ্ঠাবিহীন—ঘরে ঘরে হাহাকার ;

প্রবল দস্যু বিকট হাস্যে বিশ্বভুবন মথি',
সুনামের হার গলায় দোলায়ে চলেছে অবাধ-গতি !

নিরীহ জনের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরাইয়া তরবারি,
বালকে বৃদ্ধে বধিয়া চলেছে, বাঁধিয়া চলেছে নারী !

পিশাচের প্রায় ক্রূর হিংসায় শবেরে দিতেছে ফাঁসী,
সপ্ত সাগর মানে পরাভব ধু'তে কলঙ্ক-রাশি !

ইতিহাস তবু তাহাদেরি দাসী—নিত্য ছলনাময়ী,
ধন-বৈভব তাহাদেরি সব, তা'রা বীর, তা'রা জয়ী !

ক্ষুদ্র প্রদীপে নিবাতে, পবন ! যতন তোমার যত,
সেই শিখা যবে দহে গো ভবন কোথা রহে তব ব্রত ?

হায় সংসার, ক্ষুদ্র মশার দংশন নাহি সহ,
মৃত্যুর চর ক্রূর বিষধর তারে পূজ' অহরহ !

তবু উদ্যত রয়েছে নিয়ত বৈভবে দিয়ে লাজ,
বলী দুর্ব্বলে করিতে সমান বিশ্বদেবের বাজ !

মুক্ত রাখ গো মনের দুয়ার, মানুষ এসেছে কাছে,
ঘুচাও বিরোধ, বাধা, ব্যবধান, বিঘ্ন যা' কিছু আছে ;

বলের দর্প, কুলের গর্ব্ব, ধনের গরিমা ল'য়ে,—
মুক্ত বাতাসে বাক্য-বেড়ায় ফেলো না ফেলো না ছেয়ে ;—

জননীর জাতি, দেবতার সাথী নারীরে বোল না হেয়,
অর্দ্ধ জগতে কর না গো হীন, জগতের মুখ চেয়ো।

স্নেহবলে নারী বক্ষ-শোণিতে ক্ষীর করি' পারে দিতে ;
কে বলে ছোট সে পুরুষের কাছে—কোন্ মূঢ় অবনীতে ?

তারা-সুগহন গগনের পথে চলেছে মরাল-তরী,
তারি মাঝে নারী পুষ্প-প্রতিমা সুষমা পড়িছে ঝরি' ;

চরণের বহু নিম্নে জগৎ স্তব্ধ হইয়া আছে,
নন্দন-বন-বিহারী পবন ফিরিছে পায়েরি কাছে ;

কুন্তল দোলে, মন্থরে চলে স্বপন-তরণীখানি,
সুপ্ত জগতে চির-জাগ্রতা প্রেমময়ী কল্যাণী।

কত কবি মিলে বিশ্ব-নিখিলে বন্দনা রচে তার।
সঙ্গীত ভুলি' দু'টি আঁখি তুলি' চাহে শুধু শতবার,

মুগ্ধ নয়ন স্বপ্ন-মগন, মৌন বচন সব,
সেতার, কানুন্, বীণা, তান্পূরা মানে যেন পরাভব !

গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী ;
বনের পুষ্প, মনের ভক্তি সে কেবল তারি—তারি।

ক্ষেত্র বীজের প্রাচীন কাহিনী তুলে আর নাহি কাজ,
গেছে সংশয়, রমণীর জয়,—জগত গাহিছে আজ ;—

কত না বালক ধন্য হ'য়েছে মায়ের মুরতি লভি,
কত না বালিকা বহিয়া বেড়ায় জনকের মুখ ছবি ;—

তবে কেন মিছে কথার কলহ, দূর কর কলরব,
আয়' কাছাকাছি আস্থক্ মানুষ—আস্থক্ মহোৎসব !

কে রয়েছে বলী, আর্ত্ত অবলে হাতে ধরি' লও তুলি' ;
জ্ঞানী, অধিকার বাড়াও নরের নূতন দুয়ার খুলি' ;

মানুষেরে যদি মনে জান' পর, শিক্ষা বিফল তবে,
রাখিবার বল মারিবার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় ভবে।

দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখনা —খোল' মন্দির দ্বার,
দেবতা কাহার' নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার ;

নরকের ভয় দেখায়ে মানুষে থর্ব্ব ক'র'না তবে,
মানুষেরি প্রেমে হউক ধন্য, লভুক্ পুণ্য সবে।

কে জানে, কেমন পরলোক, যাহে আকাশ রয়েছে ঢাকি' !
মূক মরি' সেথা পায় কি গো বাণী, অন্ধ কি পায় আঁখি ?

উন্মাদ সেথা লভে কি শান্তি ? পুষ্টি লভে কি ভ্রূণ ?
বন্ধু সেথায় বন্ধুর মুখ দেখিতে কি পায় পুনঃ ?

পুণ্যের ক্ষয়ে এই লোকালয়ে জন্ম কি হয় আর ?
কিবা সে পুণ্য ? কিবা সে পাতক ? মূল কোথা ছিল কা'র ?

সৃষ্টির সাথে কে সৃজিল মায়া ? কে দিল বৃত্তি যত ?
কে করিল হায় মনু সন্তানে স্বার্থ সাধনে রত ?

তিমিরের পরে তিমিরের স্তর, দৃষ্টি নাহিক চলে,
মৃত্যু সে কথা গুপ্ত রেখেছে, জীবিতে কভু না বলে ;

যে বলে 'জেনেছি' ভণ্ড সে জন, নহে উন্মাদ ঘোর,
সে জ্ঞান আনিতে পারে ইহলোকে জন্মেনি হেন চোর।

ছায়া পথ জুড়ি' আলোক বিথারি' কত না তপন শশী,
শান্তির মাঝে অচিন্ত্য বেগে চলিয়াছে উচ্ছ্বসি' ;

কত না লক্ষ পুষ্পক রথ, যাত্রী কত না তায়,
কোন্ সে তীর্থে যাত্রা সবার, কে বলিতে পারে, হায় ;

কা'রা করেছিল যাত্রা প্রথম ? পৌঁছিবে কা'রা শেষ ?
রথে রথে বাড়ে অস্থির স্তূপ, শাদা হয় কাল বেশ !

রথের মাঝারে জন্ম মরণ, চিনে জীব শুধু রথ,
সমুখে পিছনে শুধু বিস্তার—সীমাহীন ছায়া পথ !

কলরব করি' যাত্রী চলেছে, গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে,
মৌন আকাশে শব্দ পশে না, বায়ু স্রোতে যায় ভেসে ;

প্রার্থনা ভেসে কূলে ফিরে এসে ব্যথিয়া তুলে গো মন,
মানুষ আবার মানুষে আঁকড়ি' প্রাণে পায় সান্ত্বন !

সেই মানুষেরে ক'র'না গো হেলা তা'রে ক'র'না গো ঘৃণা,
এ জগতে হায় কি আছে নরের—নরের মমতা বিনা ?

অভিষেক যা'রে করেছে তপন, আর সে অশুচি নাই,
জ্যোৎস্না মদিরা যে করেছে পান সেই সে আমার ভাই ;

সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে,
সলিলে যাহার আছে আঁখিজল সে আমার দুঃখে সুখে ;

কুসুম-সরস ধরণী যা'দের বহিছে পরাণখানি,
জীবনে মরণে কাছে আছে তা'রা, মনে মনে তাহা জানি ।

জাগ' জাগ' ওগো বিশ্বমানব ! বারতা এসেছে আজ !
তোমার বিশাল বপু হ'তে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ ;

জানু পাতি' কেন রয়েছ নীরবে অবনত করি মাথা ?
কা'রা কাঁধে পিঠে উঠিয়া তোমার—তোমারে দিতেছে ব্যথা ?

ঘণ্টা ঝাঁঝর কর্ণে বাজায়ে বধির করেছে কা'রা ?
অঙ্কুশ হানি' অঙ্গে কে তব বহায় রক্ত ধারা ?

জানু পাতি' কেন অবনত শিরে রয়েছ নীরবে, হায়,
দাঁড়াও উঠিয়া, ঘৃণ্য কীটেরা পড়ুক লুটিয়া পায়।

দাঁড়াও হে ফিরে উন্নত শিরে হাসি' উজ্জ্বল হাসি,
হাতে হাতে ধরি' গুণী, জ্ঞানী, বীর, শিল্পী, রাখাল, চাষী ;

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী,
সাম্যের মহাসঙ্গীত নব গাহ মিলি' নরনারী !

"আমরা মানিনা মানুষের গড়া কল্পিত যত বাধা,
আমরা মানিনা বিলাস-লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা ;

মানিনা গির্জ্জা, মঠ মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁ'র ঘর ;

রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে ;

আশা আমাদের সূতিকা ভবনে বিরাজিছে শিশুরূপে
তা'রি মুখ চেয়ে জগতের বাহু খাটিয়া চলেছে চুপে !

ধনের চাপে যে পাপের জনম একথা আমরা জানি,
দণ্ডের চেয়ে দয়ার ক্ষমতা অধিক বলেই মানি ;

দোষীরে আমরা নাশিতে না চাহি, মানুষ করিতে চাই,
গত জনমের পাতকী বলিয়া আতুরে দূষি' না ভাই।

যা'র কোলে শিশু হাসে আহ্লাদে শিশু-হিয়া জানি তা'র,
যা'র স্নেহে ভূমি হয় গো সফলা ভূমি তা'রি আপনার।

মানিনা অন্ধ বিধি ও বিধান মানিনা অন্ধ ধারা,
মানিনা তা'দের সংসারে যা'রা করেছে দুঃখ-কারা।

প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি ;

আমরা মানিনা শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, উপবীত, তরবারী,
জাব্দা খাতার, ধারিনাক ধার, মোরা শুধু মমতারি।

মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানিনা শুষ্ক নীতি,
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

নয়ন মোদের উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে সহসা তাই!
তৃণে, পল্লবে, নীল নভতলে আর মলিনতা নাই!

চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে বিশ্ব বিপুল পুলক ভরে,
বাহু প্রসারিয়া ছুটিছে মানব মানব-হিয়ার তরে!

ছিঁড়িয়া পড়িছে শৃঙ্খল যত ভাঙ্গিয়া পড়িছে বাধা,
বিঘ্ন যত সে মনে জেগেছিল নাহি নাহি তা'র আধা!

জীর্ণ বিকল লোহার শিকল ছিঁড়িছে—পড়িছে টুটি'
আজীবন যা'রা আছিল বন্দী তা'রাও লভিছে ছুটি!

অন্ধের দেশে দৃষ্টি আসিছে, মূকের ফুটিছে বাণী,
কবে থেমে যায় কলহের সাথে অস্ত্রের হানাহানি।

অন্যায় সাথে বিস্মৃতি নদে ডুবুক্ অত্যাচার,
সাম্যের মহাসঙ্গীতে সুর যাক্ মিলি' সবাকার।

এস তুমি এস কর্ম্মী পুরুষ এস কল্যাণী নারী,
প্রভু আমাদের বিশ্বমানব মোরা জয় গাহি তাঁ'রি।

কা'র বন্ধন হয়নি মোচন—কারায় কাঁদিছ বসি'—
গাহ নির্ভরে সাম্যের গান—শিকল পড়ুক খসি',

উচ্চে সবলে উচ্চার' ওগো সাম্যের মহাসাম,
কর করাঘাত কারাভবনের দুয়ারে অবিশ্রাম;

দুর্ব্বল বাহু বল পা'বে ফিরে,—ওগো হও একসাথ,
কণ্ঠে মিলাও কণ্ঠ আবার, হাতে ধরি' লও হাত;

অপরাধে, নারী, পুরুষেরি মত দণ্ড যদি গো পায়,—
তবে পুরুষের স্বাধীনতা হ'তে কেন বঞ্চিবে তায় ?

নারী ও শূদ্র নহেক ক্ষুদ্র, হেলার জিনিস নহে,
দেহ তাহাদের আগুনের আগে তোমাদেরি মত দহে ;

তাহাদের রাঙা রক্ত রয়েছে, তাহাদের' আছে প্রাণ,
আশা, ভালবাসা, ভয়, সংশয়, আছে ; আছে অভিমান

তৃষ্ণা-ক্ষুধায়, শোকে, বেদনায়, তোমাদেরি মত ভোগে,
তোমাদেরি মত মর্ত্ত্য মানুষ, মরে তোমাদেরি রোগে ;

ওগো ধনবান, ওগো বলবান, জেন' তোমাদের' আছে,
তাহাদেরি মত গ্রন্থি অপটু—স্কন্ধ মাথার মাঝে !

মানুষ মানুষ ; শক্তি মূরতি ; বহ্নি ধরে সে বুকে ;
সে নহে শূদ্র, সে নহে ক্ষুদ্র, দেববিভা তা'র মুখে ;

সে যে জন্মেছে ধরণীর বুকে, কে তা'রে ছিঁড়িয়া ল'বে !
সে যে দিনে দিনে হয়েছে মানুষ, তা'রে ঠাঁই দিতে হ'বে !

তা'র বাঁচিবার, তা'র বাড়িবার অধিকার আছে—আছে ;
কার' চেয়ে দাবী কম নহে তা'র এ বিপুল ধরা মাঝে।

ধরণীর বুকে আছে সঞ্চিত অমেয় পীযুস-সুধা,
বলী দুর্ব্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবে না ক্ষুধা।

সবিতা যাহারে করেছে আশীষ, ধরণী ধরেছে বুকে,
সে কভু জগতে মরিতে আসেনি,—মরিতে আসেনি ভুখে

নগ্ন মূরতি, হর্ষমুকুল, শিশু আসে ধরা পরে,
ঘৃণার পঙ্ক তা'রে মাখায়োনা ওগো পঙ্কিল করে ,

রক্তপায়ীর মুখোস্ পরায়ে তা'রে নাচায়ো না, ওবে,
দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র ভণ্ড তাহারে সাজায়ো না হেলাভবে ;

সুকুমার হিয়া চরণে দলিয়া মানুষে যন্ত্র করি'
শ্যামা ধরণীর পুলকের হাসি নিয়োনা নিয়োনা হরি' ।

আহা শিশু হিয়া উছসি 'উঠিয়া দূরে ফেলে দেয় সাজ,
ধনী ও দীনের ঢুলাল মিলিয়া খেলিতে না মানে লাজ !

আজ' শোনা যায় হৃদয় নিলয়ে প্রকৃতির মহাবাণী,
তাই মাঝে মাঝে যেন থেমে আসে জগতের হানাহানি ;

ওগো তবে আর—যাহা আপনার—তা'রে কেন রাখ দূরে ?
ওই শোন, শোন,—রাগিণী নূতন ধ্বনিছে বিশ্বপুরে !

জীমূত মন্ত্রে সপ্ত সিন্ধু গাহিছে সাম্য-সাম,
মন্দ পবন নূতন মন্ত্র জপিছে অবিশ্রাম !

প্রভাত তপনে, গগনে, কিরণে পড়ে গেছে জানাজানি,
মেদিনী ব্যাপিয়া তৃণে পল্লবে সুগোপন কাণাকাণি !

পুরাণ বেদীতে উঠিছে দীপিয়া অভিনব হোমশিখা,
এস কে পরিবে দীপ্ত ললাটে সাম্য-হোমের টীকা !

কত না করিব উন্মাদ গীতি আজিকে শুনিতে পাই,
বাহু প্রসারিয়া রয়েছে তাহারা আজি যেই দিকে চাই !

হে শুভ সময় ! গাহি তব জয়, আন' বাঞ্ছিত ধন,
অক্ষয় দানে ধনী ক'রে তুমি দাও মানুষের মন ;

কর নির্ম্মল, কর নিরাময়, কর তা'রে নির্ভয়,
প্রেমের সরস পরশ আনিয়া দুর্জ্জয়ে কর জয় ।

ভাই সে আবার আসুক্ ফিরিয়া ভায়ের আলিঙ্গনে,
ভস্ম হউক বিবাদ বিষাদ যজ্ঞের হুতাশনে ;

সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হ'ক পুনরায় ;

সমান হউক আশা, অভিলাষ, সাধনা সমান হ'ক,
সাম্যের গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্ত্য লোক।

পাল্কীর গান

পাল্কী চলে!
পাল্কী চলে!
গগন তলে
আগুন জ্বলে!
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'
পাটায় ব'সে
ঢুলছে ক'সে!
দুধের চাঁছি
শুষ্‌ছে মাছি,—
উড়ছে কতক
ভন্ ভনিয়ে।—
আস্‌ছে কা'রা
হন্ হনিয়ে?
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক্ দু'পুরে
ধায় হাটুরে।

কুকুরগুলো
শুঁক্‌ছে ধূলো,—
ধুঁক্‌ছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।
ঢুক্‌ছে গরু
দোকান ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে

পাল্কী চলে,
পাল্কী চলে—
দুলকি চালে,
নৃত্য তালে!
ছয় বেহারা,—
জোয়ান তারা,—
গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ্‌ বাড়িয়ে
নাম্‌ল মাঠে
তামার টাটে।
তপ্ত তামা,—
যায় না থামা,—
উঠ্‌ছে আলে
নাম্‌ছে গাড়ায়,—
পাল্কী দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায়!
ঢেউয়ের দোলে
অঙ্গ দোলে!

মেঠো জাহাজ
সাম্‌নে বাড়ে,—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে !

কাজলা সবুজ
কাজল প'রে
পাটের জমী
ঝিমায় দূরে!
ধানের জমী
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া !

'সামাল' হেঁকে
চল্‌ল বেঁকে
ছয় বেহারা,—
মর্দ্দ তা'রা !
জোর হাঁটুনি
খাটুনি ভারি ;
মাঠের শেষে
তালের সারি।

তাকাই দূরে,
শূন্যে ঘুরে
চিল ফুকারে
মাঠের পারে।
গরুর বাথান,—
গোয়াল-থানা,—

ওইগো ! গাঁয়ের
ওই সিমানা !
বৈরাগী সে—,
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপ্‌ছে কাদা ;
মটকা থেকে
চাষার ছেলে
দেখছে,—ডাগর
চক্ষু মেলে !—
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি ;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি।

পরজাপতি
হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে
রাখছে চরণ !
কার বহুড়ি
বাসন মাজে ?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে ;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায় !

পাল্কী দেখে
আস্‌ছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে !

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা ;—
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কোণা !
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে,
গুরু মশাই
দোকান করে !
পোড়ো ভিটের
পোতার 'পরে
শালিক নাচে,
ছাগল চরে।

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লী জ্বলে ;
টাটকা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্কী মাঠে
নাম্‌ল ধীরে ;

আবার মাঠে,—
আমার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে;
মাঠের মাটি
রৌদ্রে ফাটে,
পাল্কী মাতে
আপন নাটে!

শঙ্খ চিলের
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে!
তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরষে!
গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে;
বাঁধের দিকে
সূর্য্য ঢলে।

পাল্কী চলেরে!
অঙ্গ ঢলে রে!
আর দেরী কত?
আরো কত দূর?
"আর দূর কিগো?
বুড়ো শিবপুর

ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।"

পাল্কী চলেরে,
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য্য ঢলে,
পাল্কী চলে !

গ্রীষ্মের সুর

হায় !
বসন্ত ফুরায় !
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে !
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল-অনিমিখ,
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশ দিক্ !
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায় ;
হায় !

হায়!
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ
চতুর্দ্দিকে ক্রুদ্ধ আঁখি, চারি দিকে ক্লেশ।
সংবর ও মূর্ত্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর!
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্চ্ছি' বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর?
সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে;—
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে, গোষ্পদেও কূপে,
পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে!
তৃপ্তি নাহি পায়!
হায়!

হায়!
সান্ত্বনা কোথায়?
রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে
জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উন্মা-মনে;
আশাহত ক্ষুব্ধ লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,
ময়ূরের বর্হ সম ময়ুখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায়!
হর্ম্ম্যতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নি কণা ঝরে,
হাতে মাথে ধুনী জ্বালি' বসুন্ধরা কৃচ্ছ ব্রত করে;
ওঠে না অনিন্দ্য চরু অমোঘ প্রসাদ,—
দেবতার মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,—
দীর্ঘ দিন যায়,
হায়!

হায় !

হৃদয় শুকায় !

নাহি বল, নাহিক সম্বল,

অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল !

মূক হয়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,

বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অনুৎসুক,—ধুক্ ধুক্ করে শুধু প্রাণ।

কে করিবে অনুযোগ ? দেবতার কোপ ; কোথা বা করিবে অনুযোগ ?

চারি দিকে নিরুৎসাহ, চারি দিকে নিঃস্ব নিরুদ্যোগ !

নাহি বাষ্প বিন্দু নভে,—বরষা সুদূর ;

দগ্ধ দেশ তৃষায় আতুর,

ক্লান্ত চোখে চায় ;

হায় !

রিক্তা

(মালিনী ছন্দের অনুকরণে)

উড়ে চলে গেছে বুলবুল্

শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;

ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,

যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

রাগিণী সে আজি মন্থর,

উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন ;

ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর

মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে ?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে ?
ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্ত্তি চূর্ণ,
বেলা চলে গেছে সন্ধির,—
লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ।

যক্ষের নিবেদন

(মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি' আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও ;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্ ;
গ্রীষ্মের হোক্ শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান,
যক্ষের দুঃখের করহে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ !

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্চ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস !
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
যক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন !

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় ;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব ! পূজ্য ! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ ! বন্ধু ! দৈবের ঘুচাও ভুল !

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তার বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান দুজনকেই !
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সত্বরে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাওহে দাও তায় সলিল্-ধার।

নির্ম্মল হোক্ পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক্ চোক্ ;
চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক্ গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ !

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক্ বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ ;
যাও ভাই একবার মুচাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ ! সদয় হও,
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক্" বন্ধু ! বন্ধুর আশিষ লও।

বর্ষা

ঐ দেখ গো আজ্‌কে আবার পাগ্‌লি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে!
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই!

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রা গুলোকে!

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায়;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে!

ময়ূর বলে 'কে গো?' এযে আকুল-করা রূপ!
ভেকেরা কয় 'নাই কোন ভয়,' জগৎ রহে চুপ;
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগ্‌লি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়্‌ছে ধরার গায়।

কোন্ মোহিনীর ওড়্‌না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে একরাশ,
ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস!

বাদল্ হাওয়ায় আজ্‌কে আমার পাগ্‌লি মেতেছে;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে!
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত!

তখন ও এখন

(রুচিরা)

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল-বাতাস লেগে ;
বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু,—
তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস— কে সেই বালা ?
বিপাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁস অলক রাশে,
সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিয়ায় ভাসে।

এখন বিভায় মহামহিমায় আকাশ ভরা,
শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা ;
এখন তাহায় চেনা হ'বে দায় নূতন বেশে,
তরুণ কুমার কোলে আজি তার হাসায় হেসে ;
লুকাও লুকাও লালসা-বিলাস লুকাও ত্বরা,
বাসর রাতির সাথীটি— সে আর না দ্যায় ধরা ;
এখন কমল মেলিতেছে দল সলিল মাঝে,
বিলোল চপল বিজুলি এখন লুকায় লাজে।

কিশোর প্রাণের কোথা সে ফেনিল প্রেমের পাঁতি,
কোথায় গো সেই নব বয়সের নূতন সাথী ;
বিলাস-লীলায় দেখে না সে আর বারেক চাহি,
খেলার পুতুল কোথা পড়ে ?—আজ খবর নাহি !
পুতুল পরাণ পেয়েছে গো তার সোহাগ পেয়ে,
নূতন আলোক প্রকাশিছে তাই আনন ছেয়ে !
নূতন দিনের মাঝে পুরাতন লুকায় হেসে,
নূতন দুয়ার দেউলে ফুটাও নিশির শেষে।

সিংহল

("Young Lochinvar"এর ছন্দে)

ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বূল-বন কেশ !
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস !
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর যৌবন তার 'সিংহে'র বশ,—সিংহল নাম যায়
এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়,
আজো বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায়।

ওই বঙ্গের শেষ কীর্ত্তির দেশ সৌরভময় ধাম !
কাঠ্ শঙ্কর যার বল্কল-বাস, সিংহল যার নাম।
যার মন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
যার পুষ্কর-মেঘ পুষ্করণীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড়।

ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায়—সিংহল তার ঘর,
হায় লুব্ধের প্রায় সিংহল ধায় বঙ্গের অন্তর ;
ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
ওগো বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কন্যার হয় বর।

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্যাম,—নির্ম্মল তার রূপ,
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্ব্বাণ।

পাগ্‌লা ঝোরা

তোমরা কি কেউ শুনবে নাগো পাগ্‌লা ঝোরার দুঃখ গাথা ?
পাগল ব'লে কর্ব্বে হেলা ? কর্ব্বে হেলা মর্ম্মব্যথা ?
জন্ম আমার হিম-উরসে, কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধু নদের সোদর আমি গঙ্গাদিদির পাগল ভাই।

বরফ-মরুর একলা জীবন ভাল আমার লাগ্‌ত নারে,
লুকিয়ে উঁকি তাইতো দিতাম নীচের দিকে অন্ধকারে ;
সুড়্‌সুড়িয়ে গুড়্‌গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কৌতূহলে
গড়্‌গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে !

পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইক মোটে,
পাগ্‌লা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে !
লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হ'তে
চড়্‌চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত স্রোতে,—

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি, জুড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার জ্বালা,
জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনি সুতার রামধনু মালা ;
একশো যুগের বনস্পতি,—বাকল-ঝাঁঝি সকল গায়,—
মড়মড়িয়ে উপ্‌ড়ে ফেলে স্রোতের তালে নাচিয়ে তায়,—

গুহার তলে গুম্‌রে কেঁদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে,
ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে, কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে,
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝা ঝড়ের শব্দ ক'রে,
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে,—

পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দ ছাড়া আজ্‌কে আমি যাচ্ছি ম'রে মনের দুখে ;
যাচ্ছি ম'রে মনের দুখে পূর্ব্ব সুখে স্মরণ ক'রে ;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়্‌ছি ঝ'রে ।

চক্রী মানুষ চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ
ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে, নাইক দয়া, নাইক স্নেহ !
আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নির্ব্বিবাদে,
মানুষ ছিল কোন্ সুদূরে—সাধিনি বাদ তাদের সাধে ;

তবুও শিকল পরিয়ে দিলে রাখলে আমায় বন্দীবেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প আয়ু, আমায় কিনা বাঁধলে শেষে !
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়তে বলে,
শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছি, ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।

আগে আমায় চিন্‌ত যারা বল্‌ছে শোনো—'যায় না চেনা !'
বাজবে কবে প্রলয়-বিষাণ ?—মুখে আমার উঠছে ফেনা !
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো ?
রুদ্রতালে নাচ্‌ব কবে ? তোমরা কেহ বলতে পার ?

শূদ্র

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ও গো !
শূদ্রে দেখনা বক্র চোখে।

আদি দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,
আদি দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য্য কেবা ?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলে রে করিতে সেবা ?

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাঁই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে।

শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে ;
মহামানবের গতি সে মূর্ত্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে।

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি দিন সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি!
ঘৃণার অতীত কিছু স্নেহের মানবে;—
হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।

নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল!
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ;
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

সাগর তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্য্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার!
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত-চমৎকার!
নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।

বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাই ত আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের'পর ।

স্মরণ-চিহ্ন রাখ্‌তে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত !—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।

রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই সে এমন বীর ।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার ।

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজ্‌ব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকৃব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দি গাঁয় ।

রাখব তারে স্বদেশ প্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগ্‌বে নাকো, অটুট হ'বে ঘর !
উঁচিয়ে মোরা রাখ্‌ব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্য্যাদায় যার ।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর ।—

দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ্ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !"
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—একি বিষম লাজ !
বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে য়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাস্ছে কেবল,—ভাস্ছে যেন আল্‌গা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাব্‌না যা' সে' ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।
ওরাই ভাল বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,
প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল,—
ওই যে চষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশ দেশান্তে ছুট্‌ছে আজি আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
মার্কিনে আর জর্ম্মনিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জেলে শিখ্‌ছে ওরা কল্‌জাকল ;
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্ব্বভরে ;
প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্ত্তে পারে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ত্রুটি ওদের অনেক হয়,—
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;
তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হ'য়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙ্‌লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তূলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়াছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে;

বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অম. . সে বীজ আমাদেরি করতলে;
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষী;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি!
চন্দনেরি গন্ধ ভরা,—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা,—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখান্‌টিতেই শীতল-পাটি!

শিয়রে তার সূর্য্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি!
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি।
মউল্ ফুলের মালা মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পায়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী' জোগায় গো সে,
কোলভরা তার কনক ধানে
আট্‌টি শীষে বাঁধা আটি।
সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-সুখের বার্ত্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
চ'লে যাই, ভাই,
অনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ
দেখিবে সে নাই।

তোমরা খুঁজিবে কিনা জানি না ; সকলে
চাহিয়াছি আমি ;
খেলায় দিয়েছি যোগ, আমি তোমাদের
ছিনু অনুগামী।
তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে
কলহ বিবাদ,
আজ ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা কর ভাই
মোর অপরাধ।
আমার একান্ত ইচ্ছা ভাল মন্দ সবে
তুষ্ট রাখিবার,
সে চেষ্টা বিফল হ'য়ে গেছে বহু বার
অদৃষ্টে আমার।
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি,
আজ ক্ষমা চাই ;
স্বেচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,—
আমি জানি, ভাই !
তোমাদের কাছে যাহা পেয়েছি সে মোর
চির জনমের,
উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কভু
চিহ্ন মরমের।
খেলাধুলা কতমত অশ্রুভরা স্মৃতি
সারা জীবনের,
মেলামেশা, ভালবাসা, কোলাহল, গীতি,
আনন্দ মনের,—
যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার
রবে সে তেমনি,
যা কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত
অমূল্য সে গণি।

মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের
ভুলিব না, হায় !
তোমাদের সঙ্গ-হারা সঙ্গী তোমাদেরি
বিদায় ! বিদায় !

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার,—
প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
সৃজিল যে বারবার,—
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া
বাজায় যে ওঙ্কার,—
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কার।

শ্রী-রূপে কমলা ছায়া সম যার
আদরে ও অনাদরে,—
মালা দিল যারে সরস্বতী সে
আপনি স্বয়ম্বরে,—
কৌস্তুভ আর বন-ফুল-হার
সমতুল প্রেমে যার,—
যার বরে তনু পেয়েছে অতনু
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে
ভাবনার জটাভার,—

চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার,—
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
ধরেছে যে জন বুকে,—
শমীতরু সম রুদ্র অনল
বহিছে শান্তমুখে,—
অমৃথন যেই করিছে মথন
অতীতের পারাবার,—
অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি',—
তাহারে নমস্কার।

———

আমন্ত্রণী

ফুলের ফসল লুটিয়ে যায়,
অপ্সরীরা আয় গো আয়;
মৌমাছিরে বাহন ক'রে
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয়!
পাতার আগায় শিশির-জলে
হেথায় কত মুক্তা ফলে,
লুতার সূতায় ছুলিয়ে দোলা
ঝুলন খেলা খেল্‌বি আয়!

বাসন্তিকা তন্দ্রাভরে
লুটায় বাসর-শয্যা 'পরে,
জ্যোৎস্না এসে মধুর হেসে
মুখখানি তার চুমায় ছায়!
ফুলের তূরী ফুলের ভেরী
বাজিয়ে দে, আর কিসের দেরী,
ভরে দে এই ঝিহিন্ হাওয়া
মোহন সুরের সুষমায়!
ঝুমকো ফুলের ছত্রতলে
জোনাক্-পোকার চুম্‌কি জ্বলে,
সেথায় গোপন রাজ্য পেতে,
স্বপ্ন-শাসন মেল্‌বি আয়!
অঞ্চলে আর অঙ্গুলিতে,
মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে,
ফুলের পরাগ কুঁড়ির সোহাগ
নিস্‌রে যত পরাণ চায়;
আকাশ ভ'রে বাতাস ভ'রে
গন্ধ রাখিস্ স্তরে স্তরে,
অমল কোমল নিছনি তার
রাখিস্ নিথর চাঁদের ভায়!
ক্লান্ত নয়ন পড়্‌লে ঢুলে,
ঘুমাস্ কোমল শিরীষ ফুলে,
শুক তারাটি ডুবলে, না হয়,
ফিরবি ভোরের আবছায়ায়!

আফিমের ফুল

আমি বিপদের রক্ত নিশান
আমি বিষ-বুদ্‌বুদ্‌,
আমি মাতালের রক্ত চক্ষু,
ধ্বংসের আমি দূত।
আমার পিছনে মৃত্যু-জড়িমা
আফিমের মত কালো
বিধির বিধানে যেথা সেথা তবু
সুখে থাকি, থাকি ভালো!
কমল গোলাপ যতনের ধন
অল্পে মরিয়া যায়,
আমি টিঁকে থাকি মেলি' রাঙা আঁখি
হেলায় কি শ্রদ্ধায়।
গোখুরা সাপের মাথায় যে আছে
সে এই আফিম ফুল,
পদ্ম বলিয়া অজ্ঞ জনেরা
ক'রে থাকে তারে ভুল!
না ডাকিতে আমি নিজে দেখা দিই
রাঙা উষ্ণীষ প'রে,
বিস্মৃতি-কালো আতর আমার
বিকায় সে ভরি দরে!
গোলাপ কিসের গৌরব করে?
আমার কাছে সে ফিকে;
আমি যে রসের করেছি আধান
জীবন তাহে না টিঁকে!

ছুধের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া,
বৃন্তগুলি জরির সূতায় মোড়া!
পরশ কারো লাগ্‌লে পরে পাপ্‌ড়ি পড়ে খুলে,—
তবুও আগা গোড়া ;
চৌকী দিতে পারলে না চোখ্‌ জোড়া ;
দুধের বরণ, মধুর বরণ, মদের বরণ ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া !

মধুর মত, দুধের মত, মদের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান,
প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান !
হাল্কা হাসির লাগ্‌লে হাওয়া যায় সে ভেঙ্গে !
তবুও কেন প্রাণ
ছড়িয়ে দিলে গোপন মধুতান !
মধুর মত, মদের মত, দুধের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান।

মধুর মত মদের মত অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো !
নিশাসখানি পড়্‌লে জোরে হ'তাম গো নিশ্চুপ,—
সে প্রেমও ফুরা'ল !
নিবে গেল নিমেষহারা আলো !
মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো।

চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্ম্মরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর ;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জ্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিব না মরি' ;
উগ্র মদ্য সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, ঊষার আতপ্ত কর ধরি' ;
মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব !
সূর্য্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি' ;
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা ! সূর্য্যেরি সৌরভ।

কিশোরী

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তার আল্‌তা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল !

করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
ভোমরা তারে পাগল করে,
মাছ-রাঙা চায় শীকার ভুলে,
কুহরে পিক অনর্গল ;
তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল।

তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে,
জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে!
জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে,
লুব্ধ ক'রে মুগ্ধ ক'রে
বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে ;
আর হাল্কা-বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।

তার সীঁথার রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগ্‌ল ভুল!
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান্ লাগ্‌ল মেঘে,
কানে জোড়া দুল্ দেখে তার
ঝুমকো-জবা দোলায় দুল ;
তার সরু সীঁথার সিঁদুর মেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল!

সে যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে,
সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,
চাঁদ-মালা তায় ভাস্‌তে থাকে !
জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে
কল্‌মী-লতা বাড়ায় বাহু
বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে ;
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো ভাস্‌তে থাকে !

সে ধূপের ধোঁয়ায় চুল্‌টি শুকায়,
বিনি স্তার হার সে গড়ে,
দোলন চাঁপার ননীর গায়ে
আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে !
কানড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,
পিঠ-ঝাঁপা তার লুটায় কাঁধে,
তার কাজল দিতে চক্ষে আজো
চোখের পাতায় শিশির নড়ে ;
সে বেণীতে দেয় বকুল মালা
বিনি স্তার হার সে গড়ে।

সে নামালে চোখ আকাশ ভরা
দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
সে কাঁদ্‌লে পরে মুক্তা ঝরে
হাস্‌লে পরে মাণিক হাসে !
কেবল কাঠের নৌকাখানি
জানে নাকো তুফান পানি,—

কুল্‌কুলিয়ে ঢেউগুলি যায়
নুইয়ে মাথা আশে পাশে ;
যদি সেঁউতি ’পরে চরণ পড়ে
হয় সে সোনা অনায়াসে !

ওই সওদাগরের বোঝাই ডিঙা
ফিঙার মত চলত উড়ে,
তার পরশ-লোভে আজ্‌কে সে হায়,
দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে !
অরাজকের পাগ্‌লা হাতী
পথে পথে ফির্‌ছে মাতি’ ;—
তারে দেখ্‌তে পেলেই কর্‌বে রাণী
শুঁড়ে তুলে তুলবে মুড়ে !
ওগো তারি লাগি বাজ্‌ছে বাঁশী
পরান ব্যেপে ভুবন জুড়ে !

ফুল-দোল

জগতের বুকে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল !
ফুলে ফুলে দোলে পুলক-পুতলি
ফলে ফুলে ফুল-দোল !
উৎসারি’ ওঠে অশেষ ধারায়
অভিনব চন্দন ;—
রেণুতে—রসের বাষ্প-অণুতে
পুলকের ক্রন্দন !
সদ্য মধুতে সৌরভ ওঠে,
বায়ু বহে উতরোল !

দুলে দুলে ওঠে পরাণ-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল !

চাঁপার বরণ তপনের আলো,
চামেলি চাঁদের হাসি,
কুলে কুলে আঁখি ভরিয়া ওঠে রে,—
অশ্রু-সায়রে ভাসি !
কঠিন মাটিতে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল !
হৃদয়-দোলায় পরাণ-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল !

ফুলে ফুলে সুধা-গন্ধ জাগিল !
জাগিল কী এক ভাব !
হৃদয়ের কোষে হ'ল আজি কোন্
রসের আবির্ভাব !
নয়নে নয়নে নয়ন-পুতলি
আলোকেরে দেয় কোল !
পরাণ-পুতলি পরাণে পরাণে
ফুলে ফুলে ফুল-দোল !

পারিজাত

এ পারে সে ফুট্‌ল নারে ফুট্‌ল না—
ও পারে যে গন্ধে করে মাত ;—
ও পারে যার রূপ কথনো টুট্‌ল না,—
নামটি—ও যার নামটি পারিজাত !

এ পারে তার গন্ধ আসে উচ্ছুসি,—
মুগ্ধ হিয়ায় হাওয়ায় মেলি হাত ;
ও পারে তায় মাল্য রচে উর্ব্বশী,—
স্বপন-মাখা মৌন আঁখিপাত !

স্বর্গ-ভুবন মগ্ন গো তার সুগন্ধে,
ফুটেছে সে মন্দারেরি সাথ ;
ইন্দ্র তারে বক্ষে ধরে আনন্দে,
অনিন্দ্য সে পারের পারিজাত !

এ পারে তায় হরণ ক'রে আন্‌বে কে ?—
মৃত্যু-সাগর কর্‌বে পারাপার ?
তাহার লাগি' বজ্রে কুসুম মান্‌বে কে ?—
স্বর্গে হানা দিবে বারম্বার ?

ঐরাবতের মাথায় অসি হান্‌বে কে ?—
প্রিয়ার দিতে পারিজাতের হার ?
পারের পারিজাতের মরম জান্‌বে কে ?
কে ঘুচাবে প্রাণের হাহাকার ?

এ পারে কি কল্পনাতেই থাক্‌বে সে !—
নাগাল তারে পাবে না এই হাত ?
সোনার স্বপন—মরণ শেষে ঢাক্‌বে সে,—
চির সাধের পারের পারিজাত !

বিদ্যুৎপর্ণা

অশ্রুর মৌক্তিক !
হাস্তের স্ফূর্তি !
লহরের লীলা ঠিক
লাস্তের মুর্তি !
বিজুলীর আমি জ্যোতি
অতি চঞ্চল মতি
গতি বিনা আন্‌গতি
নাই আন্ মুক্তি।

নন্দনে তাই, হায়,
না পাই আনন্দ ;
পারিজাতে টুটে যায়
মোহ-মোহ গন্ধ !
কে কোথায় গায় গান,—
বিহ্বল মন প্রাণ ;
মর্ত্ত্য-ফুলের ঘ্রাণ
মোর মোহ-বন্ধ !

মর্ত্ত্য-ফুলের শ্বাস ;—
মৃত্যুর ছন্দ,—
আকাশে ফেলিয়া শ্বাস
রচে চারু দ্বন্দ্ব !
কোথা ধরণীর তলে
কি নব সৃজন চলে,
মন মন্থন-বলে
ওঠে ভাল মন্দ !

কাহার হৃদয়ে হেরি
সাগরের মন্থ,
অনাদি গরল ঘেরি'
অমৃত অনন্ত !
মোরা সাগরের মেয়ে
মন্থন-দিন চেয়ে
প্রাণের সাগরে নেয়ে
হই প্রাণবন্ত।

কে গো তুমি গাও গান
হে কিশোর চিত্ত !
তোমারে করিব দান
চুম্বন-বিত্ত।
গান্ধারে ধর সুর,—
ধর সুর সুমধুর,
গাও, গীত-সুধাতুর
আমি করি নৃত্য।

কল্পতরুর ফুল
পড়িল কি খসিয়া,
কী পুলকে সমাকুল
ধ্যান-রস-রসিয়া !
কিসের আভাস খানি
সে কোন্ স্বপন্-বাণী ?
চেয়ে দেখ, পরী-রাণী
ফিরে নিশ্বসিয়া।

আমি পরী অপ্সরী
বিদ্যুৎপর্ণা,—
মন্দার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা ;
নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা ।

মোরা খুসী নই শুধু
দেবতার অর্ঘ্যে,
কোনো মতে রই, বঁধু,
স্বর্গের বর্গে ।
চির-চঞ্চল মন
ছল খোঁজে অগণন,
তাল কাটে অকারণ
খেয়ালের খড়্‌গে ।

জাগে নূতনের ক্ষুধা,
তাই চেয়ে বক্রে
নেমে এনু শীত-সুধা
চকোরের চক্রে ;
এক ঠাঁই নাই সুখ
মন তাই উৎসুক,
নাচে হয় ভুলচুক
শাপ দেয় শক্রে ।

নাই তবু নব-শুক্
মন্ত্রের দ্রষ্টা,—
নব-ধাতা কৌশিক
নব-লোক স্রষ্টা ;
নাই রাজা পুরুরবা,—
তবু ধরা মনোলোভা ;—
যেচে ত্যজি স্বর সভা,—
শাপে হই ভ্রষ্টা।

তবু যে যবন্ হিয়া
দুর্লভ-লুব্ধ
আছে আজো শ্যামলিয়া
ধরা ধূলি-ক্ষুব্ধ ;
নব নব প্রেরণায়
দিশি দিশি তারা ধায়
প্রাণ দিয়ে প্রাণ পায়
দেখি চেয়ে মুগ্ধ !

শাপে মোরা মানি বর
কৌতুক-চিত্তে
নেমে আসি ধরা পর
সাধনার তীর্থে
অপরূপ এ ধরণী
কামনা সোনার খনি
চিরদিন এ যে ধনী
নব-আশা বিত্তে।

ঝাঁপ দিয়ে অজানায়
তোলে মণি মর্ত্ত্য,
সঁপি' মন অচেনায়
প্রেম পরিবর্ত্ত !
চির-উৎসুকী তাই
মানুষের মুখ চাই
গোপনের তল পাই
স্বপনের অর্থ।

স্বপনে স্বপন বাঁধি
অঙ্গুলি-পর্শে,
আলো-ছায়ে হাসি কাঁদি
নির্ঝর-বর্ষে !
মোরা পরী অপ্‌সরা
ক্ষিতি অপ্‌ তেজ ভরি
সঞ্চরি যাই সরি
নব নব হর্ষে।

পরশ বুলায়ে যাই
শিশুরে ঘুমন্তে
দেয়ালায় হাসে তাই
দুধে-ধোয়া দন্তে।
তরুণ আঁখির ভায়
উঁকি দিই ইশারায়,
এ হাসির বিভা ছায়
কীর্ত্তির পন্থে।

ভাবুকের ভালে রাখি
পরশ অদৃশ্য,
মেলে সে নূতন আঁখি
হেরে নব বিশ্ব !
মনের মানস-রসে
নব ভব নিশ্বসে
নব আলো পড়ে খসে
সরস-অলসে ।

ভাব—ভাব-কদমের
ফুল দিনে রাত্রে
ফুটে ওঠে জগতের
রসঘন গাত্রে,
মধু তার অফুরান্
সুধা হ'তে নহে আন্
মোরা জানি সন্ধান
ধরি হৃদি-পাত্রে ।

মোরা উঠি পল্লবি'
বিদ্যুৎ-লতিকায় ;
নীহারিকা ছায়াছবি,—
মোরা নাচি ঘিরি' তায়
মুকুতায় অবিরাম
করি মোরা অভিরাম,
জড়াই কুসুম-দাম
সাগরের অতিকায় ।

আমরা বীরের লাগি'
সং-রথ স-তূর্য্য,
বণিকের আগে জাগি'
মণি বৈদূর্য্য,
তাপসের তপ টুটি,
হাওয়ায় হাওয়ায় লুটি,
কবির হৃদয়ে ফুটি
আলাহীন সূর্য্য।

স্বরগে মরতে নিতি
করি মোরা যুক্ত
দিই প্রীতি, গাই গীতি
চির-নির্মুক্ত।
কল্প-পাদপ আর
কল্পনা-লতিকার
দিই বিয়ে, রচি তার
বিবাহের সূক্ত।

হাসি মোরা ফিক্ ফিক্
তট-জলে রঙ্গে,—
ঝিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্
ভঙ্গ তরঙ্গে,—
ফুল-বনে পরশিয়া,—
যৌবনে সরসিয়া
চুম্বনে হরষিয়া
অঙ্গে অনঙ্গে।

ফাল্গুনে মরতের
বুকে রচি নন্দন,
বনে বনে হরিতের
ঢালি হরি-চন্দন ;
আকাশ-প্রদীপে চাহি
মোরা কত গান গাহি,
কবি-হৃদে অবগাহি
লভি শ্লোক-বন্ধন।

শুক্ল শারদ রাতে
জোছনার সিন্ধু,
মেঘের পদ্মপাতে
মোরা মণি-বিন্দু।
মেঘের ওপিঠে শুয়ে
ধরণীরে দেখি নুয়ে,
আঁখি জল পড়ে চুঁয়ে
স্বাথে চেয়ে ইন্দু।

ভালবাসি এ ধরারে
করি চুমা বৃষ্টি
মৃত্যুর অধিকারে
অমরতা সৃষ্টি ;
সুখের কাঁদন শিখি
মরমে লিখন লিখি ;—
রোদে-জলে ঝিকিমিকি
হেনে যাই দৃষ্টি।

খেলি খেলা নিশি ভোর
সারা নিশি বক্ষি,
চলে যাই হাসি-চোর
আঁখি-লোর সঙ্গি';
শুধু এই আনাগোনা
মনে মনে জাল বোনা,
গোপনের জানা শোনা
তপনে প্রবঞ্চি'।

পিয়ে যাই মন্তরে
নূতনের হর্ষ,
সঁপে যাই অন্তরে
বিদ্যুৎ-স্পর্শ!
দিয়ে যাই চুম্বন
চলে যাই উন্মন;
জীবনের স্পন্দন—
হয় বা বিমর্ষ!

মিশে যাই ধোঁয়া-ধার
ঝর্ণার শীকরে,
হেসে চাই আরবার
জোনাকীর নিকরে,
খেয়ালের মন্ত্র সে
পান করি সম্ভ সে,
চির-অনবদ্য সে
হাসি-রাশি ঠিকরে।

খেয়াল মোদের প্রভু,
দেবতা অনঙ্গ,
আমরা সহিনা তবু
সত্যের ভঙ্গ ;
আমরা ভাবের লতা,
ভালবাসি ভাবুকতা ;
নাহি সহি নগ্নতা,—
নিলাজের সঙ্গ ।

চির-যুবা শূর বীর
বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর
মদালসে গুঞ্জে ;
ভাবে যারা তন্ময়
জানেনা মরণ ভয়
তার লাগি' আনি হয়
রণ-ধূম-পুঞ্জে ।

ফুটে উঠি হাসি সম
খড়্‌গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম
মৃত্যুরে পলকে ।
উৎসবে দীপাবলী
সনে মোরা নিবি জ্বলি,
সুরা সম উচ্ছলি'
চঞ্চল পুলকে ।

যুগে যুগে অভিসার
করি লঘু পক্ষে,
নাই লীলা দেবতার
অনিমেষ চক্ষে ;
আকাশের দুই তীর
হ'তে নাহি দিই থির,
টিঁকি নাকো পৃথিবীর
সীমা-ঘেরা বক্ষে।

আকাশের ফুল মোরা,
দ্যুতি মোরা দ্যুলোকে ;
স্বপনের ভুল মোরা,
ভুল-ভরা ভূলোকে।
চরণে হাজার হিয়া
কেঁদে মরে গুমরিয়া
ধূলি হতে ফুল নিয়া
মোরা পরি অলকে।

গাও কবি! গাও গান
হে কিশোর-চিত্ত!
কিশলয়ে কর দান
চুম্বন-বিত্ত।
বাঁধ মোরে ছন্দে গো
বাঁধ ভুজবন্ধে গো,
তোমা' ঘিরি' ফিরি' ফিরি'
হের করি নৃত্য॥

সবুজ পরী

সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাথা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ-করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও।

ঘাসের শীষে সবুজ ক'রে শিস্ দিয়েছ, সুন্দরী!
তাই উথলে হরিৎ সোহাগ কুঞ্জবনের বুক ভরি'!
যৌবনেরে যৌব রাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য্য,
পাঞ্জা তোমার শ্যামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী।

যাদুকরের পান্না জ্বলে তোমার হা-তের আংটিতে,
হিয়ার হাসি কান্না জাগে সবুজ সুরের গানটিতে।
কুণ্ঠাহারা তোমার হাসি,—
ভয় ভাবনা যায় যে ভাসি;
যায় ভেসে যায় পাংশু মরণ পাতাল-মুখো গাংটিতে।

এই ধরণীর অস্থি বুঝি সবুজ সুরের আস্থায়ী
ফিরে ঘুরে সবুজ সুরে তাই তো পরাণ লয় নাহি';
রবির আলোর গৈরিকেতে
সবুজ সুধা অং .পতে
তাই তো পিয়ে তরুর তরুণ—তাই সে সবুজ সোমপায়ী

সবুজ হ'য়ে উঠল যারা কোথাও তাদের আওতা নেই,
চার দিকেতেই হাওয়ার খেলা আলোর মেলা চার দিকে
স্ব-তন্ত্র সে বহুর মধ্যে
পান করে সে কিরণ মন্ত্রে ;
তরুণ বলেই স্থায় সে ছায়া গহন ছায়া স্থায় গো সেই।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! তোমার হাতের হেম ঝারি
সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারি!
সবুজ পাখীর বাবুই-ঝাঁকে—
দেখতে আমি পাই তোমাকে—
ছাতিম পাতার ছাতার তলে—আঁখির পাতা বিস্ফারি'।

সবুজে তোমার দোবজাখানি—আলো ছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে!
সবুজ শোভার সারে গামা
ছয় ঋতুতে না পায় থামা,—
শরতে সে ষড়জে জাগে, বসন্তে সুর পঞ্চমে।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নিখিল জীবন তোমার বশ,
আলোর তুমি বুক-চেরা ধন অন্ধকারের রভস-রস।
রাম ধনুকের রং নিঙাড়ি
রাঙাও ধরার মলিন শাড়ী ;
মরুভূমির সবজী-বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ।

সবুজ পরী! সবুজ পরী! নূতন সুরের উদ্গাতা,
গাঁথ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয় গাথা,
ভরা দিনের তীব্র দাহে—
অরণ্যানী যে গান গাহে—
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্যামল মেঘের জাল পাতা!

পিয়ানোর গান

তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল ?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।

টুক্ টুক্ পদ্ম
লক্ষ্মীর সদ্ম
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।
টুক্ টুক্ টুক্ ঠোঁট
নয় শিউলীর বোঁট
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
নয় বস্‌রাই গুল।

ঝিল্ মিল্ ঝিক্ মিক্
ঝিক্ মিক্ ঝিল্ মিল্
পুষ্পের মঞ্জীল্
তার তন্ তার দিল্ ।
তার তন্ তার মন
ফাল্গুন-ফুল-বন
কৈশোর-যৌবন
সন্ধির পত্তন ।

চোখ তার চঞ্চল ;—
এই চোখ উৎসুক
　　এই চোখ বিহ্বল
　　ঘুমু-ঘুম সুখ-সুখ !
এই চোখ জল্-জল্
টল্ টল্ ঢল্ ঢল্
　　নাই তীর নাই তল,
　　এই চোখ ছল্ ছল্ !

জ্যোৎস্নার নাই বাঁধ
এই চাঁদ উন্মাদ
　　এই মন উন্মন
　　তন্ময় এই চাঁদ।
এই গায় কোন্ সুর
এই ধায় কোন্ দূর
　　কোন্ বায় ফুর ফুর
　　কোন্ স্বপ্নের পুর !

গান তার গুন্ গুন্
মঞ্জীর রুণ্ রুণ্,
　　বোল্ তার ফিস্ ফিস্
　　চুল তার মিশ্ মিশ্।
সেই মোর বুলবুল্,—
নাই তার পিঞ্জর,—
　　চঞ্চল লবুল্
　　পাখনায় নির্ভর।

পাথ্‌নায় নাই ফাঁস
মন তার নয় দাস,
 নীড় তার মোর বুক,—
 এই মোর এই সুখ।
প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিত্ত
 প্রেম তার নিশ্বাস
 প্রেম তার নিত্য।

তুল্‌ তুল্‌ টুক টুক্‌
টুক্‌ টুক্‌ তুল্‌ তুল্‌
 তার তুল্‌ কার মুখ ?
 তার তুল্‌ কোন্‌ ফুল ?
বিল্‌কুল্‌ তুল্‌ তুল্‌
টুক্‌ টুক্‌ বিল্‌কুল্‌
 এল্‌-বসরাই গুল্‌ !
 দেল্‌-রোশনাই-ফুল !

তাজ

কবর যে খুসী বলে বলুক তোমায়
আমি জানি তুমি মন্দির !
চির-নিরমল তব মূরতির ভায়
মৃত্যু নোয়ায় নিজ শির !
প্রেমের দেউল তুমি মরণ-বেলায়,
শিরোমণি তুমি ধরণীর।

তীর্থ তুমি গো তাজ নিখিল প্রেমীর,
মরমীর হিয়ার আরাম,
অশ্রু-সায়রে তুমি অমল-শরীর
কমল-কোরক অভিরাম !
তনু-সম্পুট তুমি চির-ঘরণীর,
মৃত্যু-বিজয় তব নাম !

ঘুমায় তোমাতে প্রেম-পূর্ণিমা-চাঁদ,—
এমন উজল তুমি তাই,
চাঁদের অমিয়া পেয়ে এই আহ্লাদ
কোনো খানে কিছু গ্লানি নাই ;
ওগো ধবলিয়া মেঘ ! আলোর প্রসাদ
ঝরে ঘিরি' তোমারে সদাই !

যমুনা প্রেমের ধারা জানি দুনিয়ায়,—
তীর তার ঘিরি চিরদিন
পিরীতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,
অতীত প্রেমের পদ-চিন্,
ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন।

প্রেম-যমুনার জল প্রেমে সে বিধুর
কাজরী-কাফিতে উন্মাদ—
গোকুলে সে পিয়াইল রসে পরিপূর
পিরীতির মহুয়া অগাধ ;
শাজাহাঁ-তাজের প্রাণে সঁপিল মধুর
দম্পতী প্রেমের সোয়াদ !

জগতে দ্বিতীয় রুরু রাজা শাজাহান
দেবতার মত প্রেম তার,
দিয়ে দান আপনার অৰ্দ্ধেক প্রাণ
মরণ সে ঘুচাল প্রিয়ার।
মরণের মাঝে পেল সুধা সন্ধান,
মৃত প্রিয়া স্মরণে সাকার !

কী প্রেম তোমার ছিল—চির-নিরলস,
কী মমতা হে মোগল-রাজ !
পালিলে শোকের রোজা কত না বরষ
ফল ভ’খি পরি’ দীন সাজ !
কৃচ্ছ্রের শেষে বিধি পূরাল মানস—
উঁদিল ইদের চাঁদ - তাজ।

ভেবেছিলে শোকাহত হারায়ে প্রিয়ায়
ভেবেছিলে সব হ’ল ধূল্ ;
হে প্রেমী ! বেঁধেছে বিধি একটি তোড়ায়
চামেলি ও আফিমের ফুল ;
ঝরেছে আফিম-ফুল মরণের ঘায়,
বাঁচে তবু চামেলি অতুল

টুটেছে রূপের বাসা, জেগে আছে প্রেম,
বেঁচে আছে চামেলি অমল ;
মরণে পুড়েছে খাদ, আছে শুধু হেম
যাত্রীর চির-সম্বল,
কামনা-আকুতি-হীন আছে প্রেম, ক্ষেম,
অমলিন আছে আঁখি জল।

রচিয়াছ রাজা-কবি! কাহিনী প্রিয়ার,
আঁখিজল-জমানো বরফ-
সমতুল মর্ম্মর—কাগজ তুহার,
ত্নিয়ার মাণিক হরফ ;
বিরহী গেঁথেছ একি মিলনের হার!
কায়া ধরি' জাগে তব তপ!

ভালোবাসা ভেঙে যাওয়া সে যে হাহাকার,—
তার চেয়ে ব্যথা নাই, হায় ;
প্রেম টুটিবার আগে প্রেমের আধার
টুটে যাওয়া ভালো বসুধায় ;
নিরাধার প্রেমধারা ভরি সংসার
উছলি পরশে অমরায়।

সে প্রেম অমর করে ধরার ধূলার,
সে প্রেমের রূপ অপরূপ,
সে প্রেম দেউল রচি' আকাশ-গুহায়
জ্বালে তায় চির-পূজা-ধূপ ;
সম্রাট! সেই প্রেম প্রাণে তব ভায়
মরলোকে অমৃত স-রূপ।

সে প্রেমের ভাগ পেয়ে শিলামর্ম্মর
মর্ম্মের ভাষা কয় আজ,
কামিনী-পাপড়ি হেন হয় প্রস্তর,
হয় শিলা ফুলময় তাজ!
চামেলি মালতি যূথীময় সুন্দর
ছত্রে বিরাজে মমতাজ!

যে ছিল প্রেয়সী, আজি দেবী সে তোমার
তুমি তার গড়েছ দেউল,
অঞ্জলি দেছ রাজা! মণি-সম্ভার
কাঞ্চন-রতনের ফুল।
ঢেকেছ মোতির জালে দেহ-বেদী তার
অশ্রু-মুকুতা-সমতুল।

সিংহলী নীলা রাঙা আরবী প্রবাল
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা রাশি, আরাকানী লাল,
সুলেমানী মণি থরে থর,
ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখ্‌রাজ, বুঁদি, গুল্‌নর,

চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী-মর্ম্মর,
চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
যশলমীরের শোভা মিশ্র-বদর
এনেছ ঢুঁড়িয়া সব দিক,
মধুমৎস্বিয্ মণি ছুঁধিয়া পাথর
দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ্!

সাত-শো রাজার ধন মানস-মাণিক
সঁপেছ তা সবার উপর,
তাই তো তাজের ভাতি আজি অনিমিখ্
তাই তো সে চির সুন্দর ;
তাই শিস্ দিয়ে ফেরে নন্দন-পিক
গায় কানে গান মনোহর।

তাই তব প্রেয়সীর শুভ কামনায়
ওঠে যবে প্রার্থনা-গান,
মর্ম্মর গুম্বজ ভরি' ধ্বনি ধায়,—
পরশে সে সপ্ত বিমান,
লুফে লুফে ব্যোমচারী মুখে মুখে তায়
দেবতায় সঁপে সেই তান।

সে ছিল বধূ ও জায়া, মাতা তনয়ের,
তবু সে যে উর্ব্বশী প্রায়
চিরপ্রিয়া, চির-রাণী, নিধি হৃদয়ের,
চির-প্রেম লুটে তার পায় ;
চির-আরাধনা সে যে প্রেম-নিষ্ঠের
চির-চাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায়।

বাদশাহী উবে গেছে, ডুবেছে বিলাস,
ভালো বাসা জাগে শুধু আজ,
জেগে আছে দম্পতি-প্রেম অবিনাশ,
জেগে আছে দেহী প্রেম তাজ ;
জগতের বুক ভরি উজলি' আকাশ
প্রিয় স্মৃতি করিছে বিরাজ

উজল টুক্‌রা তাজ চন্দ্রলোকের
পড়েছে গো খসে ছুনিয়ায়,
এ যে মহা-মৌক্তিক দিগ্‌বারণের
মহাশোক-অঙ্কুশ-ঘায়
এসেছে বাহিরি,'—নিধি সৌন্দর্য্যের—
প্রেমের কিরীটে শোভা পায়।

মনো-যতনের সনে মণি-রতনের
দিল বিয়া রাজা শাজাহান,
পুণ্য-প্রতিমা পানে চাহিয়া তাজের
কেটে গেল কত দিনমান,
বিরহীর অবসান হ'ল বিরহের
যেইক্ষণে টুটিল পরাণ।

সাধক পাইল ফিরে সাধনার ধন,
প্রেমিক পাইল প্রেমিকায়,
হৃদয় হৃদয় পেল, মন পেল মন,
কবরে মিলিল কায়ে কায় ;
ঘটাইল বারে বারে নিয়তি মিলন
জীবনে,—মরণে পুনরায়।

* * *

গোলাপ ফোটে না আর,—গোলাপের বাস
হেথা তবু ঘোরে নিশিদিন,
আকাশের কামধেনু ঢালে স্মিত হাস
শীর্ণির ক্ষীরধারা ক্ষীণ ;
মৌন হাওয়ায় পড়ে চাপা নিশ্বাস
যমুনা সে শোনে তটলীন।

মরণের কালি হেথা পায় না আমল,
শ্মশান—ভীষণ তবু নয়,
বিলাশ-ভূষণে তাজ নহে টল্‌মল্‌
রাজা হেথা প্রতাপী প্রণয় ;
মৃত্যুর অধিকার করিয়া দখল
জাগে প্রেম, জাগে প্রেমময়।

আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবাট—
মোতির কবর-পোষ আর,
তনু-বেদী ঘিরি' নাই কাঞ্চন-ঠাট,
বাগিচার নাহিক বাহার ;
তবু এ অভ্রভেদী জ্যোৎস্না জমাট
রাজাসন প্রেম-দেবতার।

মখ্‌মল-ঝল্‌মল্‌ পড়ে না কানাৎ
শাজাদীরা আসে না কেহই,
করে না শ্রাদ্ধ-দিনে কেহ খয়রাৎ
খিরনির তরুগুলি বই ;
বাদশা ঘুমান্‌ হেথা বেগমের সাথ ;—
অবাক! চাহিয়া শুধু রই!

ঝরে গেছে মোগলের আফিমের ফুল—
মণিময় ময়ুর-আসন,
কবরে জেগেছে তার চামেলি-মুকুল
মরণের না মানি শাসন ;
অমল সে ফুলে চেয়ে যত বুলবুল্‌
জুড়িয়াছে পুলক-ভাষণ।

জিত মরণের বুকে গাড়িয়া নিশান,
জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিধান
ঘোষে জয় মৌন গভীর,
চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
শিরোমণি মরণ-ফণী

কবর-ই-নূরজাহান্

"বর ম্যজারেমা গরীবাঁ নঃ চেরাগে নঃ গুলে !
নঃ পরে পরমানা সুজদ্ নঃ সুতায়ে বুলবুলে ॥

আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান !
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান।
বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরান দেশের শকুন্তলা! কই সে তোমার রূপ অতুল ?
পাষাণ-কবর-বোরকা খোলো দেখবো তোমায় সুন্দরী !
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয় রূপ ধরি।
জগৎ-জেতা জাহাঙ্গীরের জগৎ আজি অন্ধকার,
জাগ তুমি জাহান্-নূরী আলোয় ভর দিক আবার ;
কর গো হতশ্রী ধরায় রূপের পূজা প্রবর্ত্তন—
কত যুগ আর চল্‌বে অলীক পরীর রূপের শব-সাধন ?
জাগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ ;
রতির মুরতিতে জাগ, অঙ্গ লভুক অনঙ্গ।
রূপের গোলাপ রোজ ফোটে না বুল্‌বুলে তা জানে গো,
গোলাপ ঘিরে পরস্পরে তাই তারা ঠোঁট হানে গো ;—

তুচ্ছ রূপার তরে মানুষ করছে কত দুষ্কৃতি,
রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বদ্ রীতি ?
খনির সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুই ধারে,
রূপের সোনা রোজ আসে না, বেচে না সে পোদ্দারে।

* * * *

রূপের আদর জান্‌ত সেলিম, রূপ-দেবতায় মান্‌ত সে ;
সোনার চেয়ে সোনা মুখের ঢের বেশী দাম জান্‌ত সে ;
বিপুল ভারত-ভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
তবুও কেন ভরল না মন ? হায় তৃষিত চায় কারে ?
তোমার সোনা মুখটি স্মরি' পাগল-সমতুল্য সে,
রূপের ছটায় ঝলসেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুল্‌ল সে,—
রক্ত-সাগর সাঁৎরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।—
টাঁকশালে সে হুকুম দিল তোমায় পেয়ে পূর্ণকাম
"টাকায় লেখ জাহাঙ্গীরের সঙ্গেতে নূরজাহাঁর নাম।"
মোহরে নাম উঠল তোমার, লেখা হল তায় শ্লোকে,—
"সোনার হ'ল দাম শত গুণ নূরজাহানের নাম যোগে।"

* * * *

মরুভূমির শুষ্ক বুকে জন্মেছিলে সুল্‌তানা!
গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আস্তানা।
তোমায় ফেলে আস্‌ছিল সব, আস্‌তে ফেলে পারল কই ?
দৈন্য দশার নির্ম্মমতা টিঁকল না দু দণ্ড বই।
জয়ী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল স্নেহের পুতুল বুকের ধন।
মরুভূমির মেহেরবাণী! তুমি মেহের-উন্নিসা!
তোমায় ঘিরে তপ্ত বালুর দহন চিরদিন-নিশা!

পথের প্রসূন ! তোমার রূপে দুর্নিয়তি আকৃষ্ট—
ফেলে-দেওয়া কুড়িয়ে-নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট !

* * * *

দিনে দিনে উঠলে ফুটে পরীস্থানের জরীন্ গুল্ !
মলিন করে রূপ রাণীদের ফুট্‌ল তোমার রূপের ফুল।
রূপে হ'লে অপ্সরী আর নৃত্যগীতে কিন্নরী,
শ্লোক-রচনায় সরস্বতী ধী-শ্রীমতী সুন্দরী,
তীর ছোড়া আর ঘোড়ায় চড়ায় জুড়ি তোমার রইল না,
এমন পুরুষ ছিল না যে মূরত বুকে বইল না।
রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা,
নারীকুলের সূর্য্য তুমি, তুমি মেহের-উন্নিসা !
বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুস্‌রোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।
খস্‌ল হঠাৎ ঘোমটা তোমার, সরম-রাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবার বুকে রূপ রাণী গো রূপ রাণী !
বাদশাজাদা চাইল তোমায়, বাদশা হ'লেন তায় বাদী ;
শের আফগানের বিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছায় কাঁদি।
বাঘ মারে শের শুধু হাতে তোমায় পাওয়ার হর্ষে গো,
বর্দ্ধমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো।

* * * *

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছটা ঋতুর ফুল-বোনা,
বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুল্‌ল না ;
অন্যায়ের সে বৈরী চির ভুল্‌ল হঠাৎ ধর্ম্ম-ন্যায়
ডুবে ভেসে তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বন্যায় !
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ।
উদারচেতা সিংহ-জেতা সিংহ-তেজা শের আফ্‌গান ;
সেলিমের দুধ মায়ের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে ;

তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুত্তব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ !
সকল লজ্জা ডুবিয়ে তবু জাগ্‌ছে নারী, তোমার জয় !—
সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার তুচ্ছ নয়।

* * * *

পাল্কী এল "আগ্রা চল"—শাহান্‌শাহের অন্দরে,
কাছে গিয়ে দেখ্‌লে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্তরে।
মহলে কই বাদশা এলেন ? মৌনে ব্যথা সইলে গো,
চোদ্দ আনা রোজ খোরাকে রং-মহলে রইলে গো।
রেশমী পটে নক্সা এঁকে, গড়ে ফুলের অলঙ্কার,
বাঁদী দিয়ে বিক্রী ক'রে হ'ত তোমার দিন-গুজার ;
সাদা-সিধা সুতির কাপড় আপনি পরে থাক্‌তে গো,
চাকরাণীদের রাণীর সাজে সাজিয়ে তুমি রাখতে গো।
স্পর্শে তোমার জুঁই-বুরুজের শিলায় শিলায় ফুট্‌ল ফুল,
রূপে গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় কূল।

* * * *

কথায় বলে মন না মতি,—সেলিমের মন ফিরল শেষ,—
হঠাৎ তোমার কক্ষে এল, দেখ্‌ল তোমার মলিন বেশ ;
দেখ্‌ল তোমার পুষ্প-কান্তি, দেখ্‌ল জ্যোতির পুঞ্জ চোখ,
ভুলে গেল খুনের আড়াল, ভুল্‌ল সে দুধ-ভায়ের শোক।
বাদ্‌শা সুধান্ "এ বেশ কেন ? নিজের দাসীর চাইতে ম্লান !"
জবাব দিলে "আমার দাসী—সাজাই যেমন চায় পরাণ।
তোমার দাসীর অঙ্গে থামিন্ ! তোমার খুসীর মতন সাজ।"
বাদশা বলেন "সত্যি কথা, দিলে আমায় উচিত লাজ,
আজ অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের ! সুন্দরী !
চল আমার খাস্‌মহলে মহল-আলো অপ্সরী।

সিংহাসনে আসন তোমার, আজ থেকে নাম নূরমহল,
বাদশা তোমার গোলাম, জেনো, করেছ তার দিল্ দখ্ল্।"

* * * *

পাঁচ-হাজারের এক এক মোতি, এমনি হাজার মোতির হার
বাদ্শা দিলেন কণ্ঠে তোমার সাত সাগরের শোভার সার।
বাদ্শার উপর বাদ্শা হ'লে, বাদ্শা হ'লেন তোমার বশ,
অফুরাণ যে স্ফূর্ত্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।
দরবারে বার দিলে তুমি রইলে নাকো পর্দ্দাতে,
জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চ্চাতে।
পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আসল শাহান্‌শা,
সেনা-নায়ক ভাইটি তোমার যোদ্ধ কবি আসফজা।
দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব—
বাড়ল ফসল শিল্প-কুশল হ'ল ফিরে শিল্পী সব।
নূতন কত শিল্প প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে—
ফুলের আত্মা আতর হ'ল অমর হ'ল ইঙ্গিতে!
তুমি গো সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী কর্ম্মে সদা উৎসাহী
জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদশাহী;
নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মন্ত্রবল
দরবারী সব চটল মনে, উঠল জ্বলে ওমরাদল;
বাদ্শাজাদা খুরম্ এবং দশহাজারী মহব্বৎ
বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি সূর্য্যবৎ
রইলে দীপ্ত, রইলে দৃপ্ত করলে নিরোধ সব হানা
ধী-শ্রী-ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুল্তানা!
বাদ্শা যখন নজর-বন্দী মহব্বতের ফন্দীতে
চল্লে তুমি সিংহী সম চল্লে স্বয়ং রণ দিতে;
হাতীর পিঠে হাওদা এঁটে ঝিলাম-নদের তরঙ্গে
ঝাণ্ডা তুলে লড়তে এলে মাতলে তুমি কী রঙ্গে;

শত্রু মেরে করলে খালি তীরে-ভরা তিন্‌টে তূণ,
আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুঝলে তবু চতুর্গুণ ;
ছুষমনেরা উঁচু ডাঙ্গায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
তোমার হানায় অধীর তবু ভাবছে কি যে করবে গো ;
হঠাৎ বেঁকে বস্‌ল হাতী বিমুখ হ'ল অস্ত্র-ঘায়
ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ রোষের যন্ত্রণায়।
বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী,
মহব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরান-নন্দিনী ;
জিতে তবু হারল শত্রু, করলে তুমি কিস্তিমাৎ,
তোমার অস্ত্র অমোঘ সদা, তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত ;
ফকীর বেশে শত্রু পালায়, তোমার হল জয় শেষে,—
তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহব্বত-খাঁ যায় ভেসে।

* * * *

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আব্‌ডালে
লুপ্ত তোমার রূপের লহর জঙ্গলে আর জঞ্জালে,
জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,
আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী !
হোথা তোমার স্বামীর সমাধ যত্নে তোমার উজল ভায়
ঝল্‌মলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আল্‌পনায়।
গরীব বাপের গরীব মেয়ে তুমি আছ একলাটি,—
সিংহাসনের শোভার নিধি পালং তোমার আজ মাটি !
শাহ-ডেরার সুপ্ত মালিক জেগে তোমায় ডাক্‌ছে না,
তুমি যে আর নাইকো পাশে সে খোঁজ সে আজ রাখ্‌ছে না।
সূক্ষ্ম সোনার সুতার বোনা নাই সে গদি তোমার হায় !
আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়।
বিস্মরণী লতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে,
গোরী ! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপী চন্দন এ।

সোহাগী ! তোর দেহের মাটি স্বামী-সোহাগ সিঁদুর গো,
জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনারীর শ্রী-দুর্গ !

* * * *

শিয়রে কি লিখন লেখা ! অশ্রুভরা করুণ শ্লোক ;—
এ যে তোমার দৈববাণী জাগায় প্রাণে দারুণ শোক ;—
হে সুলতানা ! লিখেছ এ কী আফশোষে সুন্দরী !
লিখছ তুমি "গরীব আমি" পড়তে যে চোখ যায় ভরি ।—
"গরীব-গোরে দীপ জেল না ফুল দিও না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে ।"
সত্যি তোমার কবরে আর দীপ জ্বলে না, নূরজাহান !
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে আজ পুষ্পলতার লুপ্ত প্রাণ ।
নিঃস্ব তুমি নিরাভরণ ধূসর ধূলির অঙ্কেতে,
অবহেলার গুহার তলায় ডুব্‌ছ কালের সঙ্কেতে ।
ডুব্‌ছে তোমার অস্থিমাত্র—স্মৃতি তোমার ডুব্‌বে না,
রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার যায় চেনা ।
সেথায় তোমার নাম ঘিরে ফুল উঠছে ফুটে সর্ব্বদাই,
অনুরাগের চেরাগ যত উজল জ্বলে বিরাম নাই,
চিত্ত-লোকে তোমার পূজা—পূজা সকল যুগ ভরি'
মোগল-যুগের তিলোত্তমা ! চির যুগের সুন্দরী !

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচা গুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে মরি কত নির্মোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি';

উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
যেন মোরা হ'তে জানিনে আলা,
চলেছি গো দুর-দুর্গম পথে
রচিয়া মনের পান্থশালা ;
কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি'।
জগৎ হয়েছে হস্তামলক
জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
অভেদের ভেদ উঠেছে ধ্বনিয়া ;—
মানস-আভাস জাগিয়া উঠে !
সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
আমরা সবাই নয়ন মাজি,
সেই অমৃতের ধারা পান করি'
অমের শকতি মোদের আজি।
আজি নির্মোক মোচনের দিন
নিঃশেষে গ্লানি ত্যজিতে চাহি,
আছাড়ি আকুলি আস্ফালি তাই
সারা দেহ মনে স্বস্তি নাহি।
পরিবর্ত্তন চলে তিলে তিলে
চলে পলে পলে এমনি ক'রে,
মহাভুজঙ্গ খোলোস খুলিছে
হাজার হাজার বছর ধরে !
গোত্র-দেবতা গর্ত্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্য মুণি,
আর দুই মহাদেশের মানুষে
কোন্ মহাজন মিলাল শুনি !

আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।
ভোর হ'য়ে এল আর দেরী নাই
ভাঁটা সুরু হ'ল তিমির-স্তরে,
জগতের যত তূর্য্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে!
মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।
ভোর হ'য়ে এল ওগো! আঁখি মেল
পূরবে ভাতিছে মুকুতাভাতি,
প্রাণের আভাসে তিতিল আকাশ
পাণ্ডুর হ'ল কৃষ্ণা রাতি।
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহরে জয়—
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর্‌-বনেদী,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।
রাজপুত আর রাজা নয় আজ
আজ তারা, শুধু রাজার ভৃত,
উগ্রতা নাই উগ্রক্ষত্রে
বনেদ হয়েছে অমজবুত।

নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল
চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কাণু
সকল রথীর সেরা সে রথী।
বঙ্গে ঘরাণা কৈবর্ত্তেরা,
বামুন নহে গো—কায়েৎও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত্ত রাজার
যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।
এরা হেয় নয়, এরা ছোট নয় ;
হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
পটু যারা করে গঙ্গাজলী ;
তার চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
তার চেয়ে ভাল বলাই হাড়ী,—
যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি ;
ধর্ম্মের ধারা ধরেছে সে প্রাণে
হাড়ীর হাড়ে ও হাড়ীর হালে
পৈতা তো সিকি পয়সার সূতা
পারিজাত-মালা তাহার ভালে।
রুইদাস মুচি, সুদীন কসাই,—
গণি শুকদেব-সনক-সাথে,
মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই
হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে।
চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,
শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
নহে গো এ নহে উপন্যাস।

নবমাবতার বুদ্ধ-শিষ্য
ডোম আর বুগী হেলার নহে,
মগধের রাজা ডোম্‌নি রায়ের
কাহিনী জগতে জাগিয়া রহে।
মদের তৃষ্ণা শুঁড়িয়ে গড়েছে
মিছে তারে হায় গণিছ হেয়,
তান্ত্রিক দেশে মদের পূজারী
তাহ'লে সবাই অপাংক্তেয়।
কেউ হেয় নাই, সমান সবাই,
আদি জননীর পুত্র সবে,
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল
জাতির তর্ক কেন গো তবে?

বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো;
বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
তাম্বুলী, বারুই তুচ্ছ নয়;
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময়।
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে
লাগিছে—লাগিবে দু'দিন পরে,
মহা-মানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকর তার মাল্য জোগায়
গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,

স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা খাওয়ায় মাখন ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
বণিকেরা তারে করিছে ধনী,
যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য জোগায়
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।
ভাবের পন্থা ধরে সে চলেছে
চলেছে ভবিষ্যতের ভবে,
জাতির পাঁতির মালা সে গাঁথিয়া
পরেছে গলায় সগৌরবে।
সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
ভেদের মন্ত্র ডুবা রে জলে,
সহজ সবল সরস ঐক্যে
মিলুক মানুষ অবনীতলে।
ডঙ্কা পড়েছে শঙ্কা টুটেছে
দামামা কাড়ায় পড়েছে সাড়া,
মনে কুণ্ঠার কুষ্ঠ যাদের
তারা সব আজ সরিয়া দাঁড়া।
তুষার গলিয়া ঝোরা দুরন্ত
চলে তুরন্ত অকূল পানে
কল্লোল ওঠে উল্লাস ভরা
দিকে দিগন্তে পাগল গানে;
গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে
মাতেরে হৃদয় পরাণ মাতে,
গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক্
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে।

জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়
সাথী জানি আজ নিখিল জনে,
সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।
যুদ্ধের বেশে পরমা শান্তি
এসেছে শঙ্খ চক্র হাতে,
প্লাবন এসেছে পাবন এসেছে
এসেছে সহসা গহন রাতে।
পঙ্কিল যত পল্বলে আজ
শোনো কল্লোল বন্যাজলে!
জমা হ'য়ে ছিল যত জঞ্জাল
গেল ভেসে গেল স্রোতের বলে।
নিবিড় ঐক্যে যায় মিলে যায়
সকল ভাগ্য সব হৃদয়,
মানুষে মানুষে নাই যে বিশেষ
নিখিল ধরা যে ব্রহ্মময়॥

জর্দ্দাপরী

জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! হিরণ-জরির ওড়না গায়
দুপুর বেলার তীক্ষ্ণ রোদে পাখ্‌না মেলে যাও কোথায়?
"যাই কোথায়?—
হায় রে হায়!
সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির ভায়।"

রূপবতীর রোষের মতন স্বর্ণ সাঁঝে পূর্ণিমার
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমার ?
"আবার কার ?—
এই আমার !—
কুঙ্কুমেরি অঙ্কে চরণ রাঙায় উৎস জ্যোৎসনার ।"

জর্দ্দাপরী ! জর্দ্দাপরী ! জমাট জরির বোর্কা গায়
রৌদ্রে এবং বিদ্যুতে তুই পাখ্না মেলে যাও কোথায় ?
"যাই কোথায় ?—
হায় রে হায়
দরদ্ দিয়ে বুঝ্তে জরদ্ গরদ-গুটির দরদ-দায় ।"

ধনের ঘড়া কক্ষে তোমার জোনাক-পোকার হার চুলে,
আলেয়া তোর চক্ষে জ্বলে চাইলে চোখে চোখ ঢুলে !
"চোখ ঢুলে ?—
মন ভুলে ?—
কুবের-পুরীর সোনার কপাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে ।"

দুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস্
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্ তায় নিরাশ !
"বাসরে বাস্ !
সোনার চাষ—
অম্নি কি হয় ? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় কি বাস ।"

এগিয়ে চলিস্ হাতছানি দিস্ পাগল করিস্ আঁখির ভায়,
লাভের কাঁদন জাগিয়ে ফিরিস্ দিস্নে ধরা ফিরাস্ পায় ।
"ফিরাই পায় ?
হায় গো হায়—
পরশ-মণি চায় যে,—আগে সকল হরষ তার বিদায় ।"

জর্দাপরী! জর্দাপরী! জরির জুতা সোনার পায়
মাড়িয়ে তুমি চল্‌ছ খালি ফুলের ডালি ডাহিন বাঁয়।
"সোনার পায়
মাড়াই যায়
আমার স্বয়ম্বরের মালা আলোক-লতা তার গলায়

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভুমি

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎ-ধাত্রী-রূপা পালন কর পীযূষ দানে,
মমতা তোর মেদুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।
পদ্ম তোমার পায়ের অঙ্ক ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে,
কেয়াফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ—নিশ্বাস সে তোর,—হৃদয় বলে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে—শুন্‌তে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চল্‌ছে কিবা!
দেখ্‌ছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে।

*　*　*　*

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ্-পা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে!
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মন্থনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুটলে ভারত-নন্দনে;

চন্দনে তোর অঙ্গ-পরশ, হরষ নদী-কল্লোলে,
শ্রাবণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে।
শিবানী তুই তুই করালী আলেয়া তোর খর্পরে!
শত্রু-ভীতি জ্বলছে চিতা, তুলছে ফণা সর্প রে!
বাঘিনী তুই বাঘ-বাহিনী গলায় নাগের পৈতা তোর,
চক্ষু জ্বলে—বাড়ব-কুণ্ড—বহ্নি প্রলয়-স্বপ্ন-ভোর;
অভয়া তুই ভয়ঙ্করী, কালো গো তুই আলোর নীড়,
ভূগর্ভে তোর গর্জ্জে কামান টনক নড়ে নাগপতির,
ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী,
তুই গো ভীমা, তুই গো শ্যামা অন্তরে তোর রাজধানী!

* * * *

ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট-শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়,
নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে,
অভিষেকের বারি ঝরে নিত্য চের-পুঞ্জিতে।
তোমার চেলী বুনবে ব'লে প্রজাপতি হয় তাঁতী,
বিনি-পশুর পশম তোমায় জোগায় কাপাস দিন রাতি,
পর-গাছা ওই মল্লি-আলী বিনিসূতার হার গাঁথে,
অশথ-বট আর ছাতিম-পাতার ছায়ার ছাতা তোর মাথে।
তুই যে মহালক্ষ্মীরূপা, তুই যে মণি-কুণ্ডলা,
ইভ-রদে কবরী তোর ছয় কানন-কুন্তলা!
ভাণ্ডারে তোর নাইক চাবী, বাইরে সোনা তোর যত,—
মাটিতে তোর সোনা ফলে কে আছে বল্ তোর মত?
তোর সোনা সুবর্ণরেখার রেখায় রেখায় থিতিয়ে রয়,
ছুট্‌বে কে পারস্ত সাগর? মুক্তা সে তোর ঝিলেই হয়;
ঝিলে তোমার মুক্তা ফলে, জলায় ফুলের জল্‌সা রোজ,
তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ।

তুঁষের ভিতর পীযূষ তোমার জম্‌ছে দানা বাঁধছে গো,
গাছের আগায় জলঝারি তোর পথিকজনে সাধছে গো!
ধূপ-ছায়া তোর চেলীর আঁচল বুকে পিঠে দিছিস বেড়,
গগন-নীলে ভিড়ায় ডানা সান্ত্রী তোমার গগন-ভেড়।
গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর;
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে;—
তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল? নাগাল না পায় কেউ হাতে
তিস্তা তোমার ঝাঁপ্টা সীঁথি—যে দেখেছে সেই জানে,
ডান কানে তোর বাঁকার ঝিলিক্, কর্ণফুলী বাম কানে।
বিশ্ববাণীর মৌচাকে তোর চুয়ায় যশের মাক্ষি' গো,—
দূর অতীতের কবির গীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো।
নানান্ ভাষা পূর্ণ আজো, বঙ্গ! তোমার গৌরবে,
ভার্জিল্ এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয়-রবে।
কহ্লনে তোর শৌর্য্য-বাখান্, বীর্য্য মহাবংশময়,
দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্ত্তি তোমার মৃত্যুজয়।
যুঝলে তুমি বনের হাতী নদীর গতি বশ ক'রে,
জিৎলে চতুরঙ্গ খেলায় নৌকা-গজে জোর ধ'রে।
শত্রুজয়ের খেল্‌লে গো শত্রুঞ্জ' খেলা উল্লাসে,
কল্লোলে রাজ-তরঙ্গিনী গৌড়-সেনার জয় ভাষে।

* * * *

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি! ছিলে তুমি সুদুর্জ্জয়,
অঞ্জনেরি গিরি তোমার সৈন্যে সবাই করত ভয়;
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেকজান্দারী
ঘরমুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি।
তখনো যে কেউ ভোলেনি সিংহবাহুর বাহুর বল,
তখনো যে কীর্ত্তি খ্যাতি জাগ্‌ছে তোমার আসিংহল,

তখন্ যে তুই সবল স্ববশ স্বাধীন তখন স্ব-তন্ত্র
সাম্রাজ্যেরি স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র।
ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি' গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ
তিতি আনন্দাশ্রু জলে, ক্ষণেক ভুলি সকল ক্লেশ।

* * * *

কলিযুগের তুই অযোধ্যা, দ্বিতীয় রাম তোর বিজয়,—
সাতখানি যে ডিঙা নিয়ে রক্ষোপুরী করলে জয়;
রাম যা' স্বয়ং পারেন্ নি গো, তাও যে দেখি করলে সে—
লঙ্কাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্র দণ্ড ধরলে সে।
দীঘি, জাঙাল, দেউল, দালান গড়লে দ্বীপের রক্ষী গো,
বঙ্গ! মহালক্ষ্মীরূপা! জননী! রাজলক্ষ্মী গো!
'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদ্‌কোষে;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাক্‌ছে মেঘের মন্দ্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপ্‌ছে "মাভৈঃ" মন্ত্রে গো;
রাঢ়ের ময়ূরাক্ষী তুমি, বঙ্গে কপোতাক্ষী তুই,
সাপের ভীতি রমার প্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস্ দুই।

* * * *

উৎসাহকর চাঁদ সদাগর উৎসাহী তোর পুত্র সব,
ঘুচিয়ে দেছে চরিত গুণে বেনে নামের অগৌরব;
সকল গুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে শ্রেষ্ঠী নামটি কিন্‌লে গো,
সাধু হ'ল উপাধি—যাই সাধুত্বে মন জিন্‌লে গো;
সিন্ধুসাগর, বিন্দুসাগর, লক্ষপতি, শ্রীমন্ত
বঙ্গে আজো জাগিয়ে রাখে লক্ষ্মী-প্রদীপ নিবন্ত।
কামরূপা তুই, কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা! শক্তিরূপা! নও তুমি নও দীনহীনা।

* * * *

চৌরাশী তোর সিদ্ধ সাধক নেপাল ভুটান তিব্বতে,
চীন-জাপানে সিদ্ধি বিলায় লঙ্ঘি' সাগর পর্ব্বতে ;
হাতে তাদের জ্ঞানের মশাল মাথায় সিদ্ধি-বর্ত্তিকা,
সত্য ও সিদ্ধার্থ-দেবের বিলায় মৈত্রী-পত্রিকা।
শিষ্য সেবক ভক্ত এদের হয়নিক লোপ নিঃশেষে,
অনেক দেশের মুগ্ধ চক্ষু নিবদ্ধ সে এই দেশে ;
যেথাই আশা আশার ভাষা জাগছে আবার সেইখানে—
ফল্গুতে ফের পদ্মা জাগে জীবন-ধারার জয় গানে।
জাগছে সুপ্ত জাগছে গুপ্ত জাগছে গো অক্ষয়-বটে
কবির গানে জ্ঞানীর জ্ঞানে ধ্যান-রসিকের ধ্যানপটে।
অশেষ মহাপীঠ গো তোমার আজকে ভুবন উজ্জ্বলে,
অংশ তোমার মার্কিনে আজ, অঙ্গ তোমার ব্রিষ্টলে ;
বিশ্ব-বাংলা উঠছে গ'ড়ে জাগছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়ছে মোদের চিত্ত গো।
তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ-মাতৃকা !
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জ্বালিয়ে আঁখির স্থির শিখা !

* * * *

মরণ-কাঠি জীয়ন্-কাঠি দেখছি গো তোর হাতেই দুই,—
ভাঙন দিয়ে ভাঙিস আবার পড়িয়ে পলি গড়িস্ তুই ;
নদ নদী তোর প্রাণের আবেগ, আবেগ বানের জল রাঙা,
পলি দিয়ে পল্লী গড়িস ভাঙন তিমির দাঁত ভাঙা
'গম' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গাহৃদি নামটি গো,
গতির ভুখে চলিস রুখে, বাংলা ! সোনার তুই মৃগ।
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁকড়েছিস,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাকড়েছিস।
সংহিতাতে তোমার কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস হিন্দু নহিস নবীন হওয়া তোর ব্রত ;

চির-যুবন-মন্ত্র জানিস চির-যুগের রঙ্গিনী,
শিরীষ ফুলে পান্-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী!
হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস্, মনে রাখিস্ নে,
মনু তোরে মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস্ নে।
কীর্ত্তিনাশা স্ফূর্ত্তি তোমার, জানিস্ নে তুই দীর্ঘশোক,
অপ্‌রাজিতা কুঞ্জে নিতি হাসছে তোমার কাজল চোখ।

*　　　　*　　　　*　　　　*

কে বলে রে নেই কিছু তোর? নেইক সাক্ষী গৌরবের?
কে বলে নেই হাওয়ায় নিশান পারিজাতের সৌরভের?
চোখ আছে যার দেখছে সে জন, অন্ধজনে দেখবে কি?
ঊষার আগে আলোর আভাস সকল চোখে ঠেক্‌বে কি?
যে জানে সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নও যে তুমি মিথ্যে গো।
আছ তুমি, থাক্‌বে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তাম্র-মধুর প্রাণের রস;
গরুড়ধ্বজে ঊষার নিশাস লাগছে ফিরে লাগছে গো,
বিনতা তোর নতির নীড়ে গরুড় বুঝি জাগছে গো!
জাগছে গানে গানের তানে প্রাণের প্রবল আনন্দে,
জাগছে জ্ঞানে আলোর পানে মেল্‌ছে পাখা সুমন্দে,
জাগছে ত্যাগে জাগছে ভোগে জাগছে দানের গৌরবে,
আশার সুসার জাগছে ঊষার স্বর্ণ কেশের সৌরভে।
ধাত্রী! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ!

লাল পরী

লাল পরী গো! লাল পরী!
ইন্দ্র-সভার সুন্দরী!
কখন আসিস্ কখন্ যাস্!
কার গালে যে গাল বোলাস্!
কার ঠোঁটে যে ঠোঁট খুলি!
কার হাতে পায় তুল্‌তুলি—
ফোটাস্ রাঙা পদ্ম গো
জান্‌বে তা কোন্ মন্দ গো।

তোর চুমাতে হয় যে লাল
খোকা খুকীর হাত পা গাল,
আঙুলগুলি কুঙ্কুমের
কিশোর কেশর তুল্য হয়,
দেয়ালা তুই তার ঘুমের
তাই ঘুমে প্রফুল্ল রয়;
লাল পরী গো! লাল পরী!
স্বপ্ন-পুরীর অপ্সরী!
ইন্দ্রলোকের রীত এ কি!
লুকিয়ে যেতে আসতে হয়!
দেবতা হ'য়েও তোর, দেখি,
লুকিয়ে ভালো বাস্‌তে হয়!
সবুজ পরী এক-ঝোঁকা
নয় সে মোটে তোর মতন,
তাই তো মানা আজ ঢোকা
ইন্দ্রপুরে তার এখন;

সবুজ পরী এক ঝোঁকে
মানুষ রাজার পুত্রকে
বাস্‌ল ভালো কায়মনে
মিল্‌তে এল তার সনে ;
এই অপরাধ—এই তো পাপ,
অম্‌নি হ'ল দৈব শাপ,—
থাকৃতে হবে মর্ত্ত্যে গো
মৃত্যু-কীটের গর্ত্তে গো।

সবুজ পরী টল্‌ল না
শাপের ভয়ে ভুল্‌ল না,
ভালো বেসেই ধন্য সে
চায় না কিছু অন্য সে ;
যেখানে তার চিত্ত রে,
থাক্‌বে সেথাই নিত্য সে ;
চায় না যেতে স্বর্গে আর
মানুষ সে প্রেম-পাত্র তার।
করবে তারি দাস্য গো—
যে তার আজ উপাস্য গো!
তাই মরতের পথখানি
সবুজ ক'রে রইল সে,
মর্ত্ত্যে হ'ল চাকরাণী,
প্রেমে সবই সইল রে।

তুমি তা নও লাল পরী!
লুকিয়ে এস লুকিয়ে যাও,
স্বপ্ন-সোঁতায় সঞ্চরি'
খুকীর গালে গাল বুলাও!
আবীর বিনা অশোক ফুল
তোমার বরে হয় অতুল,

খোকা খুকীর হাত পা ঠোঁট
হয় সে শিউলী ফুলের বোঁট ;
নাই অজানা কিছু মোর
চুমু গোলাপ-পাপ্ড়ি তোর,
সাঁঝের মেঘে মুখ মোছো
ঊষার আলোয় কুল্‌কুচো ;
লুকিয়ে ফের-সুন্দরী
না দেখতে কেউ যাও সরি।
লাল পরী গো! লাল পরী!
কিশোর-লোকের অপ্সরী!

কিশোর কিশলয় পরে
তোমার পরশ সঞ্চরে,
তোমার চুমায় লাল গুলাল
লাল দুলালী লাল দুলাল,
ছোঁয় গোপনে তোমার হাত
সিঁদুর কৌটা আল্‌তা-পাত।
ফিরছ তরুণ ক্ষূর্ত্তিতে
ডালিম-মুলি কুর্ত্তিতে!
নব বধূর আয়নাতে
কচি ছেলের বায়নাতে
পড়ছ ধরা পড়ছ গো
রাঙা ঘোড়ায় চড়ছ গো,
ফিরছ মুহু সঞ্চরি'
লাল পরী গো। লাল পরী!

ইল্‌শে গুঁড়ি

ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলার হিম।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আল্‌তা-পাটি শিম্‌।
ইল্‌শে গুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি,
রোদ্দ্‌রে রিম্‌ ঝিম্‌।

হাল্‌কা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচন দেখে
নাচ্‌ছে ইলিশ মাছ।
কেউ বা নাচে জলের তলায়
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্‌বাজী খায়;
নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,
পুকুরে ছিপ গাছ।
উল্‌সে ওঠে মনটা, দেখে
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।

ইল্‌শে গুঁড়ি— পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে?

ঝুম্‌রো চুলে ইল্‌শে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে !
ধানের বনের চিংড়ি গুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে মুলো ;
ব্যাঙ্ ডাকে ওই গলা ফুলো,
আকাশ গলেছে ;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝি
বাদল চলেছে ।

মেঘায় মেঘায় সূর্য্যি ডোবে
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাক্‌লো মেঘের খুকে-পোষে
তাল-পাটালির থাল !
লিখছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে
তাল্‌-বড়া দাও তাদের পাতে
টাট্‌কা ভাজা চাল ;
পাতার বাঁশী তৈরী করে
দিয়ো তাদের কাল ।
খেজুর পাতার সবুজ টিয়ে
গড়তে পারে কে ?
তালের পাতার কানাই- ভেঁপু
না হয় তারে দে !
ইল্‌শে গুঁড়ি—জলের ফাঁকি—
ঝরছে কত,—বল্‌ব তা কী ?
ভিজতে এল বাবুই পাখী
বাইরে ঘর থেকে ;—

পড়তে পাথায় সুকালো জল
ভিজলো নাকো সে!

ইল্‌সে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
পরীর কানের দুল,
ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
ঝুরো কদম ফুল।
ইল্‌শে গুঁড়ির খুন্‌সুড়িতে
ঝাড়ছে পাখা—টুনটুনিতে,
নেবুফুলের কুঞ্জটিতে
দুলছে দোদুল্ দুল;
ইল্‌শে গুঁড়ি মেঘের খেয়াল
ঘুম-বাগানের ফুল।

বর্ষা-নিমন্ত্রণ

এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ;
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঝনিয়ে বসে ;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দু'জন ঝুলাবে ;
এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।

(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া প্রহর ভুলাবে ;
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর দুলাবে।
কূজন-ভোলা কুঞ্জে একা
এখন শুধু বাজবে কেকা ;
হাল্‌কা জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে !
(আর) গহন ছায়া মোহন মায়া প্রহর ভুলাবে।

এস তুমি যূথীর বনে দুকূল বুলাবে ;
কোল দিয়ে ঐ কেলি-কদম-মুকুল খুলাবে।
বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিদা-রং মেঘের মায়া,
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন্ গুলাবে !
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্ বুলাবে।

(ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে ?
কিসের দুখে নয়ন-জলে নয়ন ফুলাবে ?
আয় গো নিয়ে সাহস বুকে
পিছল পথে সহাস মুখে,
নূতন শাখে নূতন সুখে ঝুলন ঝুলাবে ;
(এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে।

নীল পরী

কানে সুনীল অপরাজিতা, পাপড়ি চুলে জাফ্রাণের,
পায়ে জড়ায় নূপুর হ'য়ে শেষ বাসরের রেশ গানের,
নীল সাগরে নিচোল তোমার গগন নীলে উত্তরী,
নীল পরী গো নীল পরী !

কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপ্‌টি নীলা কাঁচ-পোকার,
ধূপের ধোঁয়া পাখ্‌না তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার !
ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর পিন্ধনে মেঘ-ডম্বরী,
নীল পরী গো নীল পরী !

ঢুল লাগে ওই রূপ দেখে হায় ঢুলের তুমি ঢল বিথার,
তন্দ্রা তোমার সুর্ম্মা চোখের তন্দ্রা তোমার আল্‌তা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ দু'হে নাও তার বিজুলী শিং ধরি'
নীল পরী গো নীল পরী !

স্বপ্ন তোমার শাড়ীর আঁচল, মূর্চ্ছা নিচোল নীলবরণ,
ঘুম সে তোমার আল্‌গা চুমা, মরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
বিদায়ে নীলকণ্ঠ পাখী ক্লান্ত আঁখির শর্ব্বরী
নীল পরী গো নীল পরী !

চিত্র শরৎ

এই যে ছিল সোনার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপনি খোলা কম্‌লা-কোয়ার কম্‌লা-ফুলি রোঁয়ার মত,—
এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে ওই মেঘের স্তরে,
গড়িয়ে যেন পড়্‌ল মসী সোনায় লেখা লিপির পরে।

আজ সকালে অকালেরি বইছে হাওয়া, ডাকছে দেয়া,
কেওড়া জলের কোন্ সায়রে হঠাৎ নিশ্বাস ফেললে কেয়া!
পদ্মফুলের পাপড়িগুলি আস্‌ছে ভেরে আলোক বিনে,
অকালে ঘুম নাম্‌ল কি হায় আজকে অকাল-বোধন দিনে!

হাওয়ার তালে বৃষ্টি ধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে;
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
দিঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা সে যাচ্ছে এঁকে!

ডাল্‌পালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্-ঘড়ি,
লক্ষ্মী দেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেল্‌ছে কড়ি!
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যি খানে নৃত্য খেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা।

কালোমেঘের কোল্‌টি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে!
মিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ রাণী পান খেয়েছে!
মেশামিশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে!

সমুদ্রাষ্টক

সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুমি মাহেশ্বরী,
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি।
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণ-প্রিয়!
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি, মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অতি;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে 'বিরাট-রূপা-সরস্বতী'।
আর্য্য তুমি বীর্য্যে বিভু, ঝঞ্ঝা তব উত্তরীয়;
মন্ত্রভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়!

সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
বক্ষে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-উষা!
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ো;
উপপ্লবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

নীল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্যুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি;
নর্ম্ম সখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো।
লাস্যগতি, হাস্যরতি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

দিগ্‌গজেরা তোমার পরে নীলাব্জেরি ছত্র ধরে,
আচ্ছাদিত বিপুল বপু বলদেবের নীলাম্বরে;
ক্ষুব্ধ ঢেউই লাঙল তব মুষলধারী হে ক্ষত্রিয়!
অপ্সরী সে অঙ্ক-শোভা; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁথ কর্ম্মী তুমি কর্ম্মে হারা;
সাগর! ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জন্মধারা;
তোমার ধারা লঙ্ঘে যারা তাদের কাছে শুল্ক নিয়ো,
শাসন কর, পালন কর, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রাবৃট তব প্রসাদ যাচে,
বাড়ব-শিখা তোমার টীকা, জগৎ ঋণী তোমার কাছে,
রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শস্তে ভর ধরিত্রীও,
পন্থা—পদ-চিহ্ন-হরা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি।
তোমায় কবি বর্ণিবে কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয়,
আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু-তাণ্ডব

(পঞ্চচামর ছন্দের অনুসরণে)

মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক,
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল !

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ ?
কিসের তৃষায় হৃদয় অধীর ?
পরাণ তোমার জুড়ায় না হায়
অধর-সুধায় অযুত নদীর ?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্
নিবিদ্ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—
মরম তোমার নিতুই জানাও
হে সিন্ধু ! কোন্ সুদূর আশায় ?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই
তোমার কি এই পাগল ধরণ ?—
মথন-দিনের গভীর ব্যথায়
মরণ-সমান আঁধার বরণ !

গলায় তোমার নাগের নিবীত,
ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপট ;
চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,
রাহুর তরাস তোমার দাপট।

হাজার যোজন বিথার তোমার,
বিপুল তোমার হৃদয় বিজন ;
তোমার ক্ষোভের নিশাস মলিন
করুক প্রাবৃট্ মেঘের সৃজন।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল
গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—
মুনাল পাখীর সুনীল পাখায়,
কুনাল পাখীর আঁখির নীলায়।

বিষের নিধান যে নীল-লোহিত
নিদান বিষের বিষম দহন
তাঁহার ছায়ায় রহুক নিলীন
মায়ায় যে জন গভীর গহন।

বাজাও মাদল, বিভোল পাগল!
উঠুক্ হে জয়জয়ন্তী তান;
বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
শিখুক নবীন মেঘের বিতান।

ঢেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার,
কে হয় জোয়ার-হাতীর মাহুত
ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,
পাঠাও তোমার প্রগল্‌ভ দূত।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক্ কেবল 'ববম্' 'ববম্'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায়।

জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠায় জানাও পেষণ!
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাষায়!
প্রেমের ক্ষুধায় কী অন্বেষণ!

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ?
ফণায় ফণায় মাণিক তোমার
পাথার-হিয়ায় অতুল সোহাগ।

তিমি'র পাঁজর ভুকান তোমার,
খেলার জিনিস হাঙর মকর,
সগর-কুলের স্বখাত সলিল
নিধির নিধান হে রত্নাকর !

ভুবন-ভ্রূণের দোলার শিকল
তুমিই দোলাও, নীলাভ-নীল !
আকাশ একক তোমার দোসর,
সোদর তোমার অনল অনিল !

ঝামর ঢেউয়ের ঝালর হেলায়
অলথ্ বেতাল দিনের আলোয়,
রভস তোমার আসব সমান
দিবস নিশায় আলোয় কালোয় ।

বাসব যাহার করেন পীড়ন
সহায় শরণ তুমিই তাহার,
রাজার রোষের আশঙ্কা নেই
ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড় ।

আগম নিগম গোপন তোমার
কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই ?
এমেই—"অয়ম্ অহম্ ভো"—এই
বলেই তফাৎ রোষের বেশেই !

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
সোহাগ তেমন, তেমন শাসন ;
ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
ভূমার কোলেই তোমার আসন ।

সুধার সাথেই গরল উগার !—
পাগল ! তোমার কী এই ধরণ ?
জগৎ-জয়ের মুরৎ সাগর !
মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ !

আভ্যুদয়িক

(রবীন্দ্রনাথের "নোবেল্-প্রাইজ্" পাওয়াতে)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্ত সাগর মিল্‌ল আসি' ।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী,—
কি মন্তরে মিল্‌ল তবু অন্তরে কে টান্‌লে ডুরি !
কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে ।

*   *   *   *

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,
পবনে তার আমোদ উঠে ভুবনে তার বার্ত্তা ছোটে,
জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত লহর স্নিগ্ধ বাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে ;
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন ক'রে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী অরোরায় ।

*   *   *   *

'রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়'—
চাণক্যের এই বাক্য প্রাচীন মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়

পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গসাগর থেকে,
গল্‌ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে ;
বাতাসে আজ রোল উঠেছে "নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে !"
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু-ঘোটক হাঁকে !

*　　　　*　　　　*　　　　*

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা' নিপ্পনিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল !—হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া !
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—
মর্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে ।
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীর্য্যহীন ।

*　　　　*　　　　*　　　　*

জাদুর মুলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি, সুধার লাগি' তার পিপাসা ।
পূর্ব্বাকাশে গান গাহে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজকে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি ;
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো
অন্তরীক্ষে সদ্যোজাত নূতন তারা সন্তরে গো !

*　　　　*　　　　*　　　　*

বাংলা দেশের মুখপানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য-পারিজাতের কলি !
'বঙ্গভূমি !　রম্য ভূমি' বল্‌ছে হোরা, শোন্ গো তোরা,
"ধন্য তুমি বঙ্গ কবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা ;
বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
ধ্রুবতারার পিয়াসী গো শুভ তোমার অভ্যুদয় ।"

*　　　　*　　　　*　　　　*

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মুলুক থেকে ;

তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উমার তুষার-পুরী
সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহায় বরফ-কুরি ;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার সুকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু।

*　　*　　*　　*

ধন্য কবি! কাব্য-লোকের ছত্রপতি! ধন্য তুমি,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি।
বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে কবি!
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি সভায় ওগো! বাজাও বীণা হাজার-তারা!

মনীষী-মঙ্গল

(বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত).

জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

দাগু-কালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে
বিশ্বেরও নমস্য আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে ;
গরুড় তুমি গগনাক্রম বিনতা-মাতৃ-সম্ভূত,
দেবতা সম ললাট তব স্ফুরে কী আঁখি অদ্ভুত!

দরদী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ,
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ;
কুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, একি গো তব ইন্দ্রজাল
হুকুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বন্‌-চাঁড়াল !

মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো ;
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে একি হেমকাঠি ।

হিম যা ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মূর্চ্ছিত
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চ্চিত !
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে ।

দ্বন্দ্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ !
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ !
ভুবন ভরি' বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ—
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা জন্তু জড়ে স্পন্দমান !

জ্ঞানের মহাসিন্ধু তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিদ্র করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণধী !
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে !
সত্য মহাসমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে !

অণুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্রের কি শূদ্রের ;
বন্ধহারা আনন্দের করিলে পথ পরিষ্কার
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমার করি নমস্কার ।

বৈকালী

(১)

অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে!
পরাণ ভরিছে ত্রাসে।

(২)

নিষ্প্রভ আঁখি
নিখিলে নিরখে কালি,
মনরে আমার
সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি।

(৩)

দিন দু'পহরে
সৃষ্টি যেতেছে মুছি';
দৃষ্টির সাথে
অশ্রু কি যায় ঘুচি'?
হায় গো কাহারে পুছি!

(৪)

একা একা আছি
রুধিয়া জানালা দ্বার,—
কাজের মানুষ
সবাই যে চলিয়ায়,—
সঙ্গ কে দিবে আর?

(৫)

স্মরি একা একা
পুরাণো দিনের কথা
কত হারা হাসি
কত সুখ কত ব্যথা
বুক-ভরা ব্যাকুলতা।

(৬)

দিনেক দু' দিনে
মোহনিয়া হ'ল বুড়া!
অভ্রের ছবি
ছুঁতে ছুঁতে হ'ল গুঁড়া
ভাঁটা-সার শিখী-চূড়া।

(৭)

স্মৃতি-যাদুঘরে
যতগুলি ছিল যার
উঘারি উঘারি
দেখিনু বারংবার,
ভাল নাহি লাগে আর

(৮)

দিন কত পরে
পুরাণো না দিল রস,
শুকায়ে উঠিনু,—
শূন্য সুধা-কলস
চিত্ত না মানে বশ

(৯)

চিত্ত না মানে
বুক-ভরা হাহাকার
মৃত্যু-অধিক
নিবিড় অন্ধকার
সম্মুখে যে আমার!

(১০)

ফাগুনের দিনে
এ কি গো শ্রাবণী মসী
বিনা মেঘে বুঝি
বজ্র পড়িবে খসি,
নিরালায় নিঃশ্বসি।

(১১)

সহসা আঁধারে
পেলাম পরশ কার?—
কে এলে দোসর
দুঃখে করিতে পার?
ঘুচাতে অন্ধকার!

(১২)

কার এ মধুর
পরশ সান্ত্বনার?
এত দিন যারে
করেছি অস্বীকার!—
আত্মীয় আত্মার!

(১৩)

এলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিত্তে ?
পূজা যে করেনি
বৈকালী তার নিতে ?
এলে কি গো এ নিভৃতে ?

(১৪)

দুঃখ-মথিত
চিত্ত-সাগর-জলে
আমার চিন্তা-
মণির জ্যোতি কি জলে!
অতল অশ্রু-তলে !

(১৫)

দুঃখ-সাগর
মন্থন-করা মণি
অভয়-শরণ
এসেছ চিন্তামণি !
জনম ধন্য গণি।

(১৬)

বাহিরে তিমির
ঘনাক এখন তবে
আজ হ'তে তুমি
রবে মোর প্রাণে রবে,—
হবে গো মোসর হবে।

(১৭)

বাহিরে যা' খুশী
হোক্ গো অতঃপর
মনের ভুবনে
তুমি ভুবনেশ্বর
নির্ভয়-নির্ভর।

(১৮)

এমনি যদি গো
কাছে কাছে তুমি থাক
অভয় হস্ত
মস্তকে যদি রাখ
কিছু আমি ভাবিনাক।

(১৯)

আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ওগো
কিছুই রেখনা বাকী,
উবেল চিতে ডাকি।

(২০)

দুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি দু'নয়ন,
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন
জীবন-সাধন-ধন !

(২১)

পত্রের মত
নয় গো এ আঁখি নয়
তবু যদি নাও
নিতে যদি সাধ হয়
দিতে করিব না ভয়।

(২২)

আজ আমি জানি
দিয়েও সে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি
দৃষ্টি চিরন্তনী।

(২৩)

জয়! জয়! জয়!
তব জয় প্রেমময়!
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয়
জয়! জয়! তব জয়!

(২৪)

প্রাণের তরাস
মরে যেন নিঃশেষে,
দাঁড়াও চিত্তে
মৃত্যু-হরণ বেশে,
দাঁড়াও মধুর হেসে।

(২৫)

আমি ভুলে যাই
তুমি ভোলো নাকো কভু,
করুণা-নিরাশ-
জনে কৃপা কর তবু
জয়! জয়! জয় প্রভু!

মহাসরস্বতী

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা! চিন্ময়ী! অয়ি জ্যোতিষ্মতী!
মহীয়সী মহাসরস্বতী!
শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী! অন্ধকারে তুমি ঊষা-প্রভা।
সূর্য্যে-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।
ছিন্ন-মেঘ অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা
তুমি নিরুপমা।

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নির্নিমেষ ও তব নয়ন;
তপলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র-নূপুর-চ্যুত জ্যোতির্ম্ময় পদরেণু তব;
জনলোকে তোমারি সে জনক-কল্পনা নব নব
পুরাতনে নবীয়ান;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ!

মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—
ব্যাপ্ত-পরিবেষ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে।

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা ;
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা!
তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী! মহাকবিকুলের জননী!
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী! কর শঙ্খধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্র-শূল ধর ধনুর্ব্বাণ ;
হল-বাহী কৃষকের ধরি হল কভু গাহ গান,—
পুলকি' পরাণ!—
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে!

মহাসঙ্গীতের রূপে গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ
মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—
তোমারি প্রসাদে দেবী! তুমি যবে হও আবির্ভাব
তখনি তো লক্ষ্য-লাভ—তখনি তো মহালক্ষ্মী লাভ।
দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্র তালে
জাগো তুমি স্বতন্তরা! রক্ত-রশ্মি রুষ্ট তারা ভালে
যুগ-সন্ধ্যা-কালে।

কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতারা
পুণ্য-পুঞ্জী-পারা।

দেবাসুর-দ্বন্দ্বে দেবী! সদ্যোজাত বজ্রের গর্জ্জনে
তব সাড়া পেয়েছি গগনে।
সিন্ধু হতে বিন্দু উঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুত-সম্বল,—
বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল।

কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার ;
গোত্রমাতা মুদ্গলানী ঋগ্বেদ বাখানে বীর্য্য যার,—
ইষ্ট তুমি তার।
সূর্য্যে রাখি' যন্ত্র' পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—
তুমি তার মতি।

পার্থে তুমি স্পর্দ্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে
ধ্বংসরূপী মহেশের সনে।
তুমি কৌশিকের তপ, দেবী! তুমি ত্রিবিদ্যা-রূপিণী ;
ঊষরে উর্ব্বর কর, জন্ম মৃত্যু-রহস্য-গুর্ব্বিণী!
অগস্ত্যের যাত্রা-পথে তুমি ছিলে বর্ত্তি নির্নিমেষ
তুমি দুর্গমের-স্পৃহা—দুরূহ, দুস্তর, দুষ্প্রবেশ
সিদ্ধির উদ্দেশ ;
'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—
দৈবী অসন্তোষ।

রুদ্রের-দুহিতা দেবী! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,
সর্ব্ব কুণ্ঠা হোক অবসান।
বিদ্যুতেরে দূতী করি' দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দ্যুলোক
এস দ্রুত কবি-চিত্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক্
তব আগমন-বার্ত্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান ;
হে জয়ন্তী! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান
উদ্ভাসি' বিমান।
সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব ইচ্ছা গাঁথ ঐক্য-সুরে
সুপ্ত চিত্তপুরে।

দুর্লভের গূঢ়-তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্পনা,
অয়ি দেবী মহতী কল্পনা!
নক্ষত্র-অক্ষরে লেখ 'ক্ষত ত্রাণ' 'ক্ষতি অবসান'
বন্দী মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক্ স্পন্দমান।

দুর্গমের দুঃখ হর',—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাণী! হোক্ বিশ্বে পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস।
সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা!
হে অপরাজিতা।

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি।
সমুদ্র মূর্চ্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী! গাক সেই সঙ্গীত তোমার;
এস গো সত্যের উষা! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ!
বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক্ মূর্ত্ত রুদ্র-রোষ
শঙ্খের নির্ঘোষ;
পুণ্যে কর মৃত্যুঞ্জয়ী—পাপে ছন্নমতি;
মহাসরস্বতী!

এস বিশ্ব-আরাধিতা! বিশ্বজিত যজ্ঞে মন্ত্র তুমি,—
মনঃকুণ্ড উঠিছে প্রধূমি'।
এস স্তব্য-অনুকূলা! হব্যদাতা আহ্বানে তোমারে
রাক্ষস-সত্রের অগ্নি বর্জ্জিল যে হিমালয় পারে।
ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী! তুমি দান-সাম;
রাজ-রাজেশ্বরী বাণী! চিত্তসুখ! আত্মার আরাম।
কর পূর্ণকাম।
ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অয়ি গায়ত্রী শাশ্বতী!
বিশ্ব-বিম্ববতী!

রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বারোটা, পথে 'বরোফ্' 'বরোফ

লোপ !

উড়ি' উড়ি' আরসুলা ছায় তুড়িলাফ্ !

সাফ্ !

পালকী-আড্ডায় দূরে গীত গায় উড়ে

ভুড়ে !

আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা

ছুঁচা !

পাহারা'লা চুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ্

খোদ্ !

বেতালা মাতালগুলা খায় হাল্ফিল্

কিল্ !

তন্দ্রাবশে তক্তপোষে প্রচণ্ড পণ্ডিত

চিৎ।

যুৎ পেয়ে করে চুরি টিকির বিদ্যুৎ

ভূত !

নিয়্-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌ-গোঁফা

তোফা !

গণেশ কচালে আঁখি, করে সুড়্সুড়্

শুঁড় !

স্বপ্নে ছাখে ভক্তিভরে খুলেছে সাহেব

জেব !

পূজ্য হন্ গজানন তেড়ে শুঁড় নেড়ে

বেড়ে !

* * * *

ত্রিশূন্যে ঝুলিয়া মন্ত্র জপিছে আতুর,
বাদুড় !
ছেঁচা-বাঁচা কালপেঁচা চেঁচায় খিঁচায়,
কি চায় ?
সিঁধ দিয়ে বিধ করে মাম্‌দোর গোর
চোর !
আবরি' সকল গাত্র মশা ধরে অস্তে
দন্তে !
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁকডাক
নাক্ !
স্বপনের তারি ভিড় দাঁত কিড়্‌মিড়্
বিড়্ বিড়্ বিড়্ !

অম্বল-সম্বরা কাব্য

অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
ওড্র-কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
নিম্বশিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন-সময়ে আহা !
তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষু গুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে ;
আম্বা করি' পুনঃ ঢালিলা জাম্বাটি ভরি'
খাব বলি' ; কহ দেবী তাম্বুরা-বাদিনী !

কোন্ জাম্বুবান নৈল মুগ্ধ তার ঘ্রাণে
আচম্বিতে ? জম্বুদ্বীপ হৈল হরষিত !
কম্বুরবে অম্বুনিধি মহাতম্বী করি'
আইলা অম্বল-লোভে লোভী ; শম্বুকেরা
কৈল হুড়াহুড়ি জলতলে, জম্বুকেরা
হুক্কা-হুয়া উঠিল ডাকিয়া দ্বিপ্রহরে
দিবাভাগে ! জগদম্বা-হস্ত-বিলম্বিত
শুম্ভ-নিশুম্ভের কাটা-মুণ্ডে শুষ্ক জিভে
এল জল ; জগঝম্প বাজিল দেউলে।
সন্ন্যাসী কম্বলাসনে চোখাইলা মুখ !
বোম্বায়ের আঁঠি ফেলি বিম্বোষ্ঠী দৌড়িলা !
সুদূর সহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে
হাসিল গ্রান্তারি যত জজ ! লম্বোদরী
হাঁচিলা হিড়িম্বা বনে ; শাম্ব দ্বারকায়।
গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দৈএ !
অম্বলের গন্ধে দই জমিল আপনি !
কম্বক্তা সম্বরাসুরে না করি' বম্বার্ড
দম্ভোলি নিক্ষেপি' ইন্দ্র সে অম্বল-লোভে
দাম্বাল উলঙ্গ হুম্বো চাষা-ছেলে সাজি'
আইলা শম্ভুর দ্বারদেশে ! গোষ্ঠে গাভী
কৈল হাম্বারব। হাম্বীর ভাঁজিল গুণী
মনোভুলে পোড়াইয়া অম্বুরী তাম্বাকু !
কিম্বদন্তী কয়, চুম্বনে অরুচি হৈল
নবদম্পতীর সে অম্বল-গন্ধে মুগ্ধ
মন। হৈল ভিনিগার বোতলে শ্যাম্পেন
ঈর্ষ্যাবশে। হিংসাভরে রম্ভা হৈল নীচে।
কলম্বোর কুম্ভকর্ণ জাগিল ; কবরে
মোল্লা দোপিয়াজা দিল্লীধামে, ফুল্লমন

সম্বরা-সৌরভে! কৈলাসে স্বনামধন্য
শূলী শম্ভু বাজাইলা আনন্দে ডম্বরু
মালী শম্ভুকৃত অম্বলের গন্ধামোদে
দিগম্বর ববম্বম্ বাজাইলা গাল!
পুষ্পবৃষ্টি হৈল নীলাম্বরে—জগবন্ধু
শূপকার উড়িয়ার রন্ধন-গৌরবে।
গেরস্থারি শম্ভুমালী কিন্তু নিজ মনে
কোনোদিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃক্‌পাত
জাবাটি উজাড় কৈল গাবু-গাবু রবে॥

কয়াধূ

[দিতি ও কশ্যপের পুত্র অসুর-সম্রাট্ হিরণ্য-কশিপুর পত্নী কয়াধূ। ইনি জম্ভাসুরের কন্যা ও মহিষাসুরের ভগিনী। ইঁহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ।]

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের-বিছানায়?
কুমার যাহার উচিত ক'য়ে সয় অকথ্য ক্লেশ,
সে কি রাজার মন ভোলাতে পরবে ফুলের বেশ?
দুলাল যাহার শিকল-বেড়ীর নিগ্রহে জর্জ্জর,
জন্তালিকা! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর!

পারব না আর করতে পিঙার রাখ্‌তে রাজার মন,
জঞ্জালে ডাল্‌ জঞ্জাল-জাল রাণীর আভরণ!
ফণীর মত রাজার দেওয়া দংশে মণিহার,
যম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার!
কেয়ূর-কাঁকণ শিথ্‌লে দে রে, খুলে দে কুণ্ডল,
শিথ্‌লে দে এই মোতির সীঁথি শচীর আঁখিজল!
রাণীত্বে আর নাই রে রুচি—নাই কিছুরই সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ!
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল,
সাপের সাথে শিশুর খেলা,—মন করে বিহ্বল।
মারণ-পটু মার্‌ছে বটু—মার্‌ছে বাছারে,
শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
কাঁটার গড়া মার্‌ছে কোঁড়া দুধের ছেলের গায়,
হ্যাথ্‌ রে রাঙা দাগ্‌ড়াতে হ্যাথ্‌ আমার দেহ ছায়!
প্রাণের ক্ষতে লোহুর ধারা ঝর্‌ছে লক্ষ ধার,
আর চোখে নিদ্‌ আস্‌বে ভাবিস্‌ পালঙ্কে রাজার?
গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন,
ক্লান্ত আঁখি মুদ্‌লে দেখি কেবল কুস্বপন,
পাহাড় থেকে আছ্‌ড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
প্রহ্লাদ মোর; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে।
জগদ্দলন পাষাণ বুকে ফেল্‌ছে তরঙ্গে,
চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে!
নির্দ্দোষেরে খুনীর বাড়া দিচ্ছে রে দণ্ড
কালনেমি, কবন্ধ, রাহু দৈত্য পাষণ্ড।
কভু দেখি ফেল্‌ছে বাছার পাগ্‌লা হাতীর পায়,—
বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায়!

চর্ম্মচোখে রক্ত ঝরে দারুণ সে দৃশ্যে,
মর্ম্মচোখে কেবল দেখি⋯নৃসিংহ বিশ্বে!

* * * *

হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ!⋯হাহা রে আফ্‌শোষ,
অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে,⋯জাগায় বিধির রোষ!
কি দোষ বাছার বুঝ্‌তে নারি, অবাক্ চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই—
অন্য কোথাও—অন্য কোথাও—এ রাজ্যে আর নয়,
ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ ভয়,
চোখের আগে কেবল জাগে ছেলের মলিন মুখ,
খড়্‌গে জেতা স্বর্গপুরে নাই রে স্বর্গ-সুখ।
বুঝ্‌তে নারি কী দোষ বাছার,⋯⋯ভাবি অহর্নিশ,
ষণ্ড গুরুর শিক্ষা পেয়েও ষণ্ডামি তার বিষ,⋯
এই কি কসুর অপাপ শিশুর? হায় রে কে জানে,
বিহ্বলতায় বিকল করে এ মোর পরাণে।⋯
ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
ভীষণ সাপের আবর্ত্তে হায় এই সমাবর্ত্তন!
প্রশ্ন হ'ল—"কি শিখেছ?" রাজার সভা-মাঝে
কয় শিশু—"তাঁর নাম শিখেছি রাজার রাজা যে;
যাঁর আদি নাই, অন্তও নাই, যে-জন চিরন্তন,
সত্য-মূর্ত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তি অরূপ নিরঞ্জন,
তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে,
শিখেছি নাম জপ্‌তে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে।"
ছেলের বোলে রুষ্ট রাজা দেবত্ব-লোভী,
ছেলের দেব-প্রেমে ত্মাখেন বিদ্রোহ-ছবি।
বিধির বরে দেব্‌তা-মানুষ-পশুর অবধ্য
মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মদ্য।

ভাবেন মনে "হইছি অমর" অবধ্য ব'লেই !
পরের বধ্য নয় ব'লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই !
দেবতা-মানুষ-পশুর বাইরে কেউ যেন নেই আর
বলের দর্পে দণ্ড দিতে ; এম্‌নি ব্যবহার !
দাবী করেন দেবের প্রাপ্য যজ্ঞ-হবির ভাগ,
ভগবানের জয়-গানে হায় বাড়ে উঁহার রাগ !
উনিই যেন রুদ্র, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
ক্ষণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধারী যম।
ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
একলা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু।
ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
"আমার আগে অন্যে বলে ত্রিভুবনেশ্বর !
রাজদ্বেষী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে ?
ডুবিয়ে দেব নির্য্যাতনের নরক সৃজিয়ে।
খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ্‌ব না মাথা,
দণ্ডবিধান কর্‌ব, স্বয়ং আমিই বিধাতা।"
বাক্য শুনে বালক বলে বিনয় বচনে—
"হৃদয় আমার নিরত যাঁর অর্ঘ্য-রচনে,
পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই,
সত্য তিনি নিত্য তিনি তাঁর তুলনা নেই ;
পিতা গুরু,...মান্য করি,...শ্রদ্ধা দিই ভূপে,...
তাই ব'লে হায় ভুল্‌তে নারি সত্য-স্বরূপে।
আত্মা...আপন বিশিষ্টতা...কর্‌ব না ক্ষুণ্ণ,...
স্মরণে যার মরণ মরে,...কীর্ত্তনে পুণ্য,...
সে নাম আমি ছাড়্‌ব নাকো, ছাড়্‌ব না নিশ্চয় ;
আদ্যে যিনি, অন্তে তিনি,—শাস্তিতে কি ভয় ?"
কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধ্‌লে ক'সে তায়,
শান্ত শিশু হাস্‌ল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায়।

চ'লে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ—
আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহ্লাদ !
মিনতি-বোল্ বল্‌তে গেলাম দৈত্যপতিরে,...
বিমুখ হ'য়ে,...আঁক্‌ড়ে বুকে নিলাম ক্ষতিরে,
ছেড়ে এলাম সভা-গৃহ বাক্য-যন্ত্রণায়
সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
ভাব-দেহে যাই লাগ্‌ল আঘাত, হায় রে কয়াধু,
স্থূল-শরীরও মরিয়া হ'ল, টিক্‌ল না যাদু।
চ'লে এলাম রাজ্য রাজা ডুবিয়ে উপেক্ষায়,—
সত্য যেথা পায়না আদর চিত্ত বিমুখ তায়।
আসার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
বিম্বিল মোর বিধবা-বেশ স্তম্ভ অগণন।
ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ'ল বন্ধ,
মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়ছে কবন্ধ !
ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই, সেথায় দেখি হায়,
রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
অঙ্কে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির,
সিংহনখে ছিন্ন অন্ত্র চৌদিকে রুধির !
দু' হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
ভিত্তি-'পরে কপাল ঠুকে কেবল প্রতি পায়।
সেই অবধি শুন্‌ছি কেবল অন্তরে গুর্‌গুর্
বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বাজায় বিপর্য্যয়ের সুর,
টল্‌ছে মাটি নাগ বাসুকী অধর্ম্মেরি ভার
হাজার ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার।
যে বিধি নয় ধর্ম্ম্য, বুঝি, তার আজি রোধ-শোধ ;
বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ।
বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মান্‌বে না কেউ আর,
ওই শোনা যায়, জয়ন্তলিকা ! নৃসিংহ-হুঙ্কার !

রেখে দে তোর শয্যা-রচন রাণীর পালঙ্কে,
হৃষীকেশের শাঁখ হৃদে শোন্ হর্ষে—আতঙ্কে!
ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে।
দুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দোষী প্রহ্লাদ,
সেই দুখে আজ আঁকড়ে বুকে চল্ করি জয়নাদ।
আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,—
বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ন্যায্য অধিকার।
উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,
উচিত ক'রে পর্‌তে হবে চোর-ডাকাতের সাজ,
চিত্ত-বলের লড়াই সুরু পশু-বলের সাথ,
বন্যা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তনুর বাঁধ!
প্রলয়-জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার!
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার।
খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাভৈঃ রব;
উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ মম গৌরব!
কয়াধূ তোর জনম সাধু, মোছ রে চোখের জল,
রাজ-রোষেরি রোশ্‌নায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল!

———

বর্ষ-বোধন

তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম! অনির্ব্বচনীয়!
প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ!
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়,
আলোয় জাগো সকল-আলোর-ধ্যান!
সন্দেহী সে ভাব্‌ছে—তোমার অব্যাহত কল্যাণেরি ধারা
বন্ধুরতায় বিফল নরলোকে,
চর্ম্মচোখের আর্শী হ'তে দিনে দিনে যাচ্ছে ঝ'রে পারা,
এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে।
বীভৎস দুঃস্বপ্ন-ভরে বিশ্ব-হৃদয় উঠ্‌ছে মুহু কেঁপে,
হাসছে যেন ভৈরবী-ভৈরবে;
ভয়ের মেঘে ঝাপসা আকাশ, ভয়ের ছায়া সূর্য্যোরে রয় চেপে,
সে ভয় প্রভু! হরো 'মা ভৈঃ' রবে।
প্রীতি-শীতল এই পৃথিবী প্রেত-শিলা হয় যাদের উপদ্রবে,
রুদ্র-রূপে তাদের কর নত;
দম্ভাসুরের দম্ভ কাড়ো, মুখে-মধু কৈতবে—কৈটভে—
মাটির তলে পাঠাও কীটের মত।

* * * *

রাজ-বিভূতি তোমার শুধু, বিশ্বধাতা! তিন ভুবনের রাজা!
ইঙ্গিতে যার জগৎ মরে বাঁচে;
মৃত্যু যাদের করবে ধূলো, বিড়ম্বনা তাদের রাজা সাজা,
পোকার-খোরাক তোমার আসন যাচে!
মানুষ সাজে বজ্রধারী, তোমার বজ্রদণ্ড নকল ক'রে,
স্পর্দ্ধাভরে পূজার করে দাবী।
জীয়ন্-কাঠির খোঁজ রাখে না, হয় ভগবান্ মরণ-কাঠি ধ'রে,
দেবের ভোজ্যে মুখ দিয়ে খায় খাবি।

যায় ভুলে সাম্রাজ্য-মাতাল কোথায় মিশর, কোথায় আসুরিয়া,
খাল্‌দি, তাতার, রোম সে কোথায় আজ,
কই বাবিলন, আরব, ইরাণ ? কই মাসিডন, রয় কিনা রয় জীয়া
রথ-পাথীদের জয়দগবের সাজ !
কই ভারতের বরুণ-ছত্র—দিগ্বিজয়ীর সাগর-জয়ের স্মৃতি ?
মহাসোনা সুখত্রা আজ কার ?
যব, শ্রীবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় প্রীতি ?
সিংহলে কার জয়ের অহঙ্কার ?
প'ড়ে আছে অচিন্ দ্বীপে হিস্পানীয়ার দর্প-দেহের খোলা—
ঝাঁজ্‌রা জাহাজ তিমির পাঁজর হেন,
পর্তুগীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আধ-গোলা
ফিলিপিনায় পিন্ পুঁতে ঠিক যেন।
কোথায় মায়া-রাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্কা-মিশর-জোড়া ?
ছায়ার দেশে বুঝি স্বপন-রূপে ?
হারিয়ে গতি ধাবন্-ব্রতী ময়দানবের সিন্ধুচারী ঘোড়া
বাড়ব-শিখায় নিশাস ফেলে চুপে।

* * * *

আজ বরষের নূতন প্রাতে আলোক-পাতে প্রাণ করে প্রার্থনা—
ওগো প্রভু ! ওগো জগৎ-স্বামী !—
প্রণব-গানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগের কর প্রবর্ত্তনা,
জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নামি'।
সকল প্রাণে জাগুক রাজা ; যাক্ রাজাদের রাজাগিরির নেশা ;
জগৎ জয়ের যাক্ থেমে তাণ্ডব,
ঘুচাও হে দেব ! নিঃশেষে এই মানুষ জাতির মানুষ-পেষণ পেশা,
চিরতরে হোক্ সে অসম্ভব।
দেশ-বিদেশে শুন্‌ছি কেবল রোজ রাজাসন পড়্‌ছে খালি হ'য়ে,
সে-সব আসন দখল কর তুমি,

মালিক! তোমার রাজধানী হোক সকল মুলুক এ বিশ্বনিলয়ে,
সত্যি সনাথ হোক এ মর্ত্তভূমি।
তোমার নামে নুইয়ে মাথা, অভয়-দাতা! দাঁড়াক জগৎ-প্রজা
ঋজু হ'য়ে তোমার আশীর্ব্বাদে,
তোমার যারা নকল, রাজা! তাদের সাজা আস্‌ছে নেমে সোজা
যুগান্তেরি ভীষণ বজ্রনাদে।
অমঙ্গলের ভুজগ-ফণায় মঙ্গলেরি জল্‌ছে মহামণি
কয় মোরে এই বিভাত-বেলার বিভা;
বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বায়ু বল্‌ছে মুকুল গণি'—
কমল-বনে আস্‌ছে নবীন দিবা।

বড়-দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমার কর্‌ছে অখৃষ্টান্,
ভগবানের ভক্ত ছেলে! ঋষির ঋষি! খৃষ্ট মহাপ্রাণ!
সাত মনীষীর বন্দনীয় ওগো রাখাল! ওগো দীনের দীন!
জগৎ সারা চিত্ত দিয়ে স্বীকার করে তোমার কাছে ঋণ।
হৃদয়-সতার তন্তু দিয়ে বিশ্ব সাথে বাঁধ্‌লে বিধাতারে,
পিতা ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে।
চম্‌কে যেন উঠ্‌ল জগৎ নূতনতর তোমার সম্বোধনে;
শাস্ত্রপাঠী উঠ্‌ল রুখে, শয়তানেরা ফন্দী আঁটে মনে;
টিট্‌কারী দায় সন্দেহীরা, ভাবে বুঝি দাবী তোমার ফাঁকা,
ক্রুসের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন কর্‌লে দলীল পাকা।

মৃত্যুপারের অন্ধকারে ফুট্‌ল আলো, উঠ্‌ল যে জয় গান,
আপনি ম'রে বিশ্ব-নরে দিলে তুমি নবজীবন দান।
স্বর্গে মর্ত্তে বাঁধ্‌লে সেতু, ধন্য ধরা তোমার আবির্ভাবে।
মরণজয়ী দীক্ষা তোমার জয়াজয়ে অটল লাভালাভে।

*   *   *   *

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান্‌ চিত্ত স্বার্থলীন ;
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অখৃষ্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এসিয়ার, আছে নাড়ীর টান ;
মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক্‌ হ'য়ে,
অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারাজীবন স'য়ে।
রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা সে যে,
যতই ব্যথায় পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই ওঠে বেজে !
কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কুকাণ্ড তাই উঠ্‌ছে কেবল বেড়ে,
যোগ্যতম জবরদস্তি ফেল্‌ছে চ'ষে জগৎটা শিং নেড়ে !
নৃশংসতার হূণ অতি হূণ টেক্কা দিয়ে চল্‌ছে পরস্পরে,
শয়তানি সে অট্টহাসে সত্য-বাণীর কণ্ঠ চেপে ধরে !
গির্জ্জা-ভাঙা হাউইট্‌জারের গর্জ্জনে হায় ধর্ম্ম গেল তল,
মাৎ হ'য়ে যায় মনুষ্যত্ব, 'কিস্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল।
নিরীহ জন লাঞ্ছনা সয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বুকে,
নিত্য নূতন ক্রুসের কাঠে তোমায় ওরা বিঁধ্‌ছে পেরেক ঠুকে।

*   *   *   *

তোমার পরে জুলুম ক'রে ক্ষুণ্ণ ক'রে মনুষ্যত্ব ধারা
রোমের হুকুম-মহকুমা গুঁড়িয়ে গেল, ধুলায় হ'ল হারা।
আজ বিপরীত-বুদ্ধি-বশে ভুলছে মানুষ ভুলছে কালের বাণী,
তাসের পরে তাস সাজিয়ে ভাব্‌ছে হ'ল অটল বা রাজধানী।
মাড়িয়ে মানুষ উড়িয়ে ধুলো অন্ধ বেগে কবন্ধ রথ চলে,
ওষ্ঠবাসী খৃষ্ট-ভক্তি ডুব্‌ছে নিতি নীট্‌শেবাদের তলে !

তাকায় জগৎ বাক্যহারা ইয়োরোপের মাটির ক্ষুধা দেখে,
ভব্যতা সে ভিন্মি গেছে ভেপ্‌সে-ওঠা টাকার গেঁজের থেকে,
উবে গেছে ভক্তিশ্রদ্ধা, শিষ্টতা আড়ষ্ট হ'য়ে আছে,
জড়বাদের স্কন্ধে চ'ড়ে খিঙ্গি-পারা জিঙ্গো-জুজু নাচে!
তিন ডাকিনী নৃত্য করে ইয়োরোপের শ্মশান-পারা বুকে—
লড়াই-লালচ, বড়াই-লালচ, কড়ির লালচ,—নাচ্‌ছে বিষম রুখে।
ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, এই এসিয়ায় দাঁড়াও স'রে এসে—
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে;
ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী ল'য়ে
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ভক্তমালে নূতন মণি হ'য়ে;
ব্যথা-ভরা চিত্ত মোদের, খানিক ব্যথা ভুল্‌বে তোমায় হেরি;
সত্য-সাধন-নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী;
ধৈর্য্যগূঢ় বীর্য্য তোমার জাগুক, প্রাণের সব ভীরুতা দহি',
সহিষ্ণুতায় জিষ্ণু করো, মহামহিম আদিম সত্যাগ্রহী!
নিগ্রহে কি নির্য্যাতনে ফুরিয়ে যেন না যায় মনের বল।
নিত্য-জীবন-লাভের পথে জাগুক তোমার মূর্ত্তি অচঞ্চল!
পরের মরম বুঝ্‌তে শিখাও, হে প্রেমগুরু, চিত্তে এস নেমে,
কুষ্ঠ-ক্লেদের মাঝখানে ভার দাও হে সেবার সর্ব্বসহা প্রেমে;
মন নিতে চায় ওই আদর্শ, নাগাল না পাই, হাত ধ'রে নাও তুমি,
ম'রে অমর হবার মতন দাও শকতি দীনের শরণভূমি!
সবল কর পঙ্গু ইচ্ছা, পরশ বুলাও মনের পক্ষাঘাতে,
হাত ধ'রে নাও, পৌঁছিয়ে দাও সত্যি-বাঁচার নিত্য-সুপ্রভাতে!
বিশ্বাসে যে বল অমিত সেই অমৃতের দরজা দাও খুলে,
অভয়-দাতা! পৌঁছিয়ে দাও পরম-অন্নদাতার চরণ-মূলে!
ব্যথার বিষে মন ঝিমালে স্মরি যেন তোমার মশান-গীতা—
"না গো আমায় ত্যাগ করো না, ত্যাগ করো না,
পিতা! আমার পিতা!"

চর্‌কার গান

ভোম্‌রায় গান গায় চর্‌কায়, শোন্‌, ভাই!
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই!
ঘর-বা'র কর্‌বার দর্‌কার নেই আর,
মন দাও চর্‌কায় আপ্‌নার আপ্‌নার!
চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর ঘর!
ঘর-ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর!
পড়্‌শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

* * * *

ঝর্‌কায় ঝুর্‌ঝুর্ ফুর্‌ফুর্ বইছে!
চর্‌কার বুল্‌বুল্ কোন্ বোল্ কইছে?—
কোন্ ধন দর্‌কার চর্‌কার আজ গো?—
ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাঁজ গো!
চর্‌কার ঘর্ঘর পল্লীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর ঘি'র-দীপ,—আপ্‌নায় নির্ভর!
পল্লীর উল্লাস জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

* * * *

আর নয় আইঢাই টিস্‌-টিস্‌ দিন-ভর,
শোন্‌ বিশ্‌কর্ম্মার বিস্ময়-মন্তর !
চরকার চর্য্যায় সন্তোষ মন্‌টায়,
রোজ্‌গার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায়।
চর্‌কার ঘর্ঘর বস্তির ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর মঙ্গল,—আপ্‌নায় নির্ভর !
বন্দর-পত্তন্‌-গঞ্জে সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

চর্‌কায় সম্পদ্‌, চর্‌কায় অন্ন,
বাংলার চর্‌কায় ঝল্‌কায় স্বর্ণ !
বাংলার মস্‌লিন্‌ বোগ্‌দাদ্‌ রোম চীন
কাঞ্চন-তৌলেই কিন্‌তেন একদিন !
চর্‌কার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর সম্পদ্‌,—আপ্‌নায় নির্ভর !
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

চর্‌কাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র !
চর্‌কাই দৈন্যের সংহার-অস্ত্র !
চর্‌কাই সন্তান ! চর্‌কাই সম্মান !
চর্‌কায় দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ !
চর্‌কার ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর সম্ভ্রম—আপ্‌নায় নির্ভর !
প্রত্যাশ ছাড়্‌বার জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া !

* * * *

ফুরসুৎ সার্থক করবার ভেল্‌কি!
উস্‌খুস্‌ হাত! বিশ্‌কর্ম্মার খেল্‌ কি!
তন্দ্রার ছন্দোয় একলার দোক্‌লা!
চর্‌কাই এক্‌জাই পয়সার টোক্‌লা!
চর্‌কার ঘর্ঘর হিন্দের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিক্‌মৎ,—আপনায় নির্ভর!
লাখ লাখ চিত্তে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

* * * *

নিঃস্বের মূলধন, রিক্তের সঞ্চয়,
বঙ্গের স্বস্তিক চর্‌কার গাও জয়!
চরকায় দৌলৎ। চরকায় ইজ্জৎ!
চরকায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ!
চর্‌কার ঘর্ঘর গৌড়ের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর গৌরব,—আপনায় নির্ভর!
গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

* * * *

চন্দ্রের চরকায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি!
সূর্য্যের কাট্‌নায় কাঞ্চন বৃষ্টি!
ইন্দ্রের চরকায় মেঘ জল থান থান!
হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান!
ঘর-ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিম্মৎ,—আপনায় নির্ভর!
গুজ্‌রাট-পাঞ্জাব-বাংলায় সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

সেবা-সাম

আলগ্ হ'য়ে আল্গোছে কে আছিস্ জগতে—
জগন্নাথের ডাক এসেছে আবার মরতে!
তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ত্ব,
দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব!
পিছিয়ে যারা পড়্ছে তাদের ধ'রে নে ভাই হাত,
মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্‌ব সাথে সাথ,
জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয় জয়,—
একটি কণ্ঠ থাক্‌লে নীরব অঙ্গহানি হয়;
সাথের সাথী পিছিয়ে রবে,—কাঁদ্‌বে নাকি মন?
এমন শোভাযাত্রা যে হায় ঠেক্‌বে অশোভন।

*　　*　　*

চিত্তময়ী তিলোত্তমা ভাবাত্মিকা মোর,
মর্ত্ত্যে এস নন্দনেরি নিয়ে স্বপন-ঘোর;
তোমার আঁখির অমল আভায় ফুটাও অন্ধ চোখ,
আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোক্।
জাগ কবির মানসরূপে বিশ্ব-মনস্কাম,—
সর্ব্বভূতে আত্মবোধে মহান্ সেবাসাম।

*　　*　　*

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরস্পর,—
নাড়ীর যোগে যুক্ত আছি নইক স্বতন্তর;
একটু কোথাও বাজ্‌লে বেদন বাজে সকল গায়,
পায়ের নখের ব্যথায় মাথার টনক ন'ড়ে যায়;
ভিন্ন হ'য়ে থাক্‌ব কি, হায়, মন মানে না বুঝ,—
ছিন্ন হ'য়ে বাঁচ্‌তে নারি,—নই রে পুরুভুজ।

*　　*　　*

তফাৎ থেকে হিতের সাধন মোদের ধারা নয়,
ভিক্ষা দেওয়ার মতন দেওয়ায় ভর্‌বে না হৃদয়,
অনুগ্রহের পায়সে কেউ ঘেঁস্‌বে না গন্ধে,
আপন জেনে ক্ষুদ্‌ কুঁড়া দাও খাবে আনন্দে।
পরকে আপন জান্‌তে হবে, ভুলতে আপন পর,—
অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্য্য অটুট নিরন্তর।
পিতার দৃঢ় ধৈর্য্য, মাতার গভীর মমতা
প্রত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা ;
পিতার ধৈর্য্যে মানব-সেবা করব প্রতিদিন,
মাতার স্নেহ বিশ্বে দিয়ে শুধ্‌ব মাতৃঋণ।

* * *

দীপ্তিহারা দীপ নিয়ে কে ?—মুখটি মলিন গো !
চকমকি কার হাতে আছে ?—জাগাও স্ফুলিঙ্গ,—
জাগাও শিখা—সঙ্গীরা সব মশাল জ্বেলে নিক্‌,
এক প্রদীপের প্রবর্ত্তনায় হোক আলো দশদিক্‌।
এক প্রদীপে দিকে দিকে সোনা ফলাবে,
একটি ধারা মরু-ভূমির মরম গলাবে।

* * *

সত্য সাধক ! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারী,
অজ্ঞমনের অন্ধ গুহায় আলোক বিথারি'।
শিল্পী ! কবি ! সুন্দরেরি জাগাও সুষমা,—
অশোভনের আভাস—হ'তে দিও না জমা।
কর্ম্মী ! আনো সুধার কলস সিন্ধু মথিয়া,
দুঃস্থ জনে সুস্থ কর আনন্দ দিয়া।
সুখী ! তোমার সুখের ছবি পূর্ণ হ'তে দাও,
দুখী-হিয়ার দুঃখ হর হরষ যদি চাও।
নইলে মিছে শ্মশানে আর বাজিয়ো না বাঁশী,
হেস না ঐ অর্থবিহীন বীভৎস হাসি।

এস ওঝা ! ভূতের বোঝা নামাও এবারে,
নিজের রুগ্ন অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে !
জীবনে হোক্ সফল নব ত্রিবিদ্যা-সাধন,—
সহজ সেবা, সরল প্রীতি, চিত্ত-প্রসাধন।

* * *

বিশ্বদেবের বিরাট্ দেহে আমরা করি বাস,—
তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ।
এক বিনা দুই জানে নাকো একের উপাসক,
সবাই সফল না হ'লে তাই হব না সার্থক।
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা।
সবার সাথে যুক্ত আছি চিত্তে জেনেছি,
প্রীতির রঙে সেবার রাখী রাঙিয়ে এনেছি—
কাজ পেয়েছি, লাজ গিয়েছে, মেতেছে আজ প্রাণ,
চিত্তে ওঠে চিরদিনের চির নূতন গান।
বেঁচে ম'রে থাক্‌ব না আর আলগ—আল্‌গোছে ;
লগ্ন শুভ, রাখব না আজ শঙ্কা-সঙ্কোচে।
বাড়িয়ে বাহু ধর্‌ব বুকে, রাখব মমত্ব,
মোদের তপে দগ্ধ হ'বে শুষ্ক মহত্ত্ব।
মোদের তপে কোঁক্‌ড়া কুঁড়ির কুণ্ঠা হ'বে দূর,—
শতদলের সকল দলের স্ফূর্তি পরিপূর।
জগন্নাথের রথ চলিল,—উঠেছে জয় রব,
উদ্বোধিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব।

দূরের পাল্লা

ছিপ্‌খান্‌ তিন্‌-দাঁড়—
তিনজন্‌ মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।

ঝক্‌ঝক্‌ কলসীর
বক্‌বক্‌ শোন্‌ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক বয়
মন উন্মন্‌ গো।

তিন-দাঁড় ছিপখান্‌
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্‌ গান গাচ্ছে?

* * *

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখদুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হল গোখ্‌রী !

ডাক-পাখী ওর লাগি'
ডাক্‌ ডেকে হদ্দ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।

ওর তরে মন্থরে
নদ হেথা চল্‌ছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল বুঝি বোল্‌ছে।

দুই তীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকো সে
ওর মুখই চাইছে।

আটকেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পর্শ,
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা,
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ ছাখো তোমরা।

* * *

পান সুপারি! পান সুপারি!
এই খানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শীর্ণি মেনে
চল্ রে টেনে বৈঠা হেনে;
বাঁক সমুখে, সাম্‌নে ঝুঁকে
বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বইঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল।
জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল রাত্রি এল।
ঝাপসা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল-গাছে।

* * *

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্ ভাই টান্ সব—
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্ চাপ্ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিল্‌ভিলে হাঁস তায়
জল-গায় চড়্‌ছে।

ওই মেঘ জম্‌ছে,
চল্ ভাই সম্‌ঝে,
গাও গান, দাও শিশ্,—
বক্‌শিশ্! বক্‌শিশ!

খুব জোর ডুব্-জল,
বয় স্রোত্ ঝির্‌ঝির্,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দূর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্ সব ফূর্ত্তি,—
বক্‌শিশ টঙ্কা,
বক্‌শিশ ফূর্ত্তি।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউ-গাছ দুল্‌ছে,
ঢোল্-কল্‌মীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুল্‌ছে।

লক্‌লক্‌ শর-বন
বক্‌ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ চারদিক্‌—
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক্‌ নিঃসাড়্‌,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ-খান তিন্‌-দাঁড়,
চারজন যাত্রী।

*   *   *

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝিঁর গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে।

তারায় ভরা আকাশ ওকি
ভুলোয় পেয়ে ধূলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মন্ত্র-ভরে!

*   *   *

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মাণিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।

কোথায় এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে!

জ্বল্‌ছে তারা, নিব্‌ছে তারা—
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
জোনাক যেন পন্থা-হারা।

তারায় আজি ঝামর হাওয়া—
ঝামর আজি আঁধার রাতি,
অগুন্‌তি অফুরান্ তারা
জ্বালায় যেন জোনাক্-বাতি।

কালো নদীর দুই কিনারে
কল্পতরুর কুঞ্জ কি রে?—
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—
ফুল ফুটেছে মাণিক হীরে।

বিনা হাওয়ায় ঝিল্‌মিলিয়ে
পাপড়ি মেলে মাণিক-মালা;
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক-জ্বালা।

চোখে কেমন লাগ্‌ছে ধাঁধা—
লাগ্‌ছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হল
কিম্বা জোনাক হল তারা।

নিথর জলে নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে আকাশ-ভরা তারায়,
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায়।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
স্রোতের টানে কোন্ দেশে রে ?—
মরা গাঙ আর সুর-সরিৎ
এক হয়ে যেথায় মেশে রে !

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় সুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
চোখ যে আলা রতন উঁছে।

* * *

আলেয়াগুলো দপ্‌দপিয়ে
জ্বল্‌ছে নিবে, নিব্‌ছে জ্বলে,'
উল্কোমুখী জিব মেলিয়ে
চাট্‌ছে বাতাস আকাশ-কোলে !

আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা,
একলা ছোটে বন বাদাড়ে
ল্যাম্পো-হাতে লক্‌ড়ি ঘাড়ে ;

সাপ মানে না, বাঘ জানে না,
ভূতগুলো তার সবাই চেনা,
ছুট্‌ছে চিঠি পত্র নিয়ে
রন্‌রনিয়ে হন্‌হনিয়ে।

বাঁশের ঝোপে জাগ্‌ছে সাড়া,
কোল্‌-কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগ্‌ছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ ওঠেনি আজ আঁধারে।

শুক্ তারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্কিরিতে,
রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
ছিপ্ চলেছে নিঝুম স্রোতে।
ফিরছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া
মাল্লা মাঝি পড়্ছে থ'কে ;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধরছে কারা মাছগুলোকে।
চল্ছে তরী চল্ছে তরী—
আর কত পথ ? আর ক' ঘড়ি ?
এই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ী,
ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—
ওই বাঁধা-বট ওর পিছনে
দেখ্ছ আলো ? ঐ তো কুঠি,
ঐখানেতে পৌঁছে দিলেই
রাতের মতন আজ্কে ছুটি।
ঝপ্ ঝপ্ তিনখান্
দাঁড় জোর চল্ছে,
তিনজন মাল্লার
হাত সব জ্বলছে
গুরুগুর মেঘ সব
গায় মেঘ-মল্লার
দূর-পাল্লার শেষ
হাল্লাক্ মাল্লার।

গিরিরাণী

আঁধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে,
চোখের জলে তবু এমন চোখ কেন গো ভাসে ?
শরৎ-চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি ;
উমার গায়ের আভা দেখি সকাল-বেলার রোদে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে !
উৎসুকী মন হঠাৎ কেন উদাস হয়ে পড়ে,
শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় অকাল মেঘের ঝড়ে।
বরণ-ডালার আলোর মালার সকল শিখা কাঁপে ;
রোদন-ভরা বোধন-বেলা ; বুক যে ব্যথায় চাপে।
উদাস হাওয়া হঠাৎ আমার মন টানে কার পানে,
হাসির আভায় যায় ডুবে হায় নয়ন-জলের বানে।
বছর পরে আস্‌ছে উমা বাজ্‌ল না মোর শাঁখ,
উমা এল ; হায় গিরিবর, কই এল মৈনাক ?

* * *

কই এল বীরপুত্র আমার, কই সে অভয়ব্রতী,
অত্যাচারের মিথ্যাচারের শত্রু উদারমতি ;
কাট্‌তে পাখা পারেনি যার বজ্র তীক্ষ্ণধার,
পাখ্‌না মেলে মায়ের কোলে আস্‌বে না সে আর ?
বিধির দত্ত বিভূতি যে রাখ্‌লে অটুট একা,—
নির্ব্বাসনে কর্‌লে বরণ,—পাব না তার দেখা ?
সে বিনা, হায়, শূন্য হৃদয়, শূন্য এ মোর ঘর,
ছিন্নপাখা শৈলকুলের কই সে পক্ষধর ?

আজ্‌কে সে হায় লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ সাগরের তলে,
মাথার পরে আট পহরে কী তার তুফান চলে!
হারিয়েছে সে স্বৈরগতি, অব্যাহতি নাই,
স্বভাব-স্বাধীন কাটায় যে দিন বন্ধনে একঠাঁই।
কন্যা দিয়ে দেব্‌তা-জামাই বেঁধেছিলাম আমি,
কি ফল হ'ল? চোখের জলে কাটাই দিবসযামী।
'দেবাদিদেব' কয় লোকে তায়, কেউ বলে তায় 'শিব',—
তাঁর বরে হায় হ'ল মোদের ব্যথাই চিরঞ্জীব!
যম-যাতনা হ'ল স্থায়ী শিবকে জামাই পেয়ে,
সোঁৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথ্ হ'ল মেয়ে;
ছেলে হ'ল পর-চেয়ে দূর—এ দুখ কারে কই?
হারিয়ে ছেলে হারিয়ে মেয়ে শূন্য ঘরে রই।
উমার বিয়ের রাত থেকে আর সোয়াস্তি নেই মনে
রাত্রি দিনে জল না শুকায় এ মোর দু'নয়নে।

* * *

মৈনাকেরি মৌন শোকে মন যে ম্রিয়মাণ;
বোধন-বেলার শানাই বাজে,—কাঁদে আমার প্রাণ।
কতদিনের কত কথা মনের আগে আসে,
জলে-ছাওয়া ঝাপ্‌সা চোখে স্বপ্ন-সমান ভাসে।
মনে পড়ে মোর আঙিনায় বর-বিদায়ের রথ,
সার দিয়ে খান 'সু-কৃতি' ভোজ তিন কোটি পর্ব্বত।
ভোজের শেষে হঠাৎ এসে খবর দিল চরে,—
'হেম-সুমেরুর হৈমচূড়া ইন্দ্র হরণ করে!'
উঠ্‌ল রুষে ধবললাট শৈল কুলাচল,
পড়্‌ল ডঙ্কা যুদ্ধ লাগি, তিন কোটি চঞ্চল!
বিদায় ক'রে গৌরী হরে মন্ত্রণা সব করে
বাদল-ঘেরা মেঘের ডেরা মেঘ-মণ্ডল ঘরে।

"বিধাতারে জানাও নালিশ," স্থাবর গিরি কয়,
কেউ বলে "বৈকুণ্ঠে জানাও" লাখ বলে "নয়, নয়,
কাঁদ্‌তে মানের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
ইজ্জতে ভাই রাখ্‌তে বজায় বল বাহুতেই আছে।
করব যুদ্ধ, নেইক শ্রদ্ধা আর বাসবের পরে,
পাশব বলে বলী বাসব বুঝেছি অন্তরে।"
হঠাৎ শুনি নারদ মুনি আসেন দ্রুত পায়,
যুদ্ধ স্থগিত হ'ল মুনির মন্ত্রণায়!

* * *

আজো যেন শুন্‌ছি কানে হাজার গলার মধ্যে থেকে,
মৈনাকেরি কিশোর কণ্ঠ ছাপিয়ে সবায় উঠ্‌ছে জেগে;
বল্‌ছে তেজী "কিসের শান্তি? চাইনে শান্তি স্পষ্ট কহি,
দেবতা হলে দস্যু কি চোর আমরা হব দেবদ্রোহী।
সুমেরু কোন্ দোষের দোষী? সর্ব্বভূতের হিতৈষী সে।
ইন্দ্র যে তার নিলেন সোনা—ন্যায় আচরণ বল্‌ব কিসে?
দেব্‌তা হলেও চোর অমরেশ, হরণ তিনি করেন ছলে,
'বৃহৎ চৌর্য্য প্রায় সে শৌর্য্য'—এমন কথা চোরেই বলে,
কিম্বা বলে তারাই যারা বিভীষিকায় ভক্তি করে—
চোর সে যদি হয় জোরালো তারেই পূজে শ্রদ্ধা-ভরে।
শ্রদ্ধেয় যে নয়কো জানি আমরা শ্রদ্ধা করব না তায়,
স্বর্গপতির বজ্রভয়ে মাথা নত করব না পায়;
হেম-সুমেরুর হৃত সোনা দেবো নাকো হজম হ'তে,
পাহাড় মোরা তিন কোটি ভাই করব লড়াই বিধিমতে।"

আকাশ জুড়ে বিপুলবপু উড়্‌ল পাহাড় ক্রোর—
ধরার উপগ্রহের মালা উল্কা হেন ঘোর!

অন্ধ ক'রে সূর্য্য ওড়ে বিন্ধ্য বসুমান্,
ধবল-গিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে ম্লান ;
তীর-বেগে ধায় ক্রৌঞ্চ পাহাড় ক্রৌঞ্চ-কুলের সাধ,
নীল-গিরির নীলকান্তমণির নির্ম্মিত ঠিক চাঁদ ;
উদয়গিরি অস্তগিরি উড়্‌ল একত্তর,
মাল্যবান্ আর মলয়গিরি ছায় নভ-চত্বর ;
চন্দ্রশেখর সঙ্গে মহা-মহেন্দ্র পর্ব্বত—
লোমকূপে লাখ্ ঋষি নিয়ে উড়্‌ল যুগপৎ !
সবার আগে চল্‌ল বেগে শৈল যুবরাজ
মৈনাক মোর ;—ফেল্‌তে মুছে শৈলকুলের লাজ।

*　　　*　　　*

আজো আমি দেখছি যেন দেখ্‌ছি চোখের 'পর
দিকে দিকে দিক্‌পালেরা লড়্‌ছে ভয়ঙ্কর !
মেঘের বরণ মহিষ-বাহন যুদ্ধ করেন যম,
অগ্নি যোঝেন রক্তচক্ষু নিঃস্নেহ নির্ম্মম।
চোরাই সোনার কুমীর হোথা লড়েন কুবের বীর—
সাঁজোয়া সোনার, সোনার খাঁড়া, সোনার ধনুক তীর
পবন লড়েন উড়িয়ে ধুলো অন্ধ ক'রে চোখ,
নির্ঋতি নীল বিষ প্লাবনে ধ্বংসিয়ে তিন লোক।
সৃষ্টিনাশা যুদ্ধ চলে, আর্ত্ত চরাচর,
আচম্বিতে দিগ্‌বারণে আসেন পুরন্দর।
হেঁকে বলে বজ্রকণ্ঠে মাহুত মালতি—
"প্রলয়-বাদী তোম্‌রা পাহাড় নেহাৎ বাতুলই।
বিধির সৃষ্টি কর্‌বে নষ্ট ?　এই কি মনের আশ ?
বিপ্লবে সব ডুবিয়ে দেবে ?　কর্‌বে সর্ব্বনাশ ?
ইন্দ্র-দেবের শাসন-প্রথার কর্‌বে অমান্য ?—
প্রতিষ্ঠা যার বজ্রে,—ও যা পরম প্রামাণ্য ?"

রুষ্টভাবে কয় আকাশে মহেন্দ্র পর্ব্বত,—
"চোরের উকীল! আমরা মন্দ, তোমরা সবাই সৎ!
লোভান্ধ ওই ইন্দ্র তোমার হরেন পরের ধন,
পরের সোনা হজম ক'রে করেন আস্ফালন।
বৃহৎ চোরের আস্ফালনে টল্‌ছে না পাহাড়,
ধর্ম্মনাশা ধর্ম্ম শোনাস্ যায় জ্ব'লে যায় হাড়!
পরস্ব নিশ্চিন্ত মনে, ইন্দ্র, কর ভোগ,
তার প্রতিবাদ কর্‌লে রোষো—এ যে বিষম রোগ!
যার ধন তার ভারি কসুর, ফিরিয়ে নিতে চায়,
বিপ্লবের আর বাকী কিসে?—বজ্র হানা যায়।
আর তবে বিলম্ব কেন? বজ্র হানো, বীর!
তাড়সে সাম্রাজ্য-পদের গর্ব্বে বাঁকা শির!
বিধান-কর্ত্তা! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ!
তোমার কসুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ।
নেই মোটে ন্যায়ধর্ম্ম কিছুই, ছল আছে আর জোর,
বল্‌ছি স্পষ্ট, ইন্দ্র নষ্ট, ইন্দ্র সবল চোর!"

* * *

হঠাৎ গর্জ্জে উঠ্‌ল বজ্র ঝল্‌সিয়ে ব্যোম্‌পথ,
পড়্‌ল মূর্চ্ছ্যে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র-পর্ব্বত।
পড়্‌ল বিন্ধ্য যোজন জুড়ে, পড়্‌ল গোবর্দ্ধন,
হারিয়ে গতি পঙ্গু পাহাড় পড়্‌ল অগণন,
গ্রহ তারার মতন যারা ফির্‌ত গো স্বাধীন
গরুড় সম অসঙ্কোচে ফির্‌ত নিশিদিন
অচল হ'তে দেখ্‌ল তাদের, আমার দু'নয়ন;
দেখার বাকী ছিল তবু, তাই হ'ল দর্শন—
হর্ষ-বিষাদ-মাখা ছবি—বীরত্ব পুত্রের—
উদ্যত বজ্রাগ্নি আগে দীপ্তি সেই মুখের।

ঐরাবতে মাথায় হেনে পাষাণ করবাল
শ্যেনের বেগে ডুবল জলে আমার সে দুলাল !
বজ্র নাগাল পেলে না তার,—মিলিয়ে গেল কোথা,
মূর্চ্ছা-শেষে দেখ্‌নু কেবল বয় সাগরের সোঁতা !

* * *

সেই অবধি চোখের আড়াল, চোখের মণি পর ;
পাখ্‌না দুটো যায়নি কাটা এই বা সুখবর।
ন্যায়-ধরমের মর্য্যাদা মান রাখ্‌তে গেল যারা
হার মেনে হায় লাঞ্ছনা সয়, হেঁটমুখে রয় তারা !
ইন্দ্র নিলেন পরের সোনা—সেই করমের ফলে
আমার মাণিক হারিয়ে গেল অতল সিন্ধুজলে।
কুক্ষণে কার হয় কুমতি রোয় সে বিষের লতা,
ফল খেয়ে তার পান্থপাখী লোটায় যথাতথা।
কোথায় পাপের সূত্র হ'ল—উঠ্‌ল ঝোড়ো হাওয়া,—
দিন-মজুরের উড়্‌ল কুঁড়ে বুকের বলে ছাওয়া।
কোথায় লোভের ঘৃণ্য শোলুই জন্মাল কার মনে,—
সাপ হ'য়ে সে জড়িয়ে দিল লোক্‌সানে কোন্ জনে !
ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম আমি,
নয়নজলের নুন-পাথারে তলিয়ে দিবস-যামী।

* * *

সবে আমার একটি মেয়ে, শ্মশানে তার ঘর ;
ছেলেও আমার একটি সবে, তাও সে দেশান্তর,
লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে।
কেমন আছে ? কে দেবে তার খবর আমায় ক'য়ে ?
হাওয়ার মুখেও বার্ত্তা না পাই ইন্দ্রদেবের দাপে ;
পাখী বলো, পবন বলো, সবাই ভয়ে কাঁপে।

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় পাইনে সমাচার,
আছ্‌ড়ে কাঁদে পাষাণ হিয়া, হয় না সে চুরমার।
ভাব্‌নাতে তার হায় গিরি সব চুল যে তোমার সাদা,
উমার আগমনেও হৃদয় শূন্য যে রয় আধা।
প্রবোধ কারা ত্যায় আমারে আগমনীর গানে ?
যে এলো না তারি কথাই কাঁদায় আমার প্রাণে।

* * *

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় কঙ্কালে কাল শিকল গাঁথে,
চোরাই সোনার তৈরী পুরী ভোগ করে রাক্ষসের জাতে।
রক্ষকুলে উদয় হ'ল ইন্দ্রজয়ী দারুণ ছেলে
তাও দেখেছি চক্ষে, তবু সান্ত্বনা হায় কই সে মেলে ;
দেখেছি মেঘনাদের শৌর্য্য—হেঁট বাসবের উচ্চ মাথা !
হারিয়ে পূজা শক্র ধরেন শাক্যমুনির মাথায় ছাতা !
লেখা আছে এই পাষাণীর পাষাণ-হিয়ার পটে সবই,
হয়নি তবু দেখার অন্ত দেখ্‌ব বুঝি আরেক ছবি।—
ব'সে আছি শৈল-গেহে একলা আমার বিজন বাসে
জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের সুদূর আশে।
ব্যর্থ কভু হবে না এই আর্ত্ত হিয়ার তীব্র শাপ—
তার তুষানল—মনস্তাপে, ত্যায় যে বৃথা মনস্তাপ।
মাতৃহিয়ায় দুঃখ দিলে জ্বল্‌তে হবে—জ্বল্‌তে হবে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে রাজা হলেও আসন 'পরে টল্‌তে হবে।
অভিশাপের ভস্ম-পুতুল বিরাজ কর সিংহাসনে,
নিশ্বাসেরও সইবে না ভর, মিশ্‌বে হঠাৎ স্বপ্নসনে॥

ঝর্ণা

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্তে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্তে,
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা;
ঝর্ণা!

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী!
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্ত্যে সুপর্ণা!
ঝর্ণা!

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে !
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও অলকে ;
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে !
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !
ঝর্ণা !

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা, ঠুকরিয়ে মধু কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—
টুলটুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাটকা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি !

হের, ফুল্ ফুল্ ফুল্ বাস-ভরা
সুরু হ'য়ে গেছে রস্ ঝরা,
ভোমরার ভিড়ে তীমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিলকুলই !

তারা ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক্ ছেড়ে
দুপুরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আঙ্‌রা-বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি চুলবুলি' ।

কত   বোল্‌তা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হ'য়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে ;
ফল্‌সা বনের জল্‌সা ফুরুলো,
মৌমাছি এলো রোল তুলি' !

ওই   নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাখা,
ঢুলঢুলে কার চোখ দুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাচ-রুলি !

আজ   ঝড়ে হানা ডাঁটো ফজ্‌লী সে
মেশে কাঁচা-মিঠে মজ্‌লিসে ;
'রং-চোরা ফলে রস কি জোগালো'—
কুহু কুহু পুছে কার বুলি !

ওগো,   কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুলবুলি-খোঁজা চোখ মেলে,
জামরুলি-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে,
তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী !

মরি,   ভোম্‌রা ছুটেছে তার পাকে
হাওয়া ক'রে দুটো পাখনাকে,—
ফলের মধুর মর্‌সুম যাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি' !

সিংহবাহিনী

মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা দেখে।
বিজুলি-ছটা! বহ্নিজটা সিংহ পরে পা রেখে!
নিখিল পাপ নিধন তরে
মৃণাল করে কৃপাণ ধরে,
ঈষৎ হাসে শঙ্কা হরে, চিনিতে ওরে পারে কে!

তরুণ-ভানু-অরুণ-ঘটা নয়ন-তট ভুষিছে!
দম্ভ-দুর দৈত্যাসুর ভাগ্য নিজ দুষিছে!
শান্ত-জন-শঙ্কা-হরা
অভয়-করা খড়্গ-ধরা
আবির্ভূতা সিংহ-রথে মাভৈঃ বাণী ঘোষিছে!

দমন হয় শমন নামে শমিত যম-যন্ত্রণা!
ইন্দ্র বায়ু চন্দ্র রবি চরণ করে বন্দনা!
ইঙ্গিতে যে সৃষ্টি করে,
গগনে তারা বৃষ্টি করে,
প্রলয়-মাঝে মন্ত্র রূপা! মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রণা!

শকতিহীনে শক্তিরূপা সিদ্ধিরূপা সাধনে!
ঋদ্ধিরূপা বিত্তহীন-হৃদয়-উন্মাদনে!
আদ্যা! আদি-রাত্রি-রূপা!
অমর-নর-ধাত্রী-রূপা!
অশেষরূপা! বিরাজো আজি সিংহবর-বাহনে!

মূর্ত্তি-মেখলা

বিশ্বদেবের দেউল ঘিরিয়া
মূর্ত্তি-মেখলা রাজে—
কত ভঙ্গীতে কত না লীলায়
কত রূপে কত সাজে,
দিকে দিকে আছে পাপ্‌ড়ি খুলিয়া
সোনার মৃণাল মাঝে!

বিশ্বরাজের শত ঝরোখায়
আলোর শতেক ধারা,
শতেক রঙের অভ্রে ও কাঁচে
রঙীন হয়েছে তারা,
গর্ভগৃহেতে শুভ্র আলোক
জ্বলিছে সূর্য্য-পারা।

বিশ্ববীজের বিপুল আকাশ
আকাশ-পাতাল জুড়ি'
অনাদি কালের অক্ষয়-বটে
কত ফুল কত কুঁড়ি,
ঊর্দ্ধে উঠেছে লাখ লাখ শাখা
নিম্নে নেমেছে ঝুরি।

বিশ্ববীণার শত তার তবু
একটি রাগিণী বাজে,
একটি প্রেরণা করিছে যোজনা
শত বিচিত্র কাজে,
বিশ্বরূপের মন্দির ঘিরি'
মূর্ত্তি-মেখলা রাজে।

প্রণাম

অতনু আকাশে যাঁর বিহার,
যাঁর প্রকাশ চিত্তে ভায়,
সবিতা বারতা বয় যাঁহার,
আজ প্রণাম তাঁর দু'পায়।

সাগরে সরিতে মূর্চ্ছনায়
হয় নিতুই যাঁর বোধন,—
প্রভাতে প্রদোষে রোজ জোগায়
অর্ঘ্য যাঁর পুষ্পবন ;—

দেহে দেহে যিনি প্রাণ প্রবল,—
প্রাণ-পুটের প্রেম অনুপ ;—
প্রেমে প্রেমে যিনি হন্ উজল,—
রূপ যাঁহার বাক্ অরূপ ;—

ভারতী আরতি-হেমপ্রদীপ,
যাঁর পূজায় নিত্য দিন,
মানসে যিনি আনন্দ-নীপ
বন্দি তাঁয় জাগ্ রে, দীন!

জাগিয়া, মাগিয়া লও আশিস্,
গাও নবীন ছন্দে গান,
নব সুরে ওরে! আজ বাঁধিস্
তোর তানেই বিশ্বপ্রাণ।

তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায়!
কচি কিসলয়ে কুঞ্জ ছায়—
সব তরুণ আজ ধরায়!

তরুণী আশারে সঙ্গী কর্
আজ আবার, মন রে মন!
চির নূতনেরি যেই নির্ঝর
ব্যক্ত আজ সেই গোপন।

প্রাণে প্রাণে শুধু যাঁর প্রকাশ,
যাঁর আভাষ মন্-পবন,
গানে গানে নিতি যাঁর বিলাস
বন্দি আজ তাঁর চরণ।

ভোরাই

ভোর হ'ল রে, ফর্সা হ'ল, দুল্‌ল উষার ফুল-দোলা!
আন্‌কো আলোয় যায় স্নাথা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা!
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে, অ-থই নিথর পাথার-জলে—
আল্‌পনা গ্যায় আল্‌তো বাতাস, ভোরাই সুরে মন্ ভোলা।

ধানের ক্ষেতের সব্‌জে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে!
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে।
আলোয় মাঠের কোল ভরেছে, অপরাজিতায় রং ধরেছে—
নীল-কাজলের কাজল-লতা আস্‌মানে চোখ্ ডুবিয়ে যে।

কল্পনা আজ চল্‌ছে উড়ে হাল্‌কা হাওয়ায় খেল্ খেলে' !
পাপ্‌ড়ি-ওজন পান্‌সি কাদের সেই হাওয়াতেই পাল পেলে !
মোতিয়া মেঘের চামর পিঁজে পায়রা ফেরে আলোয় ভিজে
পদ্মফুলের অঞ্জলি যে আকাশ-গাঙে যায় ঢেলে !

পূব্ গগনে থির নীলিমা ভুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে !
পশ্চিমে মেঘ মেলছে জটা—সিংহ কেশর ফুলিয়েছে !
হাঁস চলেছে আকাশ-পথে, হাস্‌ছে কারা পুষ্প-রথে,—
রামধনু-রং আঁচ্‌লা তাদের আলো-পাথার দুলিয়েছে !

শিশির-কণায় মাণিক ঘনায়, দূর্ব্বাদলে দীপ জ্বলে !
শীতল শিথিল শিউলী-বোঁটায় সুপ্ত শিশুর ঘুম টলে !
আলোর জোয়ার উঠ্‌ছে বেড়ে গন্ধ-ফুলের স্বপন কেড়ে,
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে রঙের ঝিলিক্ ঝল্‌মলে !

নীলের বিথার নীলার পাথার দরাজ এ যে দিল্-খোলা !
আজ কি উচিত ডঙ্কা দিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে ঝড় তোলা ?
ফির্‌ছে ফিঙে দুলিয়ে ফিতে, বোল ধরেছে বুল্‌বুলিতে !
গুঞ্জনে আর কূজন-গীতে হর্ষে ভুবন হর্‌বোলা !

রাজা-কারিগর

(গান)

রাজা কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
দুনিয়াঁর আদি মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে হাতুড়ি হাঁকাই,
করাতের দাঁতে শাল চিরি !
ঘাঁটা-পড়া কড়া লাখো হাতে তুমি
গড়িছ কত কি কৌশলে !
কামার-শালের গন্‌গনে রাঙা
আগুনে তোমার চোখ জ্বলে !
হাপরে তোমার নিশ্বাস পড়ে
খুব জানি মোরা খুব চিনি,
মাকু-ইঁদুরের গণেশ তুমি হে
ছুটোছুটি চৌপর দিনই !
সিদ্ধি তোমার হাতে-হাতিয়ারে,
সোনা করো তুমি থাক্ নিয়ে,
দুনিয়ার সমৃদ্ধি, তোমার
গলে আঙ্‌ুলের ফাঁক দিয়ে !

*　　　*　　　*

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা
দুনিয়ার সেরা মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে লোহা হ'ল নিম্ন
পদানত যত গজ্‌গিরি।

*　　　*　　　*

ইন্দ্রের তুমি বজ্র গড়েছ
দধীচির দৃঢ় হাড় কুঁদে,
গ্রহ তারা তুমি গড়েছ ফুঁ দিয়ে
ফুলিয়ে আগুন-বুদ্বুদে !
অগ্নির তুমি জন্ম দিয়েছ
কাঠে কাঠে ঠুকে চকমকি,
সূর্য্যের শান-যন্ত্রে চড়ায়ে
গড়িলে বিষ্ণুচক্র কি !
ছিন্ন-ভানুর জ্বালার মালায়
গড়িলে শিবের শূল তুমি,
যমের জাঙাল গড়িতে গড়িতে
রেখে দিলে কেন মুলতুবি !
তারার খিলান রয়েছে যে তার
আধখানা আস্‌মান জুড়ে,
কীর্ত্তি তোমার উজ্জ্বল জাগে
অনাদি অন্ধকার ফুঁড়ে !

*　　*　　*

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
স্বর্গলোকের মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে যত কারিগরে
ঘরে ঘরে নব স্থায় ছিরি !

*　　*　　*

পথ গড় তুমি, রথ গড় তুমি,
নখ-দর্পণে শিল্প-বেদ,
সকল কর্ম্মে সিদ্ধহস্ত
যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বমেধ।
অষ্টবসুর কুলের দুলাল
হুনর তোমার সাত বুড়ি,

হাজার হাতের হাতুড়ি তোমার
তুড়্-তুড়া-তুড়্ আয় তুড়ি !
তুরপুন্ হ'ল তানপুরা তব,—
নেহাইএ নেহাইএ দাও তেহাই,
উল্লাস-ভরে হুল্লোড় কভু,
গুন্-গুন্ গান শুন্‌তে পাই।
তোমার ভক্ত সেবক যে তার
বুকে পিঠে যেন ঢাল বাঁধা,
দর্‌কচা-মারা জোয়ান্ চেহারা
কোঁচ্‌কানো ভুরু, মন শাদা !

* * *

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিস্তিরি !
তোমার প্রসাদে শ্রমেও আমোদ,
ধমনীতে ছোটে পিচ্‌কিরি।

* * *

তোমার হুকুমে হাতিয়ার ধরি
আমরা বিশ্ব-বাংলাতে ;
থল্‌থলে মাটি, ঠন্‌ঠনে লোহা
অনায়াসে পারি সাম্‌লাতে।
মণি-কাঞ্চনে আমরা মিলাই,
মণি-মালঞ্চে হার গাঁথি,
বন-কাপাসীর হাসি কুড়াইয়া
টানা দিই তাঁতে দিন রাতি।
রুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই
বাটালির ঘায়ে বশ করি,
কর্ণিক, ছেনি, হাতুড়ি চালাই,
তুর্‌পুন্ মাকু বা'শ ধরি।

তোমার প্রসাদে শ্রমে অকাতর
মোরা দড় বিশ কর্ম্মেতে,
দীক্ষা নিয়েছি তোমারি হুকুমে
পরিশ্রমের ধর্ম্মেতে।

*　　　*　　　*

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা!
সকল কাজের মিস্তিরি!
তোমার হুকুমে হীরা কাটি মোরা;
অনায়াসে ইস্পাত চিরি।

*　　　*　　　*

তোমার প্রসাদে স্রোত বাঁধি মোরা,
পুল বেঁধে করি জয় জলে,
হাওয়া করি জয় গরুড়-যন্ত্রে
কীলিকা-প্রয়োগ-কৌশলে।
বিদ্যুতে বাঁধি তামার বেড়ীতে
দস্তার দিয়ে হাত কড়ি,
বে-ঢপ্ বে-গোছ বে-গোড় মাটিতে
প্রাসাদ দেউল দেব গড়ি,
অষ্টলম্বুর যজমান মোরা,
ত্বষ্টা ঋষির সন্ততি;
লস্কর মোরা সূর্য্যদেবের;
স্বাস্থ্য মোদের সঙ্গতি।
রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা!
বুনিয়াদি আদি-মিস্তিরি!
তোমার আশিসে হাতিয়ার হাতে
হাসি-মুখে ত্রিভুবন ফিরি।

সাঁঝাই

সাঁঝে আজ কিসের আলো,
ভুলালো মন ভুলালো।
ফাগুয়ার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায়।

আলোতে ডুবিয়ে আঁখি
পুলকে ডুব্‌তে থাকি।
হুবহু সোনার ফাঁকি
ঝুরুঝুর্‌ হাওয়ার খেলায়।

মরি, কার পরশ-মণি
গগনে ফলায় সোনা।
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি—
অজানার আনাগোনায়।

সোনালি জর্দ্দা চেলি
দিয়ে কে শূন্যে মেলি'
নিথরের পর্দ্দা ঠেলি'
উদাসে আঁচল হেলায়।

ধ'রে রূপ জর্দ্দা আলোর
ঝরে কার রূপের আতর।
নয়নের কার্বা যে মোর
ছাপিয়ে ঢেউ খেলে যায়।

নলিনীর ক্লান্ত ঠোঁটে
অবেলায় হাসি ফোটে।
গহনে স্বপন-কোটে
সেফালি চোখ মেলে চায়

অলকার রত্নাগারে
ঢুকেছি হঠাৎ যেন।
ডুবে যাই চমৎকারে!
সায়রে শিশির হেন;

আঙ্‌লে হিঙ্‌ল নিয়ে
ফেরে কে মেঘ রাঙিয়ে।
গোপনের কিনার দিয়ে
পারিজাত-ফুল ফেলে যায়।

বলি, ও স্বর্গনদী!
বিলালে স্বর্ণ যদি,
তবে কি এই অবধি?
এসো আর একটু নেমে;

থেক না আধেক পথে,
এস গো এই মরতে,
অতসীর এই জগতে
প্রতিমার কপোল ঘেমে।

মরতের কুঞ্জগেহে
ঝ'রে যে যায় গো চাঁপা,
তারা রয় তোমার দেহে,
সে বরণ রয় কি ছাপা?

ধরণী সাজ্‌ল ক'নে
যে আলোর স্বচন্দনে
সে আলোর আলোক-লতা
থেকনা শূন্যে থেমে।

ফুলেরা তোমায় সাধে,
সুবাসের শোলোক বাঁধে,
নিরালায় উশীর কাঁদে,
থেকনা বধির হ'য়ে,

এসগো অরূপ হ'তে
মুরতির এই মরতে,
স্থাথা দাও আলোর রথে,—
ডাকে প্রাণ অধীর হ'য়ে।

থেকনা আব্‌ছায়াতে
কিরণের হিরণ-মায়া ?
প্রদোষের পদ্মপাতে
থেকনা লুকিয়ে কায়া,

তোমারি মূক আরতির
কাঁপে দীপ প্রজাপতির,
দ্যুলোকের মৌন দু'তীর
উঠেছে মদির হ'য়ে।

যুক্তবেণী

হিল্লোলে হেথা দোলে লাবণ্য পান্নার !
বিভূতির বিভা ছায় সারা গায় হোথা কার !
কার রূপে পায় রূপ নিশীথের নিদালি !
কার বুকে ভস্মে ও চন্দনে মিতালি !
ললিত-গমনা কে গো তরঙ্গভঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খর রবি মূরছায় কার শ্যাম অঙ্গে !
তোড়ে পাড় তোলপাড় কার গতি-রঙ্গে !
নীল মাণিকের মালা শোভে কার বেণীতে !
কে সেজেছে ফেনময় ধুতূরার শ্রেণীতে !
মাধব-বধূটী কে গো হর-অরধঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

কালীয় নাগের কালো নির্ম্মোক পরে কে !
হর-জটা ভুজগেরে ভুজওটে ধরে কে !
আঁখি হায় কে ভুলায় তরলিত তন্দ্রা !
সাগরের বোল বলে কে ও ভাল-চন্দ্রা !
শরীরিণী স্বপ্ন এ, সরণি ও সংজ্ঞা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছায়া-ঘন দেহে কার স্নেহ আর শান্তি !
কে চলেছে ধুয়ে ধুয়ে ধরণীর ক্লান্তি !
এ যে আঁখি ঢুলাবার—ভুলাবার মূর্ত্তি !
ও যে চির-উতরোল কল্লোল-স্ফূর্ত্তি !
সুখে এ যে মোহ পায় ও বাজায় ডঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বাহুপাশে বাঁধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণা !
কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা !
কালোচুলে পিঙ্গলে একি বেণীবন্ধ !
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব !
সখী-সুখে মুখে মুখে দুহুঁ নিঃসঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খুলে যায় মুহু আজ অন্তর-দৃষ্টি !
অবচন একি শ্লোক ! অপরূপ সৃষ্টি !
সাম্যের একি সাম ! পূত হ'ল চিত্ত !
নিত্যের ইঙ্গিত—এ মিলন-তীর্থ !
টুটে ভেদ-নিষেধের শিলাময় জঙ্ঘা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বিধি-কৃত সংহিতা ! হের হ্যাখ নেত্র
আর্য্য অনার্য্যের সঙ্গম-ক্ষেত্র !
গলাগলি কোলাকুলি আলো আর আঁধারে !
ঢেউএ ঢেউ গেঁথে গেঁথে চলে মেতে পাথারে !
আঙুলে আঙুল বাঁধা ভেদ-বাধা-লঙ্ঘা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

দেহ প্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব !
অমা চুমে পূর্ণিমা ! অপরূপ দৃশ্য !
চুয়া মিলে চন্দনে ! বর্ণ ও গন্ধ !
চির চুপে চাপে বুকে শতরূপা-ছন্দ !
অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

অপরূপ ! অপরূপ ! আনন্দ-মল্লী !
অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী !
দ্রবময় দর্পণে হরিহর-মূরতি !
অপরূপ ! দ্রব-ধূপ দ্রব-দীপে আরতি !
মন হরে ! জয় করে সঙ্কোচ শঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছন্দ-হিন্দোল

মেঘ্‌লা থম্‌থম্‌, সূর্য্য ইন্দু
ডুব্‌ল বাদ্‌লায়, দুল্‌ল সিন্ধু !
হেম্‌-কদম্বে তৃণ-স্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু !

মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘ-সমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন !
দগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।

গ্রীষ্ম নিঃশেষ! জাগ্‌ছে আশ্বাস!
লাগ্‌ছে গায়—কার গৈবী নিঃশ্বাস!
চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন
ঝর্‌ছে, বিশ্বের ভাস্‌ছে দিশ্‌পাশ!

ভাস্‌ছে বিল খাল্ ভাস্‌ছে বিল্‌কুল্!
ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌টায় হাস্‌ছে জুঁইফুল!
ধান্য শীষ্ তার কর্‌ছে বিস্তার—
তলিয়ে বন্যায় জাগ্‌ছে জুল্‌জুল্!

বাজ্‌ছে শূন্যে-অভ্র-কম্বু;
কাঁপ্‌ছে অম্বর কাঁপ্‌ছে অম্বু;
লক্ষ ঝর্ণায় উঠ্‌ছে ঝঙ্কার
"ওম্ স্বয়ম্ভু!" "ওম্ স্বয়ম্ভু!"

ঝর্‌ছে ঝর্ঝর্, ঝর্‌ছে ঝম্‌ঝম্,
বজ্র গর্জ্জায়, ঝঞ্ঝা গম্‌গম্,
লিখ্‌ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিন লোক "বম্ ববম্ বম্"!

'বম্ ববম্ বম্' শব্দ গম্ভীর!
বৃন্তে ছম্‌ছম্ স্তব্ধ জম্বীর!
মেঘ্-মৃদঙ্গে প্রাণ সারঙ্গে
স্বপ্ন-মল্লার, স্বপ্ন হাম্বীর!

সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ কল্লোল!
ঝিল্লী-গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল!
মূর্চ্ছে বীণ্ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার—
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ-হিন্দোল!

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

মৈত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান্! মরতে মহিমায়;
'হজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়।

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়,
হে বোধিসত্ত্ব হে! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায়॥

মনন-ময় তব শরীর চির নব
বিরাজে বাণীরূপে অমর দ্যুতিমান্;
তবুও দেহ ধরি' এস হে অবতরি'
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান।

জগত ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড়-করে
এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস শ্রেয়! এস হে মৈত্রেয়!
ক্রূরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী! বিমল তব হাসি
ঘুচাক্ গ্লানি তাপ কলুষ সমুদায়;
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল,
চিত যে বিচলিত,—চরণে রাখ তায়;

নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'
মরমী হোক্ লোক তোমারি করুণায় ;
ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল !
জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায় ॥

চাঁদের করে গড়া করভ সুকুমার,
ভুবন-মরুভূমে মূরতি চারুতার ;
বিরাজো চারু হাতে অমিত জোছনাতে
জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার !

তোমারি অনুরাগে অযুত তারা জাগে,
তৃষিত আঁখি মাগে দরশ আর-বার,
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
তোমারি পায়ে ধায় আকুতি বসুধার ॥

মুনির শিরোমণি ! হৃদয়-ধনে ধনী !
চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি ভায়,
বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায় ?

মমতাময় ছবি ! তোমারে কোলে লভি'
ভূষিত হ'ল ধরা স্বরগ-সুষমায়,
করুণা-সিন্ধু হে ! ভুবন-ইন্দু হে !
ভিখারী জগজয়ী ! প্রণতি তব পায় ॥

নমস্কার

নমস্কার ! করি নমস্কার !
কবিতা-কমল-কুঞ্জ-উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত হ'ল স্ফূর্ত্তি-পারাবার,
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !

স্ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে ;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান ;
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
দুর্ল্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী যার খনি সুষমার,
চিত্তপ্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার-নিশি,
আবেদনে-আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত-নিষেক-শূন্য নৈযুজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী-অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
'জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা!"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত-পারা—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আশে শান্তিবারি-ধার—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

দেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশদিক্,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত-চমৎকার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার,
নিশীথে মশাল জ্বেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
দ্বন্দ্ব ভুলি' 'হূণ' 'গল্' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার! তারে নমস্কার!

নয়নে শান্তির কান্তি, হাস্য যার স্বর্গের মন্দার,
পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য-সহচর,
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর,
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্ত্তি স্বদেশ-আত্মার"—
বারম্বার তারে নমস্কার!

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তিনিবেদন,
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার—
নমস্কার! নমস্কার! বারম্বার তারে নমস্কার!

গান্ধিজী

দিনে দ্বীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালী ! কি লিখিস্ হিজিবিজি ?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী !' 'গান্ধিজী !'
বাতায়নে ছ্যাখ্ কিসের কিরণ ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে !
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে !
জগন্নাথের রথের সারথি কে রে ও নিশান-ধারী,
পথ চায় কার কাতারে কাতার উৎসুক নরনারী !
কৃষাণের বেশে কেও কৃশ-তনু—কৃশানু পুণ্যছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি !
কৌঁসুলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি,'
কার মৃদুবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী !
ক্রোর টাকা কার ভিক্ষা-ঝুলিতে, অপরূপ অবদান,
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান !
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে ডাকায় ঝিঁঝিঁ
কেরে ও খর্ব্ব সর্ব্বপূজ্য ?—'গান্ধিজী !' 'গান্ধিজী !'

*　　*　　*

মহাজীবনের ছন্দে যে-জন ভরিল কুলিরও হিয়া,
ধনী-নির্ধনে এক ক'রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া ;
আচরণ যার কোটি কবিতার নির্ঝর মনোরম,
কর্ম্মে যে মহাকাব্য মূর্ত্ত, চরিতে যে অনুপম ;
দেশ-ভাই যার গরীব বলিয়া সকল বিলাস ছাড়ি'
'গড়া' যে পরে গো, ফেরে খালি পায়ে, শোয় কম্বল পাড়ি' ;
তপস্যা যার দেশাত্মবোধ ছোটরও ছোটর সাথে,
দিন-মজুরের খোরাকে যে খুসী তিন আনা পয়সাতে ;

স্বেচ্ছায় নিয়ে দৈন্য যে, কাছে টানিল গরীব লোকে,
ভালো যে বাসিল লক্ষ কবির ঘন অনুভূতি-যোগে,
অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,
আসন যাহার বুদ্ধের কোলে, টলষ্টয়ের পাশে,
দীনতম জনে যে শিখায় গূঢ় আত্মার মর্য্যাদা,
চিত্তের বলে লঙ্ঘিয়া চলে পাহাড়-প্রমাণ বাধা,
বীর-বৈষ্ণব—বিষ্ণু-তেজেতে উজল যে-জন ভিজি'
ওই সেই লোক ভারত-পুলক, ওই সেই গান্ধিজী !

*　　　　*　　　　*

কাফ্রির ভিটা আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া-নগরীতে,
বারে বারে ক্লেশ সহিল যে ধীর স্বদেশবাসীর প্রীতে,
উপনিবেশের অপহুজুরের না মানি' জিজিয়া-কর,
মুদি-মাকালিরে আত্মার বলে শিখাল যে নির্ভর,
বারণ যাদের ওঠা ফুট্‌পাথে তাদেরি স্বজাতি হ'য়ে
ফুট্‌পাথে হাঁটা পণ যে করিল গোরার চাবুক স'য়ে,
মার খেয়ে পথে মূর্চ্ছা গিয়েছে, পণ যে ছাড়েনি তবু,
বারে বারে যারে জরিমানা ক'রে হার মেনে গোরা প্রভু
রদ্ ক'রে বদ্ আইন চরমে রেহাই পেয়েছে তবে !
ধীরতায় বীর সেরা পৃথিবীর, নাই জোড়া নাই ভবে !
প্লেগের প্লাবনে কুলি-পল্লীতে নিল যে সেবা-ব্রত,
বুয়ার-লড়াইয়ে জুলুর যুদ্ধে জখমী বহিল কত,
কৌন্সুলি-কুলি-মুদি-মহাজনে পল্টন গ'ড়ে নিয়ে
উপনিবেশীর কথা-বিশ্বাসে খাটিল যে প্রাণ দিয়ে,
কাজের বেলায় ইংরেজ যারে মেনেছিল কাজী ব'লে,
কাজ ফুরাইলে পাজী হ'ল হায় বর্ণ-বাধার গোলে !

কথা রাখিল না যবে হীন-মনা কথায় কাপ্তেনেরা,
কায়েম রাখিল বকেয়া যুগের জিজিয়া—ক্ষোভের ডেরা,
তখন যে-জন কুলির ধাতুতে বৈষ্ণবী সেনা সৃজি'
ধৈর্য্য-বীর্য্যে মোহিল জগৎ, এই সেই গান্ধিজী !

*　　　*　　　*

সাগরের পারে স্বদেশের মান রাখিল যে প্রাণপণে,
গোরা-চাষা-দেশে নিগ্রহ সহি' নিগ্রো-কুলের সনে,
বিদেশে স্বদেশী বটের চারায় রোপিয়া যে নিজ-হাতে
বিশ্বাস-বারি সেচনে বাঁচাল বাওবাব-আওতাতে,
ভারত-প্রজারে চোরের মতন থানায় থানায় গিয়ে
নাম লেখাইতে হবে শুনে, হায়, আঙ্‌ুলের টিপ্ দিয়ে,
যে বিধি অবিধি তারে নির্ম্মূল করিবারে বিধি ঠেলে
দেশ-আত্মায় অপমান হ'তে বাঁচাতে যে গেল জেলে,
গেল চ'লে জেলে জ্বালাইয়া রেখে পুণ্য-জ্যোতির জ্বালা
ভয়-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মালা !
ধায় দেশী কুলি দেশী কুঠিয়াল না শোনে কাহারো মানা,
দেখিতে দেখিতে উঠিল ভরিয়া যত ছিল জেলখানা,
মর্দ্দে-মেয়েতে চলিল কয়েদে দলে দলে অগণন,
স্বেচ্ছায় ধনী হ'ল দেউলিয়া, তবু ছাড়িল না পণ !
ক্ষুধিত শিশুরে বক্ষে চাপিয়া দেশ-প্রেমী কুলি-মেয়ে
ইঙ্গিতে যার কষ্টের কারা বরণ করেছে ধেয়ে,
দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সাঁতারে দুঃখ-নদী,
বুকে আঁকড়িয়া সদ্য-লব্ধ মর্য্যাদা-সম্বোধি !
তামিল-যুবক মরিয়া অমর যে পরশ-মণি ছুঁয়ে,
চিরপদানত মাথা তোলে যার মন্ত্র-গর্ভ ফুঁয়ে,
পুলকে পোলক্ মিতালি করিল যার চারিত্র্য-গুণে,
ভারতে বিলাতে আগুন জ্বলিল যার সে দীপক শুনে,

"বাঁধিল যাহারে প্রীতি-বন্ধনে বিদেশীরও রাখী-সূতা—
ভেট যারে দিল প্রেমী অ্যান্ড্রুজ় অযাচিত বন্ধুতা,
আপনার জন বলি' যারে জানে ট্রান্সভাল হ'তে ফিজি,
জীর্ণ খাঁচার গরুড় মহান্—এই সেই গান্ধিজী !

*　　　　*　　　　*

এশিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ করিল যেবা,
কুলিতে জাগায়ে মহামানবত্তা নর-নারায়ণ-সেবা,—
ধৈর্য্যে ও প্রেমে শিখাল যে সবে কায়-মনে হ'তে খাঁটি,
সত্য পালিতে খেল যে সরল পাঠান-চেলার লাঠি,
বিশ্বধাতার বহে যে পতাকা উজল জিনিয়া হেম,
"সত্য" যাহার এক-পিঠে লেখা আর-পিঠে "জীবে প্রেম,"
সত্যাগ্রহে দহিয়া সহিয়া হয়েছে যে খাঁটি সোনা,
দেশের সেবার সাথে চলে যার সত্যের আরাধনা,
অযুত কাজের মাঝারে যে পারে বসিতে মৌন ধরি'
শবরমতীর বরণীয় তীরে ধ্যানের আসন করি,'
অর্জ্জন যার ব্রহ্মচর্য্য তপের বৃদ্ধি কাজে
উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধার-মাঝে,
মেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোষে, অশুচি না মানে কিছু,
চাকরের সেবা না লয় কিছুতে, নরে সে যে করা নীচু,
ক্ষুদ্রে মহতে যে দেখেছে মরি আত্মার চির-জ্যোতি ;
দাস হ'তে, দাস রাখিতে যে মানে চিত্তের অধোগতি,
প্রেমময় কোষে বসে যে দেশের, শক্তি-বীজের বীজী,
অন্তরে বৈকুণ্ঠ যাহার,—এই সেই গান্ধিজী !

*　　　　*　　　　*

দর্পীতাপন ভারত-পাবন এই সে বেনের ছেলে,
শুচি মহিমায় দ্বিজকুলে ম্লান করিল যে অবহেলে,—

কুণ্ঠা-রহিত বৈকুণ্ঠের জ্যোতি জাগে যার মনে,
সাজা নিতে নয় কুণ্ঠিত কর্ত্তব্যের আবাহনে,
নীলকর আর চা-কর-চক্রে কুলির কান্না শুনি'
ফেরে কামরূপে চম্পারণ্যে অশ্রু-মুকুতা চুনি,'
কায়রা-আকালে শাসনের কলে শেখালে যে মর্ম্মিতা,
নিজে ঝুঁকি নিয়া খাজনা রুখিয়া রায়তের চির মিতা ;
রাজা-গিরি নয় কেবলি হুকুম কেবলি ডিক্রিজারি,
হাল গোরু ক্রোক আকালেরও কালে করিতে মালগুজারি,
এ যে অনাচার এর ঠাঁই আর নাই নাই ভুভারতে,
রাজায় প্রজায় একথা প্রথম বুঝাল যে বিধিমতে,
সাতশত গাঁয়ে বাজায়ে অমোঘ সত্যাগ্রহ-ভেরী,
প্রজার নালিশ বোঝাতে রাজারে হ'ল নাকো যার দেরী,
অভয়-ব্রতের ব্রতী যে, সকল শঙ্কা যে-জন হবে,
বিশ্বপ্রেমের পঞ্চপ্রদীপে কুলির আরতি করে ;
আদর্শ যার সুধন্বা আর প্রহ্লাদ মহীয়ান্,
পিতারও হুকুমে করে নাই যারা আত্মার অপমান,
পূজনীয়া যার বৈষ্ণবী মীরা চিতোরের বীণাপাণি,—
রাজারও হুকুমে সত্যের পূজা ছাড়েনি যে রাজরাণী ;
জপমালে যার সারা দুনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল্,
গ্রীসের শহীদ্ সক্রেটিস্ আর ইহুদীর দানিয়েল্,
যার আলাপনে বন্দী মনের বন্ধন হয় ক্ষয়,
তার আগমনী গাও কবি আজ, গাও গান্ধির জয়।

* * *

এসিয়ার হক্, হারুণের স্মৃতি, ইস্লাম্-সম্মান,—
মর্ম্ম-বীণার তিন তারে যার পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,
দরাজ বুকেতে সারা এসিয়ার ব্যথার স্পন্দ বহি,
সব হিন্দর হ'য়ে যে, খোলসা খেলাফতে দিল সহি.

চিত্ত-বলের চিত্র দেখায়ে পেল যে পূর্ণ সাড়া,
সত্যাগ্রহ-ছন্দে বাঁধিল ঝড়েরে ছন্দ-ছাড়া,
প্রীতির রাখী যে বেঁধে দিল ছই হিন্দু-মুসলমানে,
পঞ্চনদের জালিয়াঁর জ্বালা সদা জাগে যার প্রাণে,
ভারত-জনের প্রাণ-হরণের হরিবারে অধিকার
নৈযুজ্যের হ'ল সেনাপতি যে রথী ছর্নিবার,
বিধাতার দেওয়া ধর্ম্ম্য রোষের তলোয়ার যার হাতে
সোনা হ'য়ে গেছে সত্যাগ্রহ-রসায়ন-সম্পাতে ;
ঘোষি' স্বাতন্ত্র্য শাসন-যন্ত্র আম্‌লা তন্ত্র সহ
অভয়-মন্ত্র দিয়ে দেশে দেশে ফিরিছে যে অহরহ ;
মহাবাণী যার শকতি-আধার, অনুদার কভু নহে,
লুকানো ছাপানো কিছু নাই যার, হাটের মাঝে যে কহে–
"স্বরাজপ্রয়াসী জাগো দেশবাসী, স্বরাজ স্থাপিতে হবে,
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কায়েম করিব তপে।
যা' কিছু স্ববশে সেই তো স্বরাজ, সেই তো সুখের খনি,
আপনার কাজ আপনি যে করে,—পেয়েছে স্বরাজ গণি ;
স্বপাকে স্বরাজ, স্বরাজ—স্বকরে নিজের বসন বোনা,
স্বরাজ—স্বদেশী শিল্প পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা,
স্বরাজ—আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ—স্ব-রীতে চলা,
স্বরাজ—যা' কিছু অশুভ তাহারে নিজের ছ'পায়ে দলা ;
স্বরাজ—স্বয়ং ভুল ক'রে তারে শোধ্‌রানো নিজ হাতে,
স্বরাজ—প্রাণীর প্রাণে অধিকার বিধাতার ছনিয়াতে।
সেই অধিকারে ন্যায় যারা হাত প্রেষ্টিজ্‌-অজুহাতে,—
স্বরাজ—সে নৈযুজ্য তেমন আম্‌লা-তন্ত্র সাথে।
হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা স্বরাজ, স্বপ্রকাশের পথে,
স্বরাজ—সে নিজ বিচার নিজেরি স্বদেশী পঞ্চায়তে,
চারিত্র্য-বলে আনে যে দখলে এই স্বরাজের মালা,
কর-গত তার সারা ছনিয়ার সব দৌলৎশালা,

হাতেরি নাগালে আছে এর চাবী, আয়াস যে করে ল'ভে,
অক্ষম ভেবে আপনারে ভুল কোরো না।" কহে যে সবে;
আত্ম-অবিশ্বাসের যে অরি, মূর্ত্ত যে প্রত্যয়,
পরাজয় আজো জানেনি যে, সেই গান্ধির গাহ জয়।

* * * *

হেস না হেস না হ্রস্বদৃষ্টি, হেস না বিজ্ঞ হাসি,
মূর্ত্ত তপেরে শেখ বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসের বিষ-নিশ্বাসে হয় যে প্রাণের ক্ষয়,
বিশ্বাসে হয় বিশ্ববিজয়, বিদ্রূপে কভু নয়।
ব্যঙ্গমা! তোর ব্যঙ্গ এবং বঙ্গ বাথান রাথ্,
গুঞ্জনে শোন্ ভরি' ভরি' ওঠে ভারতের মৌচাক,
ভীমরুলও হ'ল মৌমাছি আজ যার পুণ্যের বলে
তার কথা কিছু জানিস্ তো বল্, মন দোলে কুতূহলে,
জানিস্ তো বল্ মোহনদাসেরে মহাব্রহ্মন গণি'
কি ফিকির আঁটে সুরা-রাক্ষসী পুতনা বোতল্-স্তনী,
বোতল কাড়িয়া মাতালের, গেল কোন তেলি কারাগারে,
কোন্ লাট ঢাকে অশোকের লাট মদের ইস্তাহারে!
জানিস্ তো বল্ কি যে হ'ল ফল আব্কারী-যুদ্ধের,
মঘ-জাতকের অভিনয় সুরু হ'ল কি মগধে ফের!
ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস্‌নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল কবে কি বলেছে তাহারি উতোর যুঝে,
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন-জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।
পারিস্ যদি তো শুচি হ'যে নে বে স্নান ক'রে ওই জলে,
চিনে নে চিনে নে মহান্-আত্মা মহাত্মা কারে বলে।
এতখানি বড় আত্মা কখনো দেখেছিস্ কোন দিন?
দেশ যার আত্মীয় প্রিয়—তবু বিশ্বাসহীন?

দূরবীন ক'সে বিজ্ঞেরা ঘোষে, "সূর্য্যের বুকে পিঠে
আছে মসী-লেখা !" আলোর তাহে কি হয় কৃমি এক ছিটে?
সেই মসী নিয়ে হাস্যে তপন বিশ্ব ভরিছে নিতি,
রশ্মির ঋণ বাড়ায়ে শশীর, ফুলে ফুলে দিয়ে প্রীতি।
কুটিরে কুটিরে মহাজীবনের জ্বেলেছে যে হোম্‌শিখা,
দিন-মজুরের জনে জনে সঁপি' মর্য্যাদা-শুচি টীকা,
পৌঁছে দেছে যে পৌরুষ নব চাষাদের ঘরে ঘরে,
যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে,
যার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে রে তিরিশ কোটির মন,
দেশের খতেনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন,
আত্মবিলোপী কর্ম্মী-সঙ্ঘ যার বাণী শিরে ধরি'
নীরবে করিছে ব্রতের পালন দুঃসহ দুখ বরি' ;
ছাত্রের ত্যাগে স্বার্থের ত্যাগে পুলকিয়া বহে হাওয়া,
রাজ-ভৃত্যের বৃত্তির ত্যাগে রাজপথ হ'ল ছাওয়া,
যারে মাঝে পেয়ে কাজিয়া থামায়ে হিন্দু ও মোস্‌লেম,
'আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভুঞ্জে পরম প্রেম,
মহম্মদের ধর্ম্ম্য-শৌর্য্য যাহার জীবন-মাঝে
বুদ্ধদেবের মৈত্রীতে মিলি' স্ফুরিছে নবীন সাজে ;
সারাটা জীবন খৃষ্টদেবের ক্রুশ যে বহিছে কাঁধে,
বিক্ষত-পদে কণ্টক-পথে 'সত্য'-ব্রত যে সাধে ;
যার কল্যাণে কুড়েমি পালায় প্রণমিয়া চরকারে,
ভরে ভারতের পল্লী-নগরী কবীরের 'কাল্‌চারে' ;
যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্‌মহলের খিল,
পূরা হ'য়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল্‌,
তার আগমনী গা রে ও খেয়ালী! গৌড়বঙ্গময়
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয়।

শ্রদ্ধা-হোম

(কবিগুরু-প্রশস্তি। গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দ)

জয় কবি ! জয় জগৎপ্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয় !
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয় ! জয় ! জয় !

প্রাণ্-প্রণবের দ্রষ্টা-নব !
গান সে অসপত্ন তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব ! জয় ! জয় !

যুবন্ প্রাণের গাও আরতি,—
যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী ! জয় ! জয় !

বাক্ তব বিশ্বস্তবা সে,—
নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-রাসে,—
চিত্তে দোলায় উল্লাসে ! জয় ! জয় !

পাবনী-বাগ্দেবীর কবি !
পাবীরবীর গায়ন রবি !
পুণ্য পাবকচ্ছবি ! জয় ! জয় !

জয় কবি ! জয় হৃদয়-জেতা !
দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা !
চিদ্-রসায়ন প্রচেতা ! জয় ! জয় !

শ্রদ্ধা-হোমের লও আহুতি,—
মানস-হবি এই আকুতি ;
কবি ! সবিতা-দ্যুতি ! জয় ! জয় !

প্রাণের কাঙাল, মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ ! জয় ! জয় !

তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজল চোখের জলে
অস্ফুট বোলে দেশ বলে—'জয়! জয়!'
তোমায় সুব্রহ্মণ্যা বাণী
তারায় ফুলের মাল্যখানি
কণ্ঠে কবি স্থান্ আনি! জয়! জয়!

আখেরী

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দেয়ে বছর-শেষের শেষ দিনেতে,
মজ্জাগত গোলাম-সমন্ধ শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে।
কেউ কারো দাস নয় তুনিয়ায়, এই কথা আজ বল্‌ব জোরে;
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে ত্যাখে তুচ্ছ ক'রে।
দলিল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় কর্‌তে খাটো,
হাম্‌বড়াইএর সংহিতা কোড্‌ বেবাক কাটো, বেবাক কাটো।
সবাই সমান এই জগতে—কেউ ছোটো নয় কারোই চেয়ে,
কার কাছে তুই নোয়াস্ মাথা, ত্রস্ত চোখে কম্পদেহে?
সবাই সমান আঁতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা,
সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, বড়াই-ধুয়া মিছাই ধরা।
মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের, মিথ্যা গরব রঙ বা ঢঙের,
ভেদের তিলক-তক্‌মাতে লোক সংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের।
মরদ ব'লেই গরব যাদের, চায় নারীদের দল্‌তে পায়ে,
তৈমুরও যার স্তন্যে মানুষ মরদ সে কি? আয় সুধায়ে।

চেঙ্গিজও যার পীযূষ-কাঙাল পুরুষ সে কি? জিজ্ঞাসা কর্;
মাংসপেশীর পেষণ-বলে হয়না মহৎ হয়না ডাগর।

* * * *

কংস জরাসন্ধ রাবণ সেকেন্দার ও মিহিরকুলে
দেখে নে তুই কল্পনাতে প্রসব-ঘরে শ্মশান-ধূলে।
মিছের ঝুলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জম্‌ছে কালি,
পুড়িয়ে দে তুই সেই লূতাজাল দুই হাতে দুই মশাল জ্বালি'।
পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ নরক, পুণ্য পাতক ছাই ক'রে দে,
লোভের চিঠা ভয়ের রোকা জ্বালিয়ে দে একসঙ্গে বেঁধে;
মেকীর উকীল মেকলে আর ভারত-মন্থা মনুর পুঁথি
স্বার্থ-ক্লিন্ন যে শ্লোক ঘৃণ্য বহ্নিকুণ্ডে দে আহুতি।
আর্য্যামি আর ভিঙ্গোপনায় ছাই দিয়ে দে, কিসের দেরী,
ছাই হ'য়ে যাক্ মর্দ্দ-গরব, আজ আখেরী—আজ আখেরী।
প্রণাম দাবী কর্‌ছে কারা মুনি-ঋষির দোহাই পেড়ে?
স্পষ্ট বলি পৈতাগুলায় ও-লোভ দিতে হচ্ছে ছেড়ে।
থাউকো দরে আদর ক'রে অমানুষের দল বেড়েছে,
থাক-বাঁধা জাত মিছার আবাদ, বিচার-বুদ্ধি দেশ ছেড়েছে।
হাজার হাজার বছর পরে দেশছাড়া ফের ফির্‌ছে দেশে,
ভয় ভেগেছে ঊষার আগেই, দেশ জেগেছে স্বপ্ন-শেষে!
দেশ জেগেছে অবিচারের বন্যাতে বাঁধ দেবার আশে,
পাইকারী প্রেম থাউকো ভক্তি উড়িয়ে দেব অট্টহাসে।
প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,
দধীচ মুনি মহৎ ব'লে অর্ঘ্য ভবানন্দ খাবে?
ঘুষ খেয়ে যে ডুবিয়ে দিলে সোনার বাঙ্‌লা অন্ধকারে,
বামুন ব'লেই পূজ্‌ব কি সেই ঘরের কুমীর মজুন্দারে?
বামুন ব'লেই করব ভক্তি চাঁদ-কেদারের পুরোহিতে,—
অন্নদাতার কন্যাকে যে মুসলমানে পার্‌লে দিতে?

বামুন ব'লেই কর্‌ব খাতির শুনঃশেপের ঘৃণ্য পিতায়—
হাড়কাটে যে নিজের ছেলে বাঁধ্‌তে রাজী, ধন যদি পায়!
ঘুষের রাস্তা বন্ধ দেখে রাজায় ডেকে যজ্ঞশালে
পুত্র বলির যুক্তি যে চায় পূজ্‌ব কি সেই খণ্ডহালে?
বামুন ব'লেই পূজ্‌বে হিন্দু ভৃগুকুলের মত্ত হাতী?
কৃষ্ণপ্রেমিক পূজ্‌বে তাদের কৃষ্ণে যারা ছাখায় লাথি?
ভিক্ষু শ্রমণ চাইতে কিছু দক্ষিণা কম মিল্‌ল ব'লে
হর্ষেরে খুন কর্‌তে যে যায়, অলোভ তাদের কই কি ছলে?
গুজ্‌রাটেতে আব্‌রু নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে পরস্পরে
স্বদেশ যে জন পরকে দিলে পূজ্‌ব কি সেই বিপ্রবরে?
রাজপুতনার গড় ঘিরে যে, মুসলমানের অভিযানে,
বাঁধ্‌তে গরু যুক্তি দিলে পূজ্‌ব কি সেই বুদ্ধিমানে?
"দুর্গপথে তুল্‌সী ছড়াও, মাড়াতে তাধ নার্‌বে মোগল"
এমন যুক্তি যাদের তারাই ভক্তিভাজন? হায়রে পাগল!
হিন্দুচূড়া নন্দকুমার—যে পরালে তাঁরেও ফাঁসি
গলায় দ'ড়ে রাম-ফাঁস্‌ড়ে তারেও দেব অর্ঘ্যরাশি?
তুচ্ছুতে যার শান্‌লোনাকো, আন্‌তে হ'ল গিলোটীনে
মন্ত্র হ'তে বঙ্গভূমে, সেও বেঁধেছে বিপ্র-ঋণে?
পুলিশ টাউট্‌ নেশায় আউট্‌ গঙ্গাজলী-সাক্ষ্য দড়
বিট বিদূষক ভেড়ুয়া পাচক বামুন ব'লেই মান্‌ব বড়?
কালিদাসের কাব্য অমর, তাঁর গুণে দেশ আছেই কেনা,
তাই ব'লে পাঁউরুটিওলার পায়ের ধূলো কেউ নেবে না।

* * * *

জাতের খাতায় সাফ সুকৃতি দেখিয়ে শুধুই মত্ত হবে?
দুষ্কৃতি যে দেউলে' ক'রে খায় তলিয়ে অগৌরবে;—
তারো হিসাব চাইছে জগৎ, দাখিল করো নাইক দেরী,
প্রণাম দাবী ছাড়্‌তে হবে নাইক দেরী, আজ আখেরী।

শ্রদ্ধা-ভাজন সত্যি যে জন তারেই মানুষ শ্রদ্ধা দেবে,
রাহাজানি করলে ভক্তি বিশ্বমানব হিসাব নেবে।
পাইকারীতে তরায় না আর জাতের টিকিট মাথায় এঁটে,
সে যুগ গেছে, সে দিন গেছে, সে কুয়াসা যাচ্ছে কেটে।
সেক্সপীয়ারের স্বজাত ব'লে পুছ্‌বে না কেউ কিপ্‌লিঙেরে,
চৌচাপটে ভক্তি করার রোগটা ক্রমে আস্‌ছে সেরে।
বার্ক্‌-সেরিডান মহৎ ব'লে ইম্পে-ক্লাইব পূজ্‌বে কেবা ?
হেয়ার-বেথুন স্মরণ ক'রে হোঁৎকা গোরার চরণ-সেবা ?
কর্জ্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড্‌ ক্যানিঙের প্রাপ্য কভু,—
লঙ্‌ সাহেবের মর্য্যাদা কি লুটবে জিঙ্গো পাদ্‌রী প্রভু ?
হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়বে ওলাই-চণ্ডী কি হায় ?
বেসান্ট্‌ সে নৈবেদ্য নেবে অর্পিত যা' নিবেদিতায় ?
রং দেখিয়েই ভড়কে দেবে ? তেমন শিশু নাই দুনিয়া,
ভিক্টোরিয়ার প্রাপ্য নেবে ডায়ার প্রেমী হিষ্টিরিয়া ?
মন্দ ভালো গুলিয়ে দেবে এমন কি মাহাত্ম্য ত্বকে ?
ফর্সা ব'লেই করব খাতির চর্ম্ম-গূঢ় মহত্বকে ?
দোকানী যে রেজ্‌কী কুড়ায়, নাক তুলে রাজ-কায়দা করে,
তারেও কি রাজভক্তি দেব ? রাখ্‌ব কী ধন রাজার তরে ?
অভদ্র যে রেলগাড়ীতে, অভব্য যে খেলার মাঠে,
তারেও নাকি করব খাতির অকথ্য যে রাস্তাঘাটে ?
নিশীথে যার হরিণ শিকার, ফকির শিকার দিন দুপুরে,
যার পরশে কুলির প্লীহা বিন্দ্‌রকের মতন স্ফুরে,
রাস্তাতে যে বুকে হাঁটায়, নিরস্ত্রে যে খাওয়ায় খাবি,
ঘোমটা খুলে ছায় যে থুতু, রাজপূজা সেই করবে দাবী ?
সাহেব ব'লেই করব সেলাম ? মন্দ ভালো বাছ্‌ব নাকো ?
অন্যায়ে যে করবে কায়েম বল্‌ব তারে সুখে থাকো ?

খুনীরে যে দেয় খোলসা আইন গ'ড়ে রাতারাতি,
প্রশস্তি তার পড়্‌বি কি হায়, প্রকাশ ক'রে দন্তপাঁতি ?
গোরা ব'লেই গৌরবে কি দিতে হবে শ্রীবুট মুড়ে ?
বামুন ব'লেই নাহক প্রণাম কর্‌তে হবে হস্ত জুড়ে ?
মরদ ব'লেই মর্দ্দানি কি সইবে নীরব মাতৃজাতি ?
আত্মলাভের প্রসাদ-পবন জাগ্‌ছে রে ছাখ্‌ নাইক রাতি।
সঙ্কুচিত চিত্ত জাগে—দেখিস্‌ কি আর চিতার ঢেবি,
হিসাব নিকাশ কর্‌তে হবে, আজ আখেরী, আজ আখেরী।

* * * *

বুঝ্‌-সমঝের বইছে হাওয়া, গোলাম-সমঝ্‌ যাচ্ছে টুটে,
সাবালকীর কর্‌ছে দাবী সব দুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে।
মুরুব্বিদের কর্‌ছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চাবি,
মানুষ ব'লেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি কর্‌ছে দাবী।
তাবৎ জীবে শিব যে আছেন রুদ্র তিনি অবজ্ঞাতে,
নিখিল লয়ে রন্‌ নারায়ণ পুণ্য পাঞ্চজন্য হাতে।
তাঁর সাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ-জাতি-নির্ব্বিশেষে।
বিশ্বে নিকাশ-আখেরী আজ নূতন যুগে যুগের শেষে।
চিনি ব'লে চুণ যে খাওয়ায় চল্‌বে না তার সওদাগরী,
নিখুঁত হিসাব তৈরী করো—রেখোনা ভুল খাতায় ভরি'।
খাদ ক'ষে দাম চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে এবার দেশে,
মদের গেলাস আছ্‌ড়ে ভাঙো, মুরুব্বিদের ওড়াও হেসে।
মন খুলে বল্‌ মনের কথা, জমতে বুকে দিস্‌ না ঘৃণা,
মন্দকে বল্‌ মন্দ সোজা, পালিস্‌ বিনা—রসান্‌ বিনা।
দাম-নিরূপণ পাল্‌টিয়ে কর—রদ্দি যে তায় ফেল্‌রে ছুঁড়ে,
মধুফলে মিল্‌লে পোকা ঠাঁই হবে তার আঁস্তাকুড়ে।
সত্য কথা বল্‌ খোলসা—করিস্‌নে ভয় নিন্দা গালি,
মিথ্যাবাদী নাম যারা ছায় তাদের মুখে দে চুনকালি।

পাওনা দেনা ঠিক দিয়ে নে—দিল্-গোলামীর নিকাশ ক'রে,
মানুষ আবার মানুষ হবে বিশ্বে বিশ্বনাথের বরে।
রুজু দিয়ে পাতায় পাতায় খরচ জমা তৈরী রাখো—
জাব্দা-জুজুর ভয় কোরো না, ঠিক্ দিয়ে ঠিক্ তৈরী থাকো।
নতুন খাতার বেদাগ পাতায় স্বস্তিকে কে সিঁদূর দেবে,—
তৈরী থাকো; অরুণ উষায় নতুন জীবন আসবে নেবে।

বিদ্যুৎ-বিলাস

(শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের অনুসরণে)

সিন্ধুর রোল
মেঘে ভিড়্‌ল আজ,
গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ বিলোল—
রক্ত চোখ!

ঝঞ্ঝার দোল
সারা সৃষ্টিময়,—
জাগে প্রলয় ;
তাণ্ডব্ বিভোল্—
ছায় দ্যুলোক।

বৃষ্টির স্রোত
করে বিশ্ব লোপ ;
নিয়েছে খোপ—
নিশ্চুপ কপোত
নিশ্চপল ;
পর্জ্জন্যের
চলে শূন্যে রথ,—
ধ্বনি মহৎ,
নির্জ্জন নীপের
কুঞ্জতল।

সূর্য্যের নাম
হল শব্দ-শেষ,
প্রতি নিমেষ—
তন্দ্রার ত্রিযাম
অন্ধকার !
মেঘ্-মল্লার
শত ঝিল্লি গায়,
যূথি-লতায়
চুম্বন বিথার
অপ্সরায় !

দেব-ঝর্ণার
জলে জল্‌সা আজ
ধরণী-মাঝ,
কিন্নর বীণার
উঠ্‌ছে তান ;
অঞ্জন্‌-মেঘ
চলে ঐরাবৎ
জুড়ি' জগৎ,
ঝঞ্ঝার আবেগ
ছায় পরাণ !

ইন্দ্রের ধন
হের পৃথ্বীছায়—
সোনা বিছায়,
বর্ষার স্বজন
দিক্‌ ছাপায় !
অঙ্কুর তার
ত্যজে গর্ভবাস
ফেলে নিশাস—
ভুঁই-ভাগ আবার
ভুঁইচাঁপায় ।

ঝাপ্‌সার রূপ
শুধু্‌ পষ্ট আজ
ভুলাল কাজ
মৌনের অরূপ
মূর্চ্ছনায় ;

শষ্পের গান
ভ'রে তুল্‌ছে মন
সারাটি ক্ষণ
বাষ্পের বিতান
রস ঘনায়।

বিদ্যুৎ-ঠোঁট
হানে ধূম্র-চূড়
ঝড়-গরুড়,
পাখ্‌সাট আচোট
বন লোটায়;
গর্জ্জন, গান,
মেশে হর্ষ, খেদ,—
পাশরি ভেদ;
বজ্রের বিধান
ফুল

বজ্রের বীজ
ফেরে রাত্রি দিন
করে নবীন,
মৃত্যুর কিরীচ্
প্রাণ বিলায়!
বিস্ময়, ভয়,
মেশে হর্ষে, আজ,
রাজাধিরাজ
রুদ্রের সদয়
দান-লীলায়

অনুবাদ

মাঙ্গলিক

এ গৃহে শান্তি করুক্ বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক্ সকলে, ঘৃণা যাক্ দূরে চ'লে ;
পুত্রে পিতায়, মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক্ আরো সুমধুর ;
ভা'য়ে ভা'য়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক্ আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কর্ম্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।

অথর্ব্ব-বেদ

শিশু-কন্দর্পের শাস্তি

প্রেমের ক্ষুদ্র দেবতাটি হায় দেখিলেন একদিন,
রাঙা গোলাপের বুকেতে একটি ভ্রমর রয়েছে লীন !
জন্তুটি কি যে ভাবিয়া না পান্,
অঙ্গুলি তা'র পাথায় চাপান
সে অমনি ফিরে অঙ্গুলি চিরে রাখিল হুলের চিন্ !
অমনি আঙুল উঠিল জ্বলিয়া,
নয়নের জল পড়িল গলিয়া,
কাঁদিয়া কাঁপিয়া চলিল ছুটিয়া শঙ্কায় বিমলিন ;

জননী তাহার ছিলেন যেথায়
লুটায়ে সেথায় পড়িল ব্যথায়,
"আই—আই—মাগো মরেছি, মরেছি" কাঁদিয়া কহিল দীন,
"ওগো মা মরেছি, মরেছি, মরেছি,
ওগো মা সাপের বিষেতে জ্বরেছি,
পাথ্‌না-গজানো সর্প-শিশুর গরলে হইনু ক্ষীণ্‌!"
জননী হাসিয়া কহেন "বালক!
মধুপের হুল যদি ভয়ানক,
তবে যারে তারে ব্যথা কেন দাও বাণ হানি' নিশি দিন?"

আনাক্রেয়ন্‌

যৌবন-মুগ্ধা

যখন আমি ঘোম্‌টা তুলি নয়ন 'পরে,
পাণ্ডুর হয় গোলাপগুলি ঈর্ষ্যা ভরে;
বিদ্ধ তাদের বক্ষ হ'তে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্রন্দনেরি ছলে মধুর গন্ধ ক্ষরে!
কিম্বা, যদি সুগন্ধি কেশ আচম্বিতে
এলায়ে দিই মন্দ বায়ে আনন্দেতে,
চামেলি ফুল নালিশ করে ক্ষুণ্ণ মনে,
গন্ধটি তা'র লুকায় চুলের সুগন্ধিতে!
যখন আমি দাঁড়াই একা মোহন সাজে,
এম্‌নি শোভা হয় যে, তখন অম্‌নি বাজে,
শতেক শ্যামা পাখীর কণ্ঠে কলস্বনে
বন্দনা গান, স্পন্দন তুলি' কুঞ্জমাঝে!

জেবুন্নিসা

পথের পথিক

পথের পথিক !   তুমি জানিলে না কি আকুল চোখে আমি চাই ;
তোমারেই বুঝি খুঁজেছি স্বপনে, এতদিন তাহা বুঝি নাই !
কবে এক সাথে কাটায়েছি কোথা নিশ্চয় মোরা ছুটিতে,
মুখ দেখে আজ মনে প'ড়ে গেল পথের মাঝারে ছুটিতে !
সাথে খেয়ে শুয়ে মানুষ যেন গো, পুরানো যেন এ পরিচয়,
ও তনু কেবল তোমারি নহেক এ তনু শুধুই আমারি নয় !
চোখের মুখের সব অঙ্গের মাধুরী আবার আমারে দিয়ে,
আমার বাহুর বুকের পরশ চকিতের মত যাও গো নিয়ে।
কথা ত কহিতে পারিব না আমি মূরতি তোমার ভাবিব একা,
পথ'পরে আঁখি রাখিব আমার ফিরে যত দিন না পাই দেখা।
আশায় রহিব আবার মিলিব তা'তে সন্দেহ আমার নাই,
দৃষ্টি রাখিব নিশিদিন যেন আর তোমা' ধনে না হারাই।

[illegible]

বালিকার অনুরাগ

(তার)   রূপ দেখে হায় ঘরের কোণে মন কি রাখা যায় ?
(সে যে)   পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার প্রতীক্ষায় !
(সে যে)   মিথ্যা এসে ফিরে গেল তাই ভাবি গো হায়।

পথের আনাগোনার মাঝে কতই মানুষ যায়,
(আমি)   কখ্‌খনো ত' চক্ষে অমন রূপ দেখিনি, হায় ;
(তারে)   দেখ্‌তে পেয়েও আজ কেন হায় যাইনি জানালায়।

১৪

ওড়্নাখানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাখার 'পর,
তোমরা সবাই জেনে থাক, আস্‌বে আমার বর!
(আমি) বরের ঘোড়ায় চড়ে যাব কর্ত্তে বরের ঘর।

ওড়্নাখানি উড়্‌ছে আমার বসন্ত হাওয়ায়,
ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ গো ওই দূরে শোনা যায়,
(আমি) পরের ঘরে কর্ব্ব আপন, আমায় দাও বিদায়।

চীনদেশের 'শী-কিং' গ্রন্থ

গোপিকার গান

ছি ছি, কি লাজ, রাখাল! রাখাল!
লজ্জা সরম নাই;
চুমা দিয়ে পা'লয়ে যাবে
দুইছি যখন গাই।
গোলাপ কত ফুট্‌ছে আবার,
বকুল হেসে লুটছে আবার,
তুমি এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই!

রাখাল এসে পিছন থেকে
চুমা দিয়েই পালাল ভাই,
ধর্‌ব তা'রে কেমন ক'রে
দুইতে দুইতে গাই;
পায়রা কত উড়্‌ছে আবার,
কোকিলে গান জুড়্‌ছে আবার,
রাখাল এসে চুমা দিলে দুইছি যখন গাই।

এস ফিরে রাখাল! রাখাল!
চুমা দিয়ে যাওনা ভাই,
এড়ানো কি যায় কথনো
ছুইতে ছুইতে গাই;
পাপিয়া গানে মগন আবার,
আজকে যে গো মিলন সবার,
পিছন হ'তে চুমা দে যাও, ছুইতে ছুইতে গাই!

টেনিসন

প্রেমের ইন্দ্রজাল

নীবীবন্ধন আপনি খসিছে, স্ফুরিছে ওষ্ঠাধর,
মনে মায়াবীজ বপন ক'রেছে;—সখী, সেকি যাদুকর?
যখনি আমার মদন-গোপালে নয়নে দেখেছি, হায়,
তখনি পড়েছি ইন্দ্রজালেতে,—সখী লো ঠেকেছি দায়!
শুকপাখী এসে চলে গেছে, হায়, মোরে করি' উদ্‌ভ্রান্ত,
এ যদি কুহক নহে তবে আর কুহক কি তাই জান্‌ ত'।
কাল নিশি হ'তে ঘুম আসি' চোখে কেবল পাগল করে;
স্বপনে সে আসে, জাগিলে লুকায়, মর্ম্ম বিদরে ওরে!
সখীরে সে শুধু চুম্বন দিতে চেয়েছিল এ অধরে,
তোদের দেখিয়া মদন-গোপাল চ'লে গেছে রোষভরে;
খেলা ছলে এসে ভালবাসা সে যে ঢেলে দিয়ে গেছে প্রাণে,
হায় সখি, মোর মদন-গোপাল না জানি কি গুণ জানে!

তামিল কবিতা

জোবেদীর প্রতি হুমায়ুন

গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য্য তোমার,
জ্যোতি তব উষার কিরণে ;
পাপিয়ার কলস্বনে তোমারি মাধুরী,
মরালের শুভ্রতা বরণে !
জাগরণে স্বপ্ন সম সঙ্গে তুমি মোর,
চন্দ্র সম নিশীথে তন্দ্রায় ;
আর্দ্র কর, স্নিগ্ধ কর, মৃগনাভি সম,
মুগ্ধ কর রাগিণীর প্রায় ।
তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায় ;
বল তুমি "রহি অবগুণ্ঠনের মাঝে,
এ রূপ দেখাতে নারি হায় !"
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান—
অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন ?
আমার আনন্দ হ'তে সৌন্দর্য্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ ?
একি গো সমর-লীলা তোমায় আমায় ?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার ;
মরমের (ও) মর্ম্ম যাহা তাই তুমি মোর,
জীবনের জীবন আমার !

সরোজিনী নাইডু

মিলন-সঙ্কেত

তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
কাঁচা মিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি ;
মৃদু নিশ্বাসে যবে সমীর চলে,
রশ্মি-উজল তারা আঁধারে জ্বলে,
তোমারি স্বপন-সুখে জাগিয়া উঠি,
তোমারি জানালা-তলে এসেছি ছুটি ;
চরণ কে যেন মোর আনে গো টানি'
কে জানে কেমনে ?—আমি জানি নে রাণী !
নিথর নিবিড় কালো নদীর' পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মূরছি' পড়ে,—
মিলায় চাঁপার বাস—নিবিয়া আসে,
ভাবের ভুবন যেন স্বপন-দেশে,
পাপিয়ার অনুযোগ ফুটিতে নারি'
মরমে মরিয়া হায় গেল গো তা'রি.
আমিও মরিয়া যাব অমনি ক'রে,
আদরিণি ! ও তোমার হৃদয় 'পরে !
এ তৃণ-শয়ন হ'তে তোলো আমারে,
মরি গো, মূরছি, ডুবে যাই আঁধারে !
পাণ্ডু অধরে আর নয়ন-পাতে,
বৃষ্টি কর গো প্রেম চুমার সাথে !
কপোল হ'য়েছে হিম, হায় গো প্রিয়া,
দ্রুত তালে দুরু দুরু কাঁপিছে হিয়া ;
ধর গো চাপিয়া বুকে, এস গো ছুটি'
তোমারি বুকের 'পরে যাক্ সে টুটি' ।

শেলি

প্রিয়া যবে পাশে

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—
কেবা সুল্‌তান্ ? তখন আমার গোলাম সে পদতলে।
ব'লে দাও বাতি না জ্বালায়, আজি আমোদের নাহি সীমা,
আজ প্রেয়সীর মুখ-চন্দ্রের আনন্দ পূর্ণিমা !
আমাদের দলে সরাব যা' চলে তাহে কারো নাহি রোষ,
তবে ফুলময়ী ! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে দোষ।
আমাদের এই প্রেমিক-সমাজে আতর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশের সুরভিতে মোরা মগন সর্ব্বদাই।
শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কান ভরি,'
আঁখি ভরি' দেখি সুরার পেয়ালা—তব রূপ সুন্দরী !
শর্করা মিঠা আমারে ব'ল' না, প্রিয়া ! আমি তাহা জানি,
তবু সব চেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধরখানি।
অখ্যাতি হ'বে ? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে মোর নাম,
নাম যাবে ? যাক্, নামই আমার সব লজ্জার ধাম ;
মত্ত, মাতাল, ব্যসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীর,
একা আমি নই, আমারি মতন অনেকেই নগরীর।
মোল্লার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়োনা অনুযোগ,
তাঁর আছে, হায়, আমারি মতন সুরা-মত্ততা রোগ।
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেকনা হাফেজ ! ছেড়না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব কাল !

হাফেজ

সাগরে প্রেম

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে,
বল, এখন কোথায় যাব আর ?
থাক্‌বে হেথা ?—যেতে কোথাও হ'বে ?
পাল তুলে দিই ?—ধরি তবে দাঁড় ?
নানান্‌ দিকে বহে নানান্‌ বায়,
ফাগুন চিরদিনই ফাগুন হায়,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা তায়,
এখন বল, কোথায় যা'ব আর ?

চুমার চাপে যে সুখ গেছে মরি,—
অস্ত সুখের শেষ নিশাসে ভরি,—
প্রসাদ পবন মোদের হ'বে সে ;
ফুলে বোঝাই হ'বে নৌকাখান,
পন্থা মোদের জানেন ভগবান,
আর জানে সেই কুসুম-ধনু যে !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়,
এখন বল, যা'ব আর কোথায় ?

মাঝি মোদের প্রণয়-গাথা যত,
ধ্বজে দু'টি কপোত প্রণয়-ব্রত,
সোনার পাটা, সোনার হ'বে ছই,
রাশারাশি রসিক জনের হাসি,
নয়ন কোণে র'বে রসদ রাশি,
রসদ র'বে অধর প্রান্তে সই !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায় !
এখন বল, যা'ব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নামাব, বল্, তোরে,—
বিদেশী সব যেথায় নিতি ঘোরে ?
কিম্বা মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে ?—
যে দেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে ?
কিম্বা যেথায় তুষার বুকে সাজে ?
কিম্বা জলের ফেণার সাথে ফাটে ?
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হায় !
এখন বল,—যা'ব আর কোথায় ?

কয় সে ধীরে "নামিও মোরে সেথা,
প্রেমের পাখী একটি মাত্র যেথা ;—
একটি শর, একটি মাত্র হিয়া !"
তেমন পুরী যেথায় আছে, হায়,
নরের তরী যায় না গো সেথায় :
নারী সেথায় নাম্‌তে নারে, প্রিয়া !

তেয়োফিল গতিয়ে

———

নিষ্ঠুরা সুন্দরী

কি ব্যথা তোমার ওহে সৈনিক
কেন ভ্রম একা ম্রিয়মান ?
শুকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী
গাহে না গান।
সৈনিক কিবা ব্যথিছে তোমায় ?
কেন বা শ্রীহীন ? কেন ম্লান ?
শাখা-মূষিকের পূর্ণ কোটর,
মরাইয়ে ধান।

কমলের মত ধবল ললাটে
কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম ?
কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে,—
নাহি বিরাম।
"মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,—
সুন্দরী সে যে পরী-কুমারী,—
দীঘল চিকুর, লঘুগতি, আঁখি
উদাস তারি।
"গাঁথি' মালা দিনু শিরে পরাইয়া,
কাঁকন, মেথলা কুসুমে গড়ি ;
চাহ' মোর পানে আবেগে যেন সে
উঠে গুমরি'।
"চপল ঘোড়ায় লইনু তুলিয়া,
অনিমিখ সারা দিনমান ;
পাশে হেলি' সে যে গাহিল কেবলি
পরীর গান !
"আনি' দিল মোরে কত ফলমূল,
দিল বনমধু, সুধারাশি গো ;
কহিল কি এক অপরূপ ভাষে,—
'ভালবাসি গো !'
"অপ্সর-বনে লয়ে গেল মোরে,
নিশ্বাসি কত কাঁদিল হায় ;
মুদিনু তাহার ত্রস্ত নয়ন
চারি চুমায়।
"সেই খানে মোরে দিল সে নিদালি,
স্বপন দেখিনু কত হায় ;
চরম স্বপন—তা'ও দেখেছি এ
গিরির গায়।

"মরণ-পাংশু কত রথী, বীর,
কত রাজা মোরে ঘিরিয়া ঘোরে,
কহে তারা 'হায় নিঠুরা রূপসী
মজা'ল তোরে।'
"দেখিনু তাদের ক্ষুধিত অধর,
লেখা যেন তাহে 'সাবধান'
জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া
গিরি শয়ান।
"সেই সে কারণে হেথা আমি আজ,
তাই ভ্রমি একা ম্রিয়মান;
যদিও শেহালা মরে হ্রদে, পাখী
না গাহে গান।"

কীট্‌স্

প্রাচীন প্রেম

যখন তুমি প্রাচীন হ'বে সন্ধ্যাকালে তবে,
উনন্ পাড়ে বসে বসে কাট্‌বে সুতা যবে,
আমার রচা গানগুলি হায় গুন্‌গুনিয়ে গা'বে,
বল্‌বে তুমি 'জানিস্ কিলো
আহা যখন বয়েস্ ছিল
লিখ্‌ত গানে আমার কথা কবি সে তার ভাবে!'
শোনে যদি দাসীরা সব আমার রচা গান,—
কাজ সেরে শেষ ঘুমায় যখন,—গানে তোমার নাম

শুনে যদি ওঠেই জেগে,
বল্‌বে তা'রা ক্ষণেক থেকে,
'ধন্য তুমি উদ্দেশে যা'র কবি রচে গান !'
মাটির তলে মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি র'ব,
গাছের ছায়ে নিশির কায়ে, ছায়া যখন হ'ব,
তোমার গর্ব্ব, আমার প্রীতি,
মনে তোমার পড়্‌বে নিতি,
দিয়ো তখন—দিয়ো মোরে—দিয়ো প্রণয় তব ;—
তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি—ধূলি হ'ব।

র'ন্সার্দ্

জীবন স্বপ্ন

ললাটের 'পরে ধর চুম্বন খানি,
শুনে যাও মম বিদায়-বেলার বাণী ;
আজনম মোর স্বপনে হ'য়েছে ভোর,—
ব'লেছে যাহারা বলেনি মিথ্যা ঘোর।
আশা-পাখীগুলি উড়ে যদি গিয়ে থাকে,—
দিনে কি নিশির নির্জ্জনতার ফাঁকে,—
কি করিব ? হায়, পালানো তাদের ধারা,
জাগো কি ঘুমাও পালায়ে যাবেই তা'রা ;
সজাগ কিবা সে খেয়ালে রয়েছি ব'লে,
উড়িয়া পালাতে কখনো কি তা'রা ভোলে ?
যা' করি, যা' ভাবি, যা'ই দেখি মোরা চোখে
সবই নব নব স্বপন স্বপ্ন-লোকে !

সিন্ধুর কূলে গর্জ্জন গান শুনি,
করতলে ল'য়ে সোনার বালুকা গণি,
কত সে অল্প—তবু সব গেল ঝরি',
নীল পারাবার নিল গো তাদের হরি' !
এখন একেলা হৃদয়ে তাদের স্মরি'
কেঁদে মরি আমি,—আমি শুধু কেঁদে মরি।
হায়, বিধি, মোর কিছু কি শকতি নাই ?—
দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে যে ধন পাই ?
এ জীবনে কভু বাঁচাতে কি পারিব না ?—
সিন্ধুর গ্রাস হইতে একটি কণা ?
যা' করি, যা' দেখি, সকলি কি তবে খেলা !
স্বপ্ন-সাগরে স্বপন-ঢেউয়ের মেলা !

এড্‌গার অ্যালেন্‌ পো

দিবা-স্বপ্ন

সরু গলির মোড়ে, যখন, দিনের আলোক ঝরে,
ময়না দাঁড়ে গাহে, এমন গাইছে বছর ধ'রে ;
সুসান্‌ যেতে পথে, হঠাৎ শুন্‌তে পেলে গান,
শব্দ-সাড়া নাইক ভোরে শুধুই পাখীর তান।
মন ডুবিল গানে, একি, কি হ'ল ওর আজ,—
দেখ্‌ছে যেন, আগে পাহাড় গাছের পরে গাছ ;
উজল হিমের ঢেউ চলেছে গলিটির মাঝ দিয়ে,
ঘেঁসাঘেঁসি বস্তি মাঝে চল্‌লো নদী বেয়ে!

সবুজ গোঠের ছবি, তাহার পাহাড় দু'টি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কল্‌সী নিয়ে ভ'রে ;
একটি ছোট ঘর, সে যেন বাবুই পাখীর বোনা,
তার চোখে সে ঘরের সেরা, নাইক তার তুলনা ;
স্বর্গের সুখ পরাণে তা'র ; মিলিয়ে আসে ধীরে,—
ঘোর কুয়াসা, ছায়া, নদী, পাহাড় যত তীরে ;
বইবে না রে নদী, পাহাড় তুল্‌বে না আর শির ;
স্বপন টুটে, নয়ন ফুটে, মুছে নয়ন-নীর।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ

মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ু-বেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দী-শালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে !
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোর রূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র,—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তা'রা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালী ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।

সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।

বিবেকানন্দ

চিঠি

"প্রণাম শত কোটি,
ঠাকুর!   যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,
সকলি ভাল তার ;—
কেবল—কাঁদে, আর,
দাঁত তো দাও নাই তাকে!
পারে না খেতে, তাই,
আমার ছোট ভাই ;
পাঠিয়ে দিয়ো দাঁত, বাপু!
জানাতে এ কথাটি
লিখিতে হ'ল চিঠি।
ইতি।   শ্রী বড় খোকা বাবু।"

রেক্সফোর্ড

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্ন ; গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি'
নিক্ষেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী পরে ;
মৌন বিশ্ব ; দহে বায়ু তুষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি' ;
জড়ায়ে অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মূরছিয়া পড়ে।

ধূ ধূ করে সারাদেশ ; প্রান্তরে ছায়ার নাহিলেশ ;
লুপ্তধারা গ্রাম নদী ; বৎস গাভী পানীয় না পায় ;
সুদূর কানন-ভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি ; অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায় ।

গোধূমে সর্ষপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে সুবর্ণ-সাগর,
সুপ্তিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা ;
নির্ভয়ে করিছে পান তপণের অবিশ্রান্ত কর,
মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযূষের ধারা ।

দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত, সন্তাপিত মর্ম্মতল হতে,
মর্ম্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্যের শীষে শীষে ;
মন্থর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে ।

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি
লোল গল-কম্বলেরে রহি' রহি' করিছে লেহন';
আলসে আয়ত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি',
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন ।

মানব ! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে মধ্যাহ্ন সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র দুঃখে কিবা সুখে পরিপূর !
পলাও ! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য্য শোষে তৃষামত্ত হয়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে সুখে সেই হবে চুর ।

কিন্তু যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জ্জিতে,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিস্মৃতির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে তুল্য জ্ঞান,—ক্ষমায় শাস্তিতে,
আস্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষণ্ন আহ্লাদ,—

এস ! সূর্য্য ডাকে তোমা, শুনাবে সে কাহিনী নূতন
তেজে নিঃশেষে তোমারে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মর্ম্ম তব সিক্ত করি' সপ্তবার নির্ব্বাণ-সাগরে।

লেকঁৎ-দে-লিল্

শিশিরের গান

কাঁদন আজি হায়,
ধ্বনিছে বেহালায়
শিশিরের ;—
উদাস করি' প্রাণ,
যেন গো অবসান
নাহি এর !
রুধিয়া নিশ্বাস
ফিরিছে হা হুতাশ
অবিরল,
অতীত দিন স্মরি'
পড়িছে ঝরি' ঝরি'
আঁখিজল।

• সমীর মোরে, হায়,
টানিয়া নিতে চায়
করি' জোর,
উড়ায় হেথা হোথা,
যেন গো ঝরা পাতা
তনু মোর!

পল্ ভার্লেন্

স্রোতে

কালিকার আলো ধরিয়া রাখিতে নারি;
আজিকার মেঘ কেমনে বা অপসারি?
আজিকে আবার শরৎ আসিছে মেঘের চতুর্দ্দোলে,
শত হংসের পক্ষ-তাড়নে উড়ো-কাঁদনের রোলে!
পাত্র ভরিয়া প্রাসাদ-চূড়ায় চল,
প্রাচীন দিনের কবিদের কথা বল;—
শ্লোকে শ্লোকে সেই পরম গরিমা, চরম সুষমা গানে,
ছত্রে ছত্রে অনলের সাথে জ্যোৎস্না পরাণে আনে।
পাখীর আকুলি আমিও জেনেছি কিছু,
পিঞ্জরে তবু আছি করি' মাথা নীচু
কল্প-লোকের তারায় তারায় ফিরিতে তবুও হারি,
পায়ের ধূলার মত ধরণীরে ঝেড়ে ফেলে দিতে নারি।
স্রোতের সলিলে মিছে হানি তরবারি,
মিছে এ মদিরা শোক সে ভুলিতে নারি!
নিয়তির সাথে দ্বন্দ্ব বাধায়ে মিথ্যা জয়ের আশা,
তুলে দিয়ে পাল, হাল ছেড়ে শুধু স্রোতে ও বাতাসে ভাসা!

লি-পো

সন্ধ্যার সুর

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত-সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হাহুতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মূর্চ্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্ত্তন !

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন;
সান্দ্র-ফেনিল মূর্চ্ছা-শিথিল নৃত্য আবর্ত্তন !
সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন,
অগাধ আঁধার নির্ব্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস ;
সুন্দর-ম্লান বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হ'য়েছে অদর্শন !

অগাধ আঁধার নির্ব্বাণ মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য্য হ'য়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল শ্বাস।

বদলেয়ার

———

সঙ্কেত গীতিকা

ভোর হ'য়ে গেছে, এখনো দুয়ার বন্ধ তোর !
সুন্দরী ! তুমি কত ঘুম যাও ? স্বজনী !
গোলাপ জেগেছে, এখনো তোমার নয়নে ঘোর ?
টুটিল না ঘুম ? দেখ চেয়ে,—নাই রজনী।

প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল!
গাহে কে! আর
কাঁদে কেবল!
নিখিল ভুবন করে করাঘাত দুয়ারে তোর
পাখী ডেকে বলে 'আমি সঙ্গীত-সুষমা';
উষা বলে 'আমি দিনের আলোক; কনক-ডোর',
হিয়া মোর বলে 'আমি প্রেম, অয়ি সুরমা!'
প্রিয়া! কোথায়?
শোনো, চপল!
বঁধুয়া গায়,—
নয়নে জল।
ভালবাসি নারী! পূজা করি, দেবী! মূরতি তোর,
বিধি তোরে দিয়ে পূর্ণ ক'রেছে আমারে;
প্রেম দেছে শুধু তোরি তরে বিধি হৃদয়ে মোর,
নয়ন দিয়েছে দেখিতে কেবল তোমারে!
প্রিয়া আমার,
শোনো চপল!
গাহিতে গান
কাঁদি কেবল!

ভিক্তর হুগো

'প্রেম'

গানটি ফুরাইলে যদি না মনে লয়
এমন শুনি নাই জীবনে,
সে জন গেলে চলে যদি না মনে হয়
মানুষ নাই আর ভুবনে,
'রূপসী' বলিয়া সে সোহাগ না করিলে
যদি না মানো দীন আপনায়
যদি না জানো মনে "জীবনে মরণেও"
ব'ল' না 'প্রেম' তবে কভু তায়।

বসিয়া জনতায় তারি সে প্রেমমুখ
ধেয়ানে যদি দিন না কাটে,—
গগন ব্যবধান,— তবুও মনো প্রাণ
না সঁপি' যদি বুক না ফাটে,
তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস
স্বপন ভরে দিন নাহি যায়,—
ভাঙিলে সে স্বপন মরিতে নার যদি
ব'ল' না 'প্রেম' তবে কভু তায়।

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং

———

বাসন্তী স্বপ্ন

আমার আঁধার ঘরে,
রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস
ফাল্গুনী লীলাভরে।
আমারে ঘিরিয়া ঘুরে ফিরে শেষে
চুপে চুপে বলে "ওরে !
উড়্ উড়্ মন উড়াব আজিকে,—
সাথে নিয়ে যাব তোরে।"

সাগরে চলিল ধারা,
জ্যোৎস্না-জড়িত শতেক যোজন
মিলায় স্বপন পারা।
মন-রাখা ওগো মনের রাখাল !
এনু কি তোমারি দেশে ?
চান্দা নদীর কিনারে কিনারে
ফাগুনী হাওয়ায় ভেসে ?

ক্ষণিক স্বপ্নাবেশ
আঁখির পলক পড়িতে টুটিল
হ'য়ে গেল নিঃশেষ !
ব্যথিত নয়ন লুকানু যেমন
বিতথ শয্যা-মাঝে,
পরাণ আমার হ'ল উপনীত
অমনি তোমার কাছে।

কোথায় চম্পাপুর!
কোথা আমি, হায়, তুমি বা কোথায়,—
শতেক যোজন দূর!
মাঝে ব্যবধান গিরি, নদী, গ্রাম,
পথে বাধা শত শত,
সুপ্ত মু'খানি ছুঁয়ে এনু তবু,—
চকিতে হাওয়ার মত!

৺সেন-৺সান

পতিতার প্রতি

চঞ্চল হ'য়ে উঠিস্‌নে তুই, ওরে,
কেন সঙ্কোচ? কবি আমি একজন,
সূর্য্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,—
আমিও তোমায় করিব না বর্জ্জন।

নদী যতদিন উছলিবে তোরে হেরে,—
বন-পল্লব উঠিবে মর্ম্মরিয়া,—
ততদিন মোর বাণীও ধ্বনিবে যে রে
তোর লাগি,—মোর উছলি' উঠিবে হিয়া।

দেখা হ'বে ফের, কথা দিয়ে গেনু নারী,
যতন করিস্‌ যোগ্য আমার হ'তে,
ধৈর্য্য ধরিস্‌,—শক্ত সে নয় ভারি,
আসিব আবার ফিরে আমি এই পথে।

কবি আমি শুধু কল্প-ভুবন-চারী,
ব্যভিচারী নই, তবু করি অভিসার ;
ভাল হ'য়ে থেক, মনে রেখ মোরে, নারী !
আজিকার মত বিদায়, নমস্কার !

হুইট্‌ম্যান

ত্রিশ্লোকী

অসীম ব্যোমেরে সূর্য্য কি কথা বলে ?
সাগর কি কথা বলে গো হাওয়ার কানে ?
কোন কথা চাঁদ বলে চুপে রাত্রিরে ?
কোন্ জন তাহা জানে ?

ভ্রমর কি ভাবে হেরিয়া কুসুমদলে ?
কি ভাবে গো পাখী নিরখি' নীড়ের পানে ?
রৌদ্র কি ভাবে মেঘ দলে চিত্রি' রে—
কোন্ জন তাহা জানে ?

গোষ্ঠ গোধনে কি কহে গানের ছলে ?
কোন্ সুরে মধু মৌমাছি টেনে আনে ?
অতল কি গান শোনায় হিমাদ্রিরে ?
কে জানে এ তিন গানে ?

ফাল্গুন যেই লিপি লেখে চৈত্রেরে,
বৈশাখ যাহা পড়ে গো আখর চিনে,
জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায় যে লিখন, শেষে,
তাহার জন্মদিনে ;

উষার পুলক দিনের প্রকাশ হেরে,
দিনের পুলক বিকশি' মধ্য দিনে,
গানের পুলক ফেটে গিয়ে নিশ্বাসে
বেসুর করিয়া বীণে ;—

কে জানে ? কে বুঝে মরণ রহস্যেরে ?
কে জানে চাঁদের ক্ষয়, উপচয়, ঋণে ?
মানুষের মাঝে নাই কারো হিসাবে সে ;
মৃত্যু জানাবে তিনে !

প্রবল ঢেউয়ের কিনারার প্রতি টান,
কিনারার টান ভগ্ন ঢেউয়ের দিকে !
আকাশ-বিদারী জ্বালাময় ভালবাসা,—
জাগে যে বজ্রশিখে,—

যাবে না সে বোঝা, যতদিন আছে প্রাণ ;
ধ্রুবতারা করি' মরণের দু' আঁখিকে
যে অবধি জরি' না যায় প্রাণের বাসা,—
চেয়ে চেয়ে অনিমিখে ;

একটি নিমেষে সমস্যা সমাধান
যতদিন নাহি হয় গো, দিগ্বিদিকে
উষার মতন হাসিতে ফুটায়ে আশা
অথবা দ্বিগুণ ম্লান করি গোধূলিকে।

হুইন্‌বার্ণ

মহাদেব

আমি জ্বলন্ত, আমি জীবন্ত, আমি দেখা দিই
অগ্নিরূপে,
পঞ্চভূতেরে নিত্য নূতন মুখোস পরাই
আমিই চুপে !
আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার
বহ্নিজ্বালা,
সৃষ্টি লয়ের ঘূর্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-
তারার মালা।
আমি জগতের জনমের হেতু, আমি বিচিত্র
অশ্লিলতা,
বাহির দেউলে কামের মেখলা ভিতরে শান্ত
আমি দেবতা !
আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিঘ্ন,
আমিই শিব,
হৃৎপিণ্ডের শোণিত-প্রবাহ নিয়মিত করি'
বাঁচাই জীব।
পরশে চেতনা এনে দিই জড়ে, পুনঃ কটাক্ষে
ধ্বংস করি,
নিশ্বাসে আর প্রশ্বাসে মম জীবন মরণ
পড়িছে ঝ'রি।
জন্ম-তোরণে মৃত্যু-মূরতি আমি প্রবৃত্তি
সকল কাজে,
এ মহা দ্বন্দ্ব, ইহা আনন্দ, আমারি ডমরু
ইহাতে বাজে।

আলফ্রেড নারান্

খুকীর বালিশ

আমার ছোট বালিশটি রে! কি মিষ্টি ভাই তুই,
তোর উপরে মাথা রেখে রোজ আমি ঘুমুই।
আমার জন্যে তৈরি তুমি, কেমন তোমার গা
তুলোয় ভরা তুল্‌তুলে, আর কিচ্ছু ভারি না।
আকাশ যখন ডাকছে, বালিশ! ভাঙছে ঝড়ে দেশ,
তোমার ভিতর মুখ লুকিয়ে ঘুমুই আমি বেশ।

অনেক—অনেক ছেলে আছে, গরীব ছেলে হায়,
মা নেই তাদের, ঘর বাড়ী নেই, রাস্তাতে ঘুম যায়;
বালিশ তাদের নাই ঘুমোবার, আহা কি কষ্ট!
শুধু শুয়ে ঘুম কি আসে? শরীর আড়ষ্ট।—
শীতের দিনে নেইকো কাপড়, প্রায় উলঙ্গ রয়।
দেখ মা! আমার এদের কথা ভাবলে দুঃখ হয়।

ভগবানকে রোজ বলি মা "এদের পানে চাও,
যাদের বালিশ নেইকো ঠাকুর! বালিশ তাদের দাও।"
তার পরেতেই আঁকড়ে ধরি নিজের বালিশটি,
তোর বিছানো বিছানা মোর—ভারি সে মিষ্টি।
ঠিক্ তখন কি করি জানো?...জান্‌তে কি হয় সাধ?
তখন আমি তোমায় মাগো করি আশীর্ব্বাদ।

সকাল সকাল উঠব না কাল ভোরের আরতিতে,
নীল মশারির ভিতর পড়ে থাক্‌ব সকালটিতে,—
নীল মশারির ভিতর থেকে সকাল বেলার আলো
শুয়ে শুয়ে লেপের ভিতর দেখ্‌তে সে বেশ ভালো।
এখনো ঘুম আস্‌ছে না আজ, এই নে মা তোর চুমো,
তোর যদি ঘুম এসে থাকে তাহ'লে তুই ঘুমো।

হে ভগবান! হে ভগবান! হে ঠাকুর! হে হরি!
ছেলেমানুষ আমি তোমায় এই নিবেদন করি,
শিশুর কথা শোনো তুমি সকল লোকে কয়,
শোনো আমার প্রার্থনা গো ঠাকুর দয়াময়,—
শুনি অনেক মা-বাপ-হারা অনাথ আছে, হায়,
অনাথ কারেও আর ক'র না এই নিবেদন পায়।

সন্ধ্যাবেলা মর্ত্তলোকে এস গো একদিন,—
কাঁদছে যারা মা-বাপ-হারা অনাথ সহায়হীন .
তাদের তুমি মিষ্টি কথা একটি যেয়ো ব'লে
কেউ ডেকে শুধায় না যাদের, সবাই যাদের ভোলে ;
মা যাদের হায়, ছেড়ে গেছে, মাথার তলে তার
দিয়ো ছোট একটি বালিশ রাত্রে ঘুমোবার।

মার্সেলিন ভালমোর

ছেলেমানুষ

সত্যি বল্‌ছি আমার কিন্তু কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হয়,
দিদির আদর সবাই করে, আমি কি কেউ নয় ?
আগে এসে দখল করে বসেছে মার কোল,
আমাদের ভাগ দিতে হলেই অম্‌নি গণ্ডগোল।
"দিদি ভারি দেখতে ভালো" বলে সকল লোক,
আমায় বলে "ছেলেমানুষ"—নেইকো কারো চোখ
আমাদের এই রাস্তা দিয়ে ফুল নিয়ে লোক যায়,
আমাকে ফুল দেয় তবু ওই দিদির দিকেই চায়।

বয়েস আমার নয় কেন গো বার কি চোদ্দ,—
কেউ বাসে না ভালো আমায় শোনায় না পদ্য,
কেউ করে না খোসামোদ আর কেউ না শোনায় গান,
কেউ বলে না "তোমার পায়ে স'পেছি এই প্রাণ!"
ছেলেমানুষ!···তবু জানি থাক্‌বে না এই দিন,
আমিও হব সুন্দরী গো···যাক্‌ না বছর তিন—
এ চুল তখন লম্বা হবে, পুরন্ত এই মুখ,
দাঁতগুলি সব ঝক্‌ঝকে আর ঠোঁট দুটি টুকটুক;
জানি তখন আমার পানেও থাক্‌বে চেয়ে লোক
কাজল বিনা অমনি কালো হবে যখন চোখ।

আঁদ্রে থেনিয়ে

চায়ের পেয়ালা

প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ ভিজায়,
দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে;
তৃতীয় পেয়ালা মশগুল্‌ করে
মজলিশ ক্রমে জমিয়া আসে;
চৌঠা ঘুচায় কৌটার ঢাকা,—
মগজে মুকুতা-মুকুল দোলে!
পঞ্চমে জাগে মৃদু স্বেদ-লেখা,—
শুদ্ধির শত পন্থা খোলে।

ষষ্ঠ পেয়ালা সুধারসে ঢালা,—
মর্ত্ত্য মানবে অমর করে!
সপ্তম! আর চলে না আমার
চলেনাকো আর ছয়ের পরে।
এখন কেবল হয় অনুভব
আস্তিনে হাওয়া পশিছে এসে!
স্বর্গপুর—সে কত দূর? আমি
এ হাওয়ায় চড়ি' যাব সে দেশে!

লো তুং

বাঘের স্বপন

মেহগিনির ছায়ায় যেথা ফুলের মাছি জুটে,—
জড়ায় যেথা হাওয়ার ডানা লতার জটাজুটে,—
নাবাল্ ডালের নাম্না ধরে ঢুল্‌ছে কাকাতুয়া,—
হলুদ-পেটা বন-মাকোবার সূতায় ঝুলে শুঁয়া,—
ক্রুদ্ধ চোখে চায় গোরিলা,—হুকু যেথায় ডাকে,-
গরুর হন্তা ঘোড়ার শত্রু সেইখানেতেই থাকে।
বক্র মনে ক্লান্ত দেহে সেইথানে সে আসে,—
শ্যাওলা-ধরা শুক্‌নো মরা গাছের গুঁড়ির পাশে,-
চটা মনে চাটতে লাঙুল কামড়ে ফেলে দাঁতে,
ঠোঁট কাঁপে তার অনেকক্ষণের অতৃপ্ত তৃষ্ণাতে।
তপ্ত হাওয়ায় তীব্র নিশাস!—শুঁটের মত শিটে-
গিরগিটিটা শিউরে ওঠে চল্‌তে পাতার পিঠে।

গহন সে বন ; যেখানটিতে দিনে দুই পহরে
লতা পাতার নিবিড় ছাতা সূর্য্য আড়াল করে,—
লটপটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি ;
জিব্ দিয়ে সাফ্ করলে বারেক সামনেরি থাবাটি ;
তার পরে হায়, তন্দ্রাভরে মিটির মিটির চোখ,—
সোনালি দুই চোখের তারায় লাগ্‌ল ঘুমের ঝোঁক।
চেষ্টা-হারা চেতন হায়া ; কেবল তন্দ্রাভরে—
থেকে থেকে নড়ছে থাবা, লাঙুল কভু সরে।
স্বপন দেখে বনের পশু ;—মনের খেলা চলে,—
কালো বরণ মেহগিনির গহন ছায়া-তলে ;
স্বপ্নে দেখে—নধর বলদ সবুজ মাঠে চরে,—
ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল বাঘা সেই বলদের 'পরে ;
হকচকিয়ে হাম্বা রবে বলদ শুধু ডাকে,
থাবার চড়ে রক্ত—বাঘার নখের ফাঁকে ফাঁকে।

লেকঁৎ দে লিল্

চাঁদ্‌নী রাতের চাষ

মৌন-মদির চাঁদ গগন-কোণে
আপন মনে
স্বপন বোনে !

জল্-চক্কীর চাকা ঘুরায়ে ঘুরে,
কল্লোলি' চলে জল কোন সুদূরে ;
চাঁদের আর্শী নদী বনে চলিতে
চাঁদেরি হাসিতে রহে ঝলমলিতে !

মৃদু-মন্থর চাঁদ বিভোল্ মনে
বিরল কোণে
ফসল বোনে !

ঝাউ বনে পিউ কাঁহা' গাহিছে কে রে !
টার্পিণ-তরু-তলে শশক ফেরে,
ঢালু পাহাড়ের পিঠে পেঁচা গম্ভীর
বিস্ফারি' দুই আঁখি বসে আছে থির !

পীত-পাণ্ডুর চাঁদ আকাশ-কোণে
কাপাস বোনে
উদাস মনে !

টেকো-পাখী বাদুড়েরা উড়িল ঝাঁকে,
কালো ছায়া দেখে তার কুকুর ডাকে ;
বাঁকা-পথে নোনা-মাছ বোঝাই গাড়ি,
চলেছে একেলা নানা শব্দ ছাড়ি' ।

প্রেত-পাণ্ডুর চাঁদ নত-নয়নে
গগন-কোণে
পশম বোনে !

নেবা-উনুনের কাঁথে ঘুমায় বুড়ী,
বুড়ার উঠিছে হাই,—দেয় সে তুড়ি ;
বাড়ে রাত বাজে ঘড়ি টিম্-না-না-টিম,
ঝিঁঝিঁ ডাকে তারি ফাঁকে ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্ ।

মৃদু-মন্থর চাঁদ গগণ-কোণে
আপন মনে
স্বপন বোনে !

রাতের ফড়িং-পরী নাচে সুবেশা,
বাতাস ঘোড়ার মত করিছে হ্রেষা।
মেতেছে তরুণ ছাগ খোস্-পোষাকী,
তরুণী ছাগীরে বুঝি ভাবে সে সাকী!

মধু-যামিনীর চাঁদ মধু-নয়নে
স্বপন বোনে
সারা ভুবনে!

দুষ্টুর দলে আজ যত নষ্টী
পথে পথে ফেরে মেতে করে ফষ্টি,
জোনাকীর খোঁজে ছেলেমেয়েরা চলে,
গলাগলি ঠেলাঠেলি হাসি উছলে।

মদির অধীর চাঁদ বিমান-কোণে
বিভোল্ মনে
কী ধান বোনে!

ফুল তুলে ফেরে সব ক্ষেতের আলে
চাঁদনী-ধানের শিষ খোলে আড়ালে!
ভালোবাসা ভবঘুরে হল সে ঝোঁকে,
চাঁদের সুতা যে তার লেগেছে চোখে।

মধু-যামিনীর বঁধু উদাস মনে
আকাশ-কোণে
কাপাস বোনে!

গ্রাম ছেড়ে বনে যায় কারা কি ছলে,
কারা কম্পিত চিতে পিছনে চলে;
মাতানো মদিরা এ যে ফেলে নিশ্বাস,
চাঁদের আলোতে আহা মেলে বাহুপাশ।

যোগাজা

চির মোহময় চাঁদ চির-স্বপনে
কি জাল বোনে
খেয়াল-মনে !

রাতে যে বেড়ায় ঘুরে নানান্ ছলে,
রঙ্গে অনঙ্গ সে যারে গো বলে ;
নিশীথে নিশান যার ওড়ে আকাশে,
চাঁদনীর খেলা দেখে সে শুধু হাসে।
মৌন-মদির চাঁদ স্বপন বোনে
আপন মনে
গগন-কোণে !

মিশ্রাল্

---

(১)

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে,—
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !"
সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
হেসে ওঠে রাঙা পথটি গাঁয়ের বাঁকা।
রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চ'লে
ক্ষীরের জন্য বিখ্যাত ক্ষীর গাঁয়ে ;
দুই পাশে তার গোচর ভূমির কোলে
ঘন ঘাসে গরু চরিছে ডাহিনে বাঁয়ে।

গরু ও বাছুর ঘন কুয়াশায় ঢাকা
ভাল করে যেন ভাঙেনি ঘুমের ঘোর ;
সহসা রৌদ্র ফুটিল আবীর-মাখা,—
রামধনু রঙ—শোভার নাহিক ওর।

(২)

গাছপালা হতে শিশির টোপায়ে পড়ে,
কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভরে গেছে যত শাখা ;
চড়ুই নাচিয়া খাদ্য খুঁজিছে খড়ে।
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !"
ফিরিওলা হেঁকে ফিরিছে গাঁয়ের মাঝে,
মানুষ এখনো চলে না তেমন বাটে ;
দু একটি লোক ভিন্ গাঁয়ে যায় কাজে,
চাষী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে।
পাঠশালে পোড়ো মন্থরগতি চলে,
ড্যাবা-ড্যাবা দুই চক্ষে কাজল আঁকা ;
শাঁখারির বোল কর্ণে কেহ না তোলে
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা !"

(৩)

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল-কায়া,—
স্বচ্ছ বিমল হ্রদের মতন ঠাট ;
ফলন্ত গাছ তিন দিকে করে ছায়া,
তিন দিকে গাছ এক দিকে শুধু ঘাট।
বাঁধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি,
ধবধব করে চাঁদনি ঘাটের পাকা,
চাঁদনির তলে শ্বেত-পাথরের পিঁড়ি,
প্রভাতের আলো থিলানে থিলানে আঁকা।

বসেছিল সেথা আয়ত-লোচনা নারী,—
কালো কেশ-ভার ভূমিতে পড়েছে লুটে,
শাঁখারির ডাক কর্ণে পশিল তারি,—
উৎসুক তার আঁখি ইতি উতি ছুটে।

(৪)

"শাঁখা চাই! ভাল শাঁখা নেবে গো ওগো মেয়ে!
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা;
ভারি কারিকুরি, দেখ তুমি, দেখ চেয়ে,
এ শাঁখা যে পরে হয় না সে দুর্ভাগা।
বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে
স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে;
অক্ষয় হয়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,
সতীশঙ্খ এ—নানান্ গুণ এ রাখে;
হাতে দিয়ে দেখ,—দেখি মা তোমার হাত"—
কৌতুক-ভরে হস্ত বাড়াল নারী,
"ঠিকটি হয়েছে,—মিলে গেছে সাথে সাথ!
যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগ্য তারি।"

(৫)

সোনালি রৌদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—
হাত খানি তুলে ধরিল সহসা নারী;
নিরখি দেখিতে সেই শোভা মনোলোভা
শাঁখারির বুক কাঁপিয়া উঠিল ভারি!
সুন্দরী বটে!...তবু সে রূপের পানে
চাহিতে আপনি আঁখি নত হয়ে আসে;
সে রূপ নয়নে চরণেরি পানে টানে!—
প্রাণ ভরে আধ-বিস্ময়ে আধ-ত্রাসে!

গ্রীবার হেলনে সামালি চুলের রাশি,
"শাঁথার মূল্য ?" পুছে শাঁথারিরে নারী ;
দাম শুনি শেষে, খুসী হ'য়ে কহে হাসি'
"পাবে বাছা দাম,—যাও আমাদের বাড়ী।"

(৬)

"বাড়ী ?" কোন পাড়া ? দাম নেব বাড়ী যেয়ে ?
না, না,—সন্দেহ তোমারে আমি না করি ;
মা লক্ষ্মী তুমি ঘরাণা ঘরের মেয়ে,—
দেখে মনে হয় রাণী রাজ্যেশ্বরী !"
"না বাছা, পড়েছি আমি গরীবের হাতে,
রাজরাণী নই আমি ভিখারীর নারী ;
বাপের ভিটায় রয়েছি বাপের বাড়ী।
সোনার কলস—ওই যে—গাছের ফাঁকে,—
দেখিতে পেয়েছ ?—ওই আমাদের ঘর ;
বাবা ঘরে আছে, বল গিয়ে তুমি তাঁকে,
কড়ি পাবে, দেরী হবে না, নাহিক ডর।"

(৭)

"ওযে দেউল গো !" "দেউলেই মোরা থাকি,
ওই দেউলের পূজারী আমার পিতা ;
তিনি কানে খাটো, জোরে তাঁরে ডেকো হাঁকি'
জোরে না ডাকিলে, তাঁরে বাপু ডাকা বৃথা।
দেখা হলে পরে, ব'ল,—'ধামসেরা ঘাটে
কন্যা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,
দাম সে দায়নি, কড়ি তো ছিল না গাঁটে,
তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা !'

দাম তো পাবেই, আর পাবে পরসাদ,—
অভুক্ত কেউ ফেরে না মোদের বাড়ী—
অতিথি দেখিলে বাবার যে আহ্লাদ,—
না খাওয়ায়ে তিনি কিছুতে দেন্ না ছাড়ি'।

(৮)

"ছাদে ছাথ, যদি শোনো ঘরে নেই কড়ি,
তা'হলে পিতারে ব'ল মোর নাম ক'রে,—
প্রতিমার ঘরে ঝাঁপিতে যা' আছে পড়ি'
—সে টাকা আমার, তাই যেন ছান ধরে;
শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে;
এস বাছা, তবে,—বেলা হ'ল নাহিবার!"
মুগ্ধ শাঁখারি পথে যেতে যেতে ভাবে,—
"মধুমাখা কথা—জনমে সে ভোলা ভার।"
ক্রমে গ্রাম-পথে শাঁখারি অদর্শন,
ঘাটের সোপানে নামিতে লাগিল নারী;
নিরমল জল করিল আলিঙ্গন
পদ্মের মত চরণ দুখানি তারি।

(৯)

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,
শকতির জ্যোতি সকল অঙ্গে তার;
তরবারি সম প্রখরা অথচ ক্ষীণা,
পূর্ণ উরস, তনু বিদ্যুৎ সার।
কুন্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি
আঁকিতে সে পটু পটুয়ায় মানে হার।
সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি
গৌরব-গুরু প্রদ্যোত-দ্যুতি হার।

শান্ত সে আঁখি তেজে যবে উদ্ভাসে
তার আগে আঁখি তুলিতে সাধ্য কার?
রাজা মহারাজা সে দিঠিরে ভয় বাসে!
পথের ভিখারী শাঁখারি সে কোন্ ছার?

(১০)

শাঁখারি চলেছে বাঁকা পথখানি ধরে'
আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় একা;
সোনার কলস ঝলসে দেউল পরে,
পূজারীর ঘর পাশে তার যায় দেখা।
খাসা ঘরখানি! দুয়ার রয়েছে খোলা;
ডাহিনে গোহাল, বাঁয়ে পোয়ালের গাদা।
আঙিনার কোণে একটি ধানের গোলা,
রাঙা জবা গাছ, করবী—রাঙা ও শাদা।
'টুং টাং' বাজে ঘণ্টা গরুর গলে,
মরায়ের পাশে চড়ুই শালিক নাচে;
অতিথি পথিকে মিলি সবে যেন বলে
সুখ এইখানে,—শান্তি সে হেথা আছে।

(১১)

"শাঁখা চাই,—শাঁখা।" হাঁকিল শঙ্খ-বেণে,
স্বর শুনি দ্বারে পূজারী এলেন ছুটে;
ডাকিলেন দ্বিজ তারে অভুক্ত জেনে,—
শাঁখারির মুখে আহ্লাদে হাসি ফুটে!
ডাকেন বিপ্র "শাঁখারি দাঁড়ারে রে দাঁড়া,
অতিথি আজিকে হ'তে হবে মোর ঘরে;
মায়ের প্রসাদ—নেমেছে ভোগের হাঁড়া,
আয় বাপু, আয়, কোথা যাবি দুপহরে?

ঠাকুরের ভোগ,—তাতে বামুনের বাড়ী,
হাত মুখ ধুয়ে ব'সে পড় পাত পেতে ;
বেলাও দুপুর,—ঠাণ্ডা ক'রে নে নাড়ী,
ভিন্ গাঁয়ে যাবি,—কত দূর হবে যেতে !"

(১২)

কহিল শাঁখারি "ঠাকুর দণ্ডবৎ,
কাজের বরাতে এসেছি তোমার কাছে ;—
তবু জানি মনে,—ভেবেছি সারাটি পথ—
বামুনবাড়ীর প্রসাদ কপালে আছে।
পাঁচখানা গাঁয়ে গরীব অনাথ যত
সবাই জেনেছে দুয়ার তোমার খোলা ;
পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তোমার মত ?
তোমার জন্য স্বর্গে দুলিছে দোলা।
ভাল কথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,
কন্যা তোমার পরেছে দু'গাছি শাঁখা ;
দাম তার—এই,—তাড়াতাড়ি নেই কোনো,
তবু জিজ্ঞাসি ?—আছে ত নগদ টাকা ?

(১৩)

"খুব ভাল শাঁখা,—ভরা সে মীনার কাজে,—
তাই এত দাম।" "সে কিরে আমার মেয়ে ?
কি বলিস্ তুই ? কি বকিস্ তুই বাজে ?"
"তোমারি তো মেয়ে, চলনা দেখিবে যেয়ে,—
নাহিছে সে ওই পাথর-বাঁধানো ঘাটে,—
ডাগর চক্ষু,—সেই তো পরেছে শাঁখা।"
হাসিয়া পূজারী কহে "তাই নাকি ? বটে !
বাপু হে ! তোমার সকল কথাই ফাঁকা।

কন্যা আমার হয় নাই এ জীবনে,
এক সন্তান,—তাও সে কন্যা নয় ;
নিশ্চয় তোরে ঠকিয়েছে কোনো জনে ;—
ধরা সে পড়িবে,—নেই তোর কোনো ভয় !"

(১৪)

"বল কি ঠাকুর ? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে ?
ঠকাবার মত চেহারা ত তার নয় ;
তোমারে সে চেনে,—আর সে যে বলে দেছে,
বলিস্ বাবাকে টাকা যদি কম হয়,—
ঠাকুরঘরের ঝাঁপি খুলে যেন দেখে,
তাতে আছে টাকা।" "দাঁড়া, বাপু, দাঁড়া, দেখি।"
ঘরে গেল দ্বিজ,—শাঁখারিরে দ্বারে রেখে।
ফিরে এসে বলে, "তাইত ! তাইত ! একি !
শাঁখার যে দাম বলেছিস্ তুই মোরে,—
ঝাঁপি খুলে দেখি রয়েছে যে ঠিক তাই !
ঠিক্ পূরাপুরি কম বেশী নাই, ওরে !
কম বেশী নাই একটা পয়সা পাই !

(১৫)

"অবাক্ ! অবাক্ ! বিস্ময় মানি মনে !
ধন্য শাঁখারি ! জনম ধন্য তোর !
ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ি' যার শ্রীচরণে,
তার হাতে বেঁধে দিলি অক্ষয় ডোর !
বুড়া হয়ে গেনু পূজা অর্চ্চনা করি,—
তবু দরশন পাই নাই তার আমি ;
ব্রত উপবাস করিনু জনম ভোর,
ঝাপসা দু'চোখ,—সাধনে জাগিয়া যামী ;

দেউল আগুলি গোঁয়ানু,—খোয়ানু দিন
সে ছবি অতুল আজো না দেখিনু চোখে !
কি দোষে না জানি মোরে দেবী দয়াহীন
না জানি কি গুণে অভয়া সদয় তোকে !

(১৬)

"অবাক্ ! অবাক্ ! দেখা যদি পেলি তার
বর মাগি কোন্ পুরালি মনস্কাম ?
চতুর্বর্গ করতলে সদা যার,—
তার কাছে তুই চাহিলি শাঁখার দাম ?
বুঝেছি, বুঝেছি, চেয়ে সেই চাঁদমুখে
হয়ে গিয়েছিলি বুদ্ধি-বচন-হারা।"
চমকে শাঁখারি,—স্পন্দন জাগে বুকে,
নয়নে দীপ্তি,—চিত্তের মাঝে সাড়া।
হাত হতে তার খসিল শাঁখার পেটি,
যে পথে এসেছে ছুটিল সে পথ ধরি'
তবে তো সে আজ দেবীরে এসেছে ভেটি',
আগুন-লোচনা—সে তবে মহেশ্বরী !

(১৭)

হরিণের বেগে ছুটিল শঙ্খ-বেণে,
পিছে পিছে ধায় দেবল স্খলিত-গতি ;
ঘাটে পৌছিয়া চাহে বিস্ময় মেনে
ধামসেরা-ঘাটে নাই লাবণ্যবতী !
নীরব পাখীরা নাহিক কলধ্বনি,
নির্জ্জন দীঘি সারস ঝিমায় একা ;
সুপ্ত বাতাসে উঠে মৃদু রণরণি'
পদ্ম-ফুলের ক্ষীণ সৌরভ-লেখা !

হাঁকিল শাঁখারি, পূজারী ডাকিল কত,
নাই সাড়া নাই, বুকে নাই স্পন্দনই !
স্থল জল মূক—মুগ্ধ—মূর্চ্ছাগত
ঘুমায়ে বুঝিবা পড়েছে প্রতিধ্বনি।

(১৮)

দিন দুপহরে নিশীথের নীরবতা
নীরব ভুবনে আলো ঝলমল করে ;
আশাহত হিয়া—আকুল প্রাণের কথা
করে নিবেদন দেবল মৃদুল স্বরে,—
"জননী ! জননী ! দেখা দে মা একবার,
নম্র হৃদয়ে রয়েছি মা পথ চেয়ে ;
শূন্য ফিরিব ? দয়া কি হবে না আর ?
দয়া কি হবে না ? ওগো পাষাণের মেয়ে !
অযাচিত দেখা দিছিস্ যেমন আজি
আরেকটিবার দেখা দে তেমনি করে ;
স্বপন, চোখের ভ্রম, কি ভোজের বাজী—
যা যদি হয় গো, দেখা দে মুরতি ধরে।

(১৯)

"দৈব বাণীতে বিদ্যুৎরূপে কিবা
জানায়ে যাও মা আপন আবির্ভাব ;
সমীরণ সম সমীরিয়া যাও শিবা
পরাণে বিথারি' অনুপম পরভাব।"
সহসা শঙ্খ-বলয়িত কার পাণি
জাগিয়া উঠিল পদ্ম-দীঘির বুকে !
তার পরে ধীরে নধর সে হাতখানি
হ'ল তিরোহিত ;—চক্ষেরি সম্মুখে ;

শাঁখারি পূজারী—অবাক হইয়া রহে
বার বার তারা প্রণমে দেবোদ্দেশে ;
ধামসেরা ঘাটে পদ্ম আহরি' দোঁহে
নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল দিন শেষে।

(২০)

দিন চলে গেছে,—গেছে শতাব্দী কত,—
আজো ক্ষীর গাঁয়ে হাজারো যাত্রী মেলে
যবে দিতে আসে শাঁখা পূর্ব্বের মত
সেই শাঁখারির বংশের কোনো ছেলে ;
হরষে তাহারা দেবীরে জোগায় শাঁখা
বরষে বরষে আসি' দেউলের দ্বারে,
যদিও তাদের এখন অনেক টাকা,—
ধনী তারা শাঁখা পরায়ে যোগাদ্যারে !
ধনী তারা নাকি দেবীর নিয়োগ পেয়ে !
দেবীর প্রসাদে দুঃখ গিয়েছে ঘুচি ;
দুধে ভাতে আছে শাঁখারির ছেলেমেয়ে
আঁচলে বেঁধেছে পরশ-মণির কুচি !

*　　*　　*　　*

কাহিনী এ মোর—অদ্ভুত অতিশয়,
মিলে না এ মোটে নব্য যুগের সাথে ;
যাঁর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়
তাঁরে স্মরি এরে রেখেছি খাতার পাতে।

তরু দত্ত

পরীর মায়া

ময়না-গাছের গোছা গোছা ফুল পরিয়া চুলে,
নিশাচরী যত পরী এ নিশীথে বেড়ায় বুলে!

বিজনের পথ—যা' শুধু বনের হরিণই জানে,—
এ রাতে সে'পথে ঘোড়া কে ছুটায়? ভয় না মানে?
জুতায় সোনার আড়-কাঁটা আঁটা,—আঁধারে জ্বলে,
কাঁটার গুঁতায় কালো ঘোড়া তার ছুটিয়া চলে।
গহনে গহনে চলিতে যখনি জ্যোৎস্না মেলে,—
তাজের জলুস্ জ্বলে আব্লুস্ আঁধার ঠেলে।

ময়না-ফুলের মোহনিয়া মালা জড়ায়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে বনে বিজন রাতে।

দলে দলে তারা লঘু লীলাভরে নৃত্য করে,—
ঘুরিয়া ফিরিয়া মূরছিত মৃদু হাওয়ার পরে!
কহে পরী-রাণী অশ্বারোহীরে "দুঃসাহসী!
কোথা যাও? পথ হারাতে কি চাও গহনে পশি?
অপদেবতার পড়িলে নজরে যাবে যে মরি,
ফের! ফের! এস, এইখানে দোঁহে নৃত্য করি।"

ময়না-ফুলের শোভন মালিকা পরিয়া চুলে
নিরালয় বনে আলয় রচিয়া পরীরা বুলে!

"না, না; পথ চেয়ে রয়েছে আমার একটি নারী;
কাল আমাদের বিবাহ;—আমি কি দাঁড়াতে পারি?
পথ ছাড় ওগো! যেতে দাও মোরে রূপসী পরী!
নিমিষের তরে নাচের আওড় বন্ধ করি'।
আর দেরী ক'রে দিয়োনা গো, যাব প্রিয়ার পাশে;
হের দেখ এরি মধ্যে দিবার বিভা আকাশে!"

ময়না-ফুলের আকুল মালিকা দোলায়ে চুলে
নিশুতি নিরালা নীরব নিশীথে পরীরা বুলে!

"হোক্—মাথা খাও,—দাঁড়াও ক্ষণেক অশ্বারোহী।
তোমারি লাগিয়া পরশ-পাথর এনেছি বহি;
পেতে দিব এই জ্যোৎস্না-আঁচল তোমার ত'রে,
সম্পদ আর সুখের যা' সেরা—সঁপিব করে।"
"উঁহু!" "তবে মর" কহি নিশাচরী হিম আঙুলে
ছোঁয়াইল বার অশ্বারোহীর হৃদয়-মূলে।

ময়না-ফুলের শিথিল মালিকা জড়ায়ে মাথে
নাচে নিশাচরী বিজনের পরী গহন রাতে।

জিন-কসা কালো ঘোড়াটি মিলাল জিনের নীচে,
আড়-কাঁটা আঁটা জুতার গুঁতা সে এখন মিছে;
কম্পিত দেহে অশ্বারোহী সে সহসা দ্যাখে,—
পাংশু-মুরতি মৃদুগতি কে গো?—আসিছে এ কে!
হাতে হাত নিতে দাঁড়াল সে পথে! "সরে যা, ওরে!
পরী! নিশাচরী! শয়তানী তুই—ছুঁসনে মোরে।"

ময়না-ফুলের অপরূপ মালা পরিয়া চুলে
ঘিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পরীরা বুলে।

"ছুঁসনে আমায়, পথ ছাড় পাপী—অপদেবতা,—
বধূ লয়ে আসি,—কালি যে আমার বিয়ের কথা।"
"হায় পতি!" কহে পাংশুমুরতি করুণ রবে
"এবারের মত শ্মশানই মোদের বাসর হবে;
আমি নাই আর।" শুনি' সমাচার অশ্বারোহী
ক্ষুব্ধ লালসে হতাশে পড়িল আঁকড়ি' মহী!

ময়না-ফুলের লোভনীয় মালা জড়ায়ে মাথে
নিশাচরী যত পরী নাচে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে।

লেকঁৎ দে লিল্

বর ভিক্ষা

চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম !
জানু পাতি বালা পতি-বর মাগে
প্রজাপতি-মন্দিরে ;
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে।

কহিছে ওহারু করযোড়ে "প্রভু !
দাও মোরে হেন, বর,
উৎসুক যার উষ্ণ নিশাসে
নিবে আসে চরাচর ;—
নিশ্বাসে যার নেশা হয় ক্ষণে
ক্ষণেকে দৃষ্টি হরে !"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরি-ফুল থরে থরে।

"দাও, প্রজাপতি ! দাও মোরে পতি
দাও মোরে হেন বর,—
গোপন সানুর মর্ম্মর সম
যার কণ্ঠের স্বর ;—
যেই সানু দেশে চুপে চুপে পশে
বাসন্তী চাঁদ একা।"
ওহারুর বুকে চারু চেরী-ফুল
চন্দ্রমল্লি লেখা !

"হেন পতি দাও কটাক্ষ যার
পাগল করিবে প্রাণ,—
আফিম-ফুলের রক্তিম বীথি
মৃদু বায়ে আন্‌চান্‌।
ভালবাসা যার কানন উদার
পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি,
মুখে চেরীফুল আঁকা!

"দাও হেন বর সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,
আন্‌-ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি,
কল্প-আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপড়িগুলি!"
ওহারুর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
চেরীফুল উঠে দুলি'।

"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে,—
যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
ঊষার অরুণ মুখে,
চুম্বনে যার তরুণী ওহারু
নারী হবে রাতারাতি!"
ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি,
চুলে চেরী-ফুল পাঁতি।

"দাও হেন বর হাসে ভাবে যার
প্রাণে সান্ত্বনা আসে,—
কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
রহিবে যে পাশে পাশে ;
স্নেহ হবে যার মধুর উদার
নিদাঘের শ্যাম ছায়া।'
চন্দ্রমল্লি ওহারুর প্রাণে,
চেরী-চারু তার কায়া।

"দাও হেন পতি যাহার মূরতি
হৃদে অহরহ রয়,
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
মরণে যে পর নয় ;
জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যায়।"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরীফুল মূরছায়।

"দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম,
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম!
কোন্ সে জনমে কোন্ সে ভুবনে
কোন্ বিস্মৃত যুগে!"
চেরীফুল সনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে!

বোগুচি

সংসারের সার

সারা বরষের যত সুষমা-সৌর
সঞ্চিত সে থাকে
ভ্রমরের এক মধু-চাকে।

সমস্ত খনির মোহ, বৈভব-গৌরব
লুকায়িত আছে,
একখানি হীরকের মাঝে!

সিন্ধু-ব্যাপী ছায়া-নীল আলোর ঝলক
বিরাজিছে সুখে,
ক্ষুদ্র এক মুকুতার বুকে!

সুষমা, সৌরভ, ছায়া-আলোর পুলক
মোহ ও বৈভব,
তুলনায় তুচ্ছ এই সব ;—

নিষ্ঠা সে মুক্তার চেয়ে খাঁটি সমধিক,
নির্ভর সরল
হীরকের অধিক উজ্জ্বল ;

মিলিয়াছে গূঢ়তম নির্ভর নির্ভীক
শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা সনে,
তরুণীর প্রথম চুম্বনে।

ব্রাউনিং

'রহসি'

গোলাপ যে ভাষা বলিতে এখন গিয়েছে ভুলি',
সে নিভৃত ভাষে নারী সে কহিল মু'খানি তুলি,'—
"প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !"
সচেত গোলাপ সম ;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া !"
সে আওয়াজ আজো ফোটে নাই কোনো সাগর দিয়া ।

মখ্‌মল্-পায়ে জোছনা যেমন ভুবনে নামে,—
তারি মত চুপে নারী সে কহিল হেলিয়া বামে,—
"প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !"
সান্দ্র জোছনা সম ;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া !"
সে আওয়াজ আজো লুকায়ে রেখেছে গিরির হিয়া ।

সন্ধ্যা যে স্বরে তারাদলে ডাকে গোধূলি শেষে
সেই মৃদু স্বরে নারী সে কহিল রভসাবেশে,—
"প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !"
সন্ধ্যা-প্রতিমা সম ;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া !"
সে আওয়াজে জাগে ফাল্গুন,—মৃত ওঠে গো জিয়া ।

তুষার গলিয়া গোপনে যেমন সলিল সরে
তারি মত স্বরে নারী সে কহিল নিরালা ঘরে,—
"প্রিয় মোর ! প্রিয়তম !"
তরুণী তটিনী সম ;
পুরুষ বিভোল্ তাহারে কেবল কহিল "প্রিয়া !"
সে ভাষায় শুধু আকাশেরে ডাকে বনের হিয়া ।

নোগুচি

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
শান্তি প্রীতি সান্ত্বনাতে ভরা,
পাখীর পালক খস্‌লে শোনা যাবে তাও এখন
এম্‌নি ধারা স্তব্ধ বসুন্ধরা।

প্রিয়া যখন আস্‌বে কাছে এ সেই শুভক্ষণ
মন্দ মৃদু বইছে সাঁঝের বায়,
উঠ্‌ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওই ধরেছে গো উনন
এই ফাঁকে সে আস্‌বে গো হেথায়।

আস্‌বে কাছে হয়তো তেমন বল্‌বে না কিচ্ছুই
আমি তবু থাক্‌ব পেতে কান,
থাক্‌ব চেয়ে চোখের পরে চোখ দুটি মোর থুই'
শুন্‌তে আমি পাব তাহার প্রাণ

প্রাণের স্পন্দ তনুর ছন্দ ভরবে আমার মন
সেই আনন্দে খেল্‌বে গো বিদ্যুৎ,
হঠাৎ তারে চম্‌কে দেবো—দেবো গো চুম্বন
উঠবে হেসে জোনাক পোকার যূথ।

যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে এ সেই শুভক্ষণ
মন সে যখন মনের কথা কয়,
সারা দিনের রুদ্ধ আবেগ করতে নিবেদন
এই ত সময় এই ত সুসময়।

যে-সব কথার নেইক মানে তাহাই বারম্বার
পরস্পরে বল্‌তে এখন হয়,
হয় ত কি এক ফুল দেখেছি আজকে বনের ধার
বর্ণিমা তার তারই পরিচয়।

যখন ঘরে আলো দেখায় এ সেই শুভক্ষণ
খুল্‌তে দেরাজ যখন অকস্মাৎ
হাতে ঠেকে অনেক দিনের পত্র পুরাতন
ভরে ওঠে হর্ষে আঁখির পাত।

এমিল্ ভ্যারহায়রেন

তাজের প্রথম প্রশস্তি

(মূল ফারসী ছন্দের অনুসরণে)

জগৎ-সার ! চমৎকার ! প্রিয়ার শেষ শেয !
অমল ভায় কবর ছায় তনুর তার তেজ !
উজল দিক্ ! শোভায় ঠিক্ স্বরগ-উদ্যান ;
সদাই তর্ সুবাস-ঘর,—যেমন প্রেম-ধ্যান !
পরাগ-খোর আগুন-ভোর কুসুম-ভরপুর,
ঘুচায় ধূল্—চোখের চুল বুলায় রোজ হুর !
রতন্-চয় দেওয়ালময় মাণিক ছাদ ছায়,
হীরার হাই হেথায় তাই, মোতির শ্বাস বায় !
এ নির্মাণ মেহেরবান প্রভুর প্রেম্-চিন্,
কৃপার নীর হিয়ার তীর ভাসায় দিন দিন।
কুসুম-ঠাম ধেয়ান-ধাম অমল মন্দির,—
ইহার পর ধাতার বর সদাই রয় থির।
পাতক হয় হেথায় ক্ষয় মনের তাপ শেষ,
শরণ যেই এ ঠাঁই লয় ফুরায় তার ক্লেশ।

আইন হায় যাহায় চায় এ ঠাঁই তার মাফ্,
দোষীর দোষ ও আফ্‌শোষ হেথায় হয় সাফ্।
হিয়ার মোর প্রিয়ার গোর শোকের মেঘ, হায়,
গভীর শোক চাঁদের চোখ সূরয-লোক ছায়।
শোকীর গান এ নির্ম্মাণ,—শোকের সৌরভ,
ইহার কাজ প্রচার—রাজ-রাজের গৌরব।

সম্রাট্ সাজাহান

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রস্ফুরিত কণ্ঠে যার মূর্ত্ত তব আত্মার আভাস,—
হারালে কেমনে তারে? পুষ্পধ্বজ ওগো মধুমাস!
তোমার প্রাণের নিধি,—কুহুধ্বনি মধুপ-গুঞ্জন,
কুসুমিত দ্রুমদল, স্নিগ্ধ হাওয়া জিনিয়া চন্দন,
সুজলা তটিনী আর সুফলন্ত ক্ষেত্র ঘনশ্যাম,
আনন্দের অশ্রুধারা, উচ্ছ্বসিত হাস্য অভিরাম,
ভাষায় যে আঁকিয়াছে একে একে মূর্ত্তি এ সবার,—
রচিয়াছে ভাবস্বর্গ মহীয়ান্ মধুর উদার,—
নরের হৃদ্গত যত গ্রন্থে যে রেখেছে গেঁথে গেঁথে,
নারীর মধুর দিঠি,—ইন্দ্রজাল—মায়াজাল পেতে
মায়াবী সে মঞ্জুবাক্। গন্ধরাজ চম্পার সৌরভ
ছত্রে ছত্রে ছড়ায়েছে; ছত্রে ছত্রে হয় অনুভব
রমণীয়া রমণীর কঙ্কণের সুরম্য ঝঙ্কার;
পত্রে পত্রে চিত্রিয়াছে বাঙালীর বিচিত্র সংসার

গৃহ গৃহস্থালি-সুখ, যে দেখে সে মুগ্ধ হয় মনে ;
গ্রীষ্ম, শীত, রাত্রি দিবা—সব আছে এ নব সৃজনে।
বায়বী কল্পনা-ছবি বাস্তবেরে করেছে মলিন
আত্মীয়ের চেয়ে প্রিয় পুঁথির যে অক্ষরে নিলীন।

*　　*　　*

হে বঙ্গের জল স্থল ! হে চির সুন্দর ! সুশোভন !
মধুর তোমরা সবে ; মধুময় দক্ষিণ পবন—
বঙ্গের নিকুঞ্জ বনে,—পিক কণ্ঠে আছে মধু, জানি,
তা হ'তে অধিক মধু মঞ্জুবাক্ বঙ্কিমের বাণী।
বঙ্কিমের হিয়া সে যে সুবিশাল বঙ্গেরি হৃদয়,
দেখেছে সে দেবীমূর্ত্তি স্বদেশের অব্রণ অক্ষয়।
বঙ্গের বঙ্কিমচন্দ্র !—নৃমণি সে ছিল নরকুলে,
খড়্গ তার তীক্ষ্ণধার সাজাইয়া দিয়াছিল ফুলে
সৌন্দর্য্য-দেবতা নিজে। জন্ম লভি শুষ্ক দুর্ব্বৎসরে
নিরানন্দ ফিরেছে সে সৌম্যমূর্ত্তি ; মরুভূমি পরে—
হৃদি-পদ্ম জিনি' রাঙা ফুটায়েছে অজস্র গোলাপ ;
গন্ধে অনবদ্য করি' সেতারে সে করেছে আলাপ !

অরবিন্দ ঘোষ

স্বরূপের আরোপ

সন্ধ্যার আলো লেগেছে নয়নে,—
স্পন্দিত প্রাণ মন ;
চলিতে দীঘির কিনারে কাঁপিছে
জানু ঘিরি, তৃণবন।
ঘুমের নিভৃতে নিশ্বাস পড়ে,
হংস ফিরিছে ঘরে,
শাবকেরা তার ঘিরিয়া চলেছে
ডানা হ'তে জল ঝরে।

সহসা শুনিনু কণ্ঠ তুলিয়া
হংস কহিছে ডাকি'
"চক্ষুতে ধরা রেখেছে যে ধরি'
আমারি মত সে পাখী,—
মরাল সে জন মরণ-রহিত
রহে সে গগন প'রে,
পাখা ঝাড়িলে সে বৃষ্টি পড়ে গো
চাহিলে জ্যোৎস্না ঝরে।"

আশু বাড়ি' যাই,—শুনিবারে পাই
পদ্ম কহিছে সরে,—
"সৃজন পালন করে যে আপনি
আছে সে বৃন্তভরে।
আপনার ছাঁচে মোরে সে গড়েছে ;
'জগৎ' যাহারে বলে,—
সে তো সেই মহাপদ্মের দলে
হিম-কণা টলটলে।"

ধীরে ধীরে নীরে মুদিল কমল
নিরবিল তার গাথা,
তারার কিরণে দু' আঁখি ভরিয়া
হরিণ তুলিল মাথা ;
সে কহিল "হায়, গগনে যে ধায়
সে এক নিরীহ মৃগ,
নহিলে এমন শান্ত শোভন
জীব সে গড়িত কি গো ?"

হরিণেরে ছাড়ি' যাই আশু বাড়ি'
ময়ূর ফুকারে কেকা,
উচ্চে কহে সে "তৃণ পতঙ্গ
সকলি যে গড়ে একা,
সে এক ময়ূর আমারি মতন ;
এ শোভা সে দেছে মোরে,—
তারা-ঘেরা পাখা আকাশে দোলায়
সেই সারা রাত ধরে।"

য়েট্‌স্‌

সমাপ্ত

ছোড়ান্-কাঠি

অথর্ব্ব-বেদ—চতুর্ব্বেদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ। যজ্ঞকার্য্যের তন্ত্রধারকদিগকে অথর্ব্বা বা বা ব্রহ্মা বলিত। এই অথর্ব্বাদের রচিত বেদই অথর্ব্ব-বেদ নামে পরিচিত।

অরবিন্দ ঘোষ—ইনি "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি" নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইংরাজী পদ্য রচনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আনাক্রেয়ন—বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। ইনি আজীবন সুর ও নারীর বন্দনা গাহিয়াছেন। জন্মভূমি গ্রীস।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ—(খৃঃ ১৭৭০-১৮৫০) ঋষি কবি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

কীট্স্—(খৃঃ ১৭৯৫-১৮২১) 'সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর'—ইহাই তাঁহার কাব্যের প্রধান কথা।

গতিয়ে, তেয়োফিল—(খৃঃ ১৮১১-১৮৭২) ফরাসী সমালোচকেরা বলেন, তিনি চিত্র লিখিতেন; শব্দশিল্পে তাঁহার ক্ষমতা অসীম।

জেবুন্নিসা—সম্রাট আরঙ্গজেবের বিদুষী ও রূপসী কন্যা। ইনি কবি ছিলেন।

টেনিসন্—(খৃঃ ১৮০৯-১৮৯২) ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সভাকবি ছিলেন।

তরু দত্ত—(খৃঃ ১৮৫৬-১৮৭৭) বিখ্যাত রামবাগানের দত্ত-বাড়ীর মেয়ে। ইংরাজীতে ও ফরাসীতে কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হন।

নোগুচি, য়োনে—জাপানি কবি। আমেরিকায় প্রথম শিক্ষা ও সাহিত্যের হাতে-খড়ি হয়। ইংরাজীতে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম Seen and Unseen।

পো, এড্গার অ্যালেন্—(খৃঃ ১৮২১-১৮৪৯) জন্ম আমেরিকার বষ্টন নগরে। ইঁহার রচনা ইন্দ্রজালের মত মোহকর।

বদ্লেয়ার—(খৃঃ ১৮২১-১৮৬৭) ফরাসী কবি। ইনি 'সুন্দরকে মন্দ' দেখিতেন না, কিন্তু 'মন্দকে সুন্দর' দেখিতেন। ইঁহাকে বীভৎস রসের কবি বলা যাইতে পারে।

বিবেকানন্দ—(খৃঃ ১৮৬৩-১৯০২) ইনি য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। ইনি গদ্য পদ্য অনেক

লিখিয়াছেন। সমন্বয়াচার্য্য শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস ইঁহার গুরু ছিলেন।

ব্রাউনিং, এলিজাবেথ্ ব্যারেট্—(খৃঃ ১৮০৬-১৮৬১) সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, নারীর হৃদয়, পণ্ডিতের বুদ্ধি এবং কবির প্রাণ একাধারে ইঁহাতে সম্মিলিত ছিল। ইনি রবার্ট্ ব্রাউনিঙের পত্নী।

ব্রাউনিং, রবার্ট্—(খৃঃ ১৮১২-১৮৮৯) গদ্যে যেমন কার্লাইল, পদ্যে তেমনি ব্রাউনিং; কঠোর, দুর্গম, দুর্দ্ধর্ষ, কিন্তু সারবান্।

ভাল্‌মোর. মার্সেলিন্—(খৃঃ ১৭৬৩-১৮৫২) ফরাসী স্ত্রী-কবি। মিসেস্ ব্রাউনিং অপেক্ষা ইঁহার রচনা অনেক বেশী মিষ্ট।

ভার্লেন্, পল্—(খৃঃ ১৮৪৪-১৮৯৬) ইঁহার কবিতা ভাব সঙ্কেতে অতুলনীয়; জন্ম ফ্রান্সে।

ভ্যারহায়রেন, এমিল—বেলজিয়মের শ্রেষ্ঠ কবি; ইনি রেলওয়ে কলকারখানা প্রভৃতির মধ্যে কবিত্বের ভাব পাইয়াছেন। ইঁহার মতে এই সমস্ত আধুনিক জিনিসের বাহিরে সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু উহাতে মানুষের যে ক্ষমতার নূতন নূতন পরিচয় প্রকাশ হইয়াছে তাহা সুন্দর, তাহা মুগ্ধকর, তাহা কাব্যের বস্তু। কয়েক বৎসর আগে অপঘাতে মারা পড়িয়াছেন।

মিস্ত্রাল্—(১৮৩০-১৯১৪) ইনি ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রভেন্স জেলার লোক। ঐ জেলার চল্‌তি ভাষায় কবিতা ও কাব্য লিখিয়া নোবেল পুরস্কার পান। এই কবির মা লেখাপড়া জানিতেন না, সেই জন্য মাতার বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, ইনি চল্‌তি ভাষায় বই লিখিতে আরম্ভ করেন। ইনিই যথার্থ মাতৃভাষার সেবক এবং মাতৃদেবীর ভক্ত সন্তান।

য়েট্‌স্—আয়রলণ্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানের বাণী-মূর্ত্তি। নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি জীবিত।

রেক্সফোর্ড্—ইনি আমেরিকার কবি।

রঁস্যার্দ—(খৃঃ ১৫২৪-১৫৮৫) ইনি এবং ইঁহার কয়েকটি কবিবন্ধু 'সাতভাইচম্পা' বা কৃত্তিকামণ্ডলী নামে অভিহিত হইতেন। জন্মভূমি ফ্রান্স।

লায়াল্, আলফ্রেড্—সিভিলিয়ান কবি। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

লি-পো—(৭০২-৭৬২) চীনদেশের কবি ও যোদ্ধা; ইঁহার কবিতা বিচিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ।

লেকঁৎ-দে-লিল্—(১৮২০-১৮৯৪) 'কীৰ্ত্তিভবন যাত্রী' নামক ফরাসী কবিদিগের অগ্রণী ; জন্মভূমি রি-ইউনিয়ন্ দ্বীপ।

লো-তুং—চীনের সুপ্রসিদ্ধ কবি।

শীকিং—ইহার অর্থ কবিতা পুস্তক। চীনদেশের প্রাচীন কবিতা সমূহ প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে একবার একত্র সংগৃহীত হয় ; ঐ সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম 'শীকিং'।

শেনিয়ে, আঁদ্রে—(১৭৬২-১৭৯৪) সুবিখ্যাত ফরাসী কবি। শার্লৎ-কর্দের সুখ্যাতি করিয়া কবিতা লেখায় প্রাণদণ্ড হয়।

শেলি—(১৭৯২-১৮২২) ইঁহার রচনা বিদ্যুতের মত তীব্র ও উজ্জ্বল। ইনি কবি সমাজের কবি নামে খ্যাত।

সরোজিনী নাইডু—ইনি ইংরেজীতে চমৎকার কবিতা লিখিয়া থাকেন। নাইডু ইঁহার স্বামীর উপাধি। ইনি হায়দ্রাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা।

সাজাহান (সম্রাট)—লাহোরে জন্ম হয়। ইঁহার প্রিয়তমা পত্নী মম্‌তাজের মৃত্যুর পর ইনি দুই তিন বৎসর মৎস্য মাংস খান নাই, গন্ধ মাল্যাদি ব্যবহার করেন নাই, সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন। তাজমহল, কিলা-ই-সঙ্গ-সুর্খ, জুম্মা মস্‌জিদ ও বর্ত্তমান দিল্লী ইঁহার কীৰ্ত্তি। ইনি কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন।

সুইনবার্ণ—ইঁহাকে বায়রণের মানসপুত্র বলা যাইতে পারে। ভাষা ও ছন্দের উপর ইঁহার অসাধারণ দখল।

হাফেজ—হিজিরার অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহন করেন। ইঁহার রচনার সহিত আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

হুইট্‌ম্যান—আমেরিকার কবি। বাতাসের মত ইঁহার ছন্দ কাহারও বশে আসিতে চায় না। আমেরিকায় ইনি বিশ্বপ্রেমের অগ্রদূত।

হ্যুগো, ভিক্তর—(১৮০২-১৮৮৫) ইঁহার কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের অলঙ্কার ; ইঁহার উপন্যাস ফরাসী দেশের মহাভারত। টেনিসন্ ইঁহাকে 'হাসি ও অশ্রুর সম্রাট' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ৎসেন্-ৎসান্—চীনদেশের কবি। মহাকবি তু-ফু ইঁহার বন্ধু ছিলেন। ছন্দের অনেক নূতন নিয়ম ইনি আবিষ্কার করিয়া যান।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনা

নাম			প্রথম প্রকাশিত
বেণু ও বীণা (কবিতা)	...	...	
হোমশিখা ”	...	...	১৩১৪
তীর্থ-সলিল ”	...	...	১৩১৫
তীর্থরেণু ”	...	...	১৩১৭
ফুলের ফসল ”	...	...	১৩১৮
কুহু ও কেকা ”	...	...	
তুলির লিখন ”	...	...	১৩২১
অভ্র-আবীর ”	...	...	১৩২২
হসন্তিকা ”	...	...	১৩২৩
মণি-মঞ্জুষা ”	...	...	১৩২২
জন্মদুঃখী (উপন্যাস)	...	...	
রঙ্গমল্লী (নাট্য)	...	...	
চীনের ধূপ	...	...	
বেলাশেষের গান	...	...	১৩৩১
বিদায় আরতি	...	...	১৩৩০
ধূপের ধোঁয়ায় (নাটিকা)	...	...	১৩৩৬

ডঙ্কানিশান (উপন্যাস)—‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত ...

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীশচীন্দ্ররঞ্জন দাস বি, এ, সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৪।১বি, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।